চালু হল
'দুরন্ত বার্তা'
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দাম: ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 28, Issue No.: 211 Saturday, 1 July, 2023 ✻ ২৮ বর্ষ, ২১১ সংখ্যা ✻ ১৫ আষাঢ়, ১৪৩০, শনিবার, ১ জুলাই, ২০২৩ ✻ আজ ৮ পাতা ✻ মূল্য– ৩ টাকা

তৃণমূল পরিচালিত উত্তর দুর্গাপুর পঞ্চায়েতে প্রধানের বুধে কোনও কাজ না হওয়ার অভিযোগ। ...বিস্তারিত পাতা ৩

বিজেপি কর্মীরা মনোনয়ন জমা দিতে গিয়ে মার খাচ্ছে, পুলিশ তৃণমূল শ্রমিক নেতার মাথায় ছাতা ধরছে' টুইটে খোঁচা শুভেন্দুর। ...বিস্তারিত পাতা ৫

চিকিৎসকদের সম্মান দিতেই ১ জুলাই ভারতে 'ডাক্তার দিবস' পালন করা হয়ে থাকে। সারা বিশ্বে পালন করা হয়। ...বিস্তারিত পাতা ৬

সিনিয়র দলের হেড কোচ রাহুল দ্রাবিড়ের পরিবর্তে তাই এশিয়ান গেমসে দায়িত্ব দেওয়া হতে পারে ভিভিএস লক্ষ্মণকে। ।...বিস্তারিত পাতা ৮

'সবচেয়ে বড় চোর, বিজেপির আশ্রয়ে রয়েছে', অভিষেক

নিশানায় জিতেন্দ্র তিওয়ারি

দুরন্ত বার্তা, আসানসোল, ৩০ জুন ঃ 'তৃণমূলে নবজোয়ার' কর্মসূচির পর পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রচারেও ফের জেলায় জেলায় দলের প্রচারে ঘুরছেন সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। কোথাও জনসভা, পথসভা, কোথাও আবার রোড শো' করছেন তিনি। এরই মাধ্যমে তিনি জনসংযোগ সারছেন বলে খবর। সেই রকমই শুক্রবার আসানসোলের বারাবনির রোড শো পঞ্চায়েত ভোটের প্রচারে বিজেপিকে তুলোধোনা করার পাশাপাশি সেখানকার দাপুটে বিজেপি নেতা জিতেন্দ্র তিওয়ারিকে নিশানা করলেন অভিষেক। বললেন, এখানকার সবচেয়ে বড় চোরের নাম জিতেন্দ্র তিওয়ারি! এখন বিজেপির আশ্রয়ে গিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর নরেন্দ্র মোদি বলেন, তিনি চোর ধরবেন। কোথায় ধরছেন? তাহলে তো জিতেন্দ্র, শুভেন্দু সকলেরই জেলে থাকার কথা। শুক্রবার বারাবনিতে রোড শো করছিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সঙ্গে ছিলেন জামুড়িয়া, পাণ্ডবেশ্বর, রানিগঞ্জ, বারাবনির চার বিধায়ক। তাঁর সভা ঘিরে বিশাল ভিড় হয়।

সালানপুরের রূপনারায়ণপুরের ডিএভি স্কুল থেকে প্রায় আড়াই কিলোমিটার রাস্তা পেরিয়ে আমডাঙা মোড়ে গিয়ে শেষ হয় এই রোড শো। এত ভিড় দেখে আপ্লুত অভিষেক জানান, এটা তো ট্রেলার মাত্র। পুরো সিনেমা বাকি আছে। সেখান থেকেই অভিষেক সরাসরি নিশানা করেন বিজেপি নেতা জিতেন্দ্র তিওয়ারিকে। তাঁর কথায়, প্রধানমন্ত্রী মোদি বারবার বলেছেন, তিনি চোরদের ধরবেন। এখানকার সবচেয়ে বড় চোরের নাম জিতেন্দ্র তিওয়ারি। তিনি এখন বিজেপির আশ্রয়ে রয়েছেন। অভিষেক প্রশ্ন তোলেন, কোথায় আর চোর ধরছেন প্রধানমন্ত্রী? অবশ্য অভিষেকের এই খোঁচার পালটা জবাবও দিয়েছেন জিতেন্দ্র তিওয়ারি। তিনি বলেন, আমি যদি চোর হই, তাহলে আমি আসানসোল পুরসভার মেয়র থাকাকালীন তেমন অভিযোগ ওঠেনি কেন? আমার মেয়াদ শেষের পরও প্রশাসনিক বোর্ডের দায়িত্বে আমাকেই রাখা হল কেন? আমি যতদিন তৃণমূলে ছিলাম, ততদিন ভাল ছিলাম! আর এখন বিজেপিতে বলে আমাকে চোর বলা হচ্ছে!

উল্লেখ্য, যে এলাকায় অভিষেক প্রচার সারলেন, সেই রূপনারায়ণপুর গ্রাম পঞ্চায়েত ইতিমধ্যেই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জিতে গিয়েছে তৃণমূল। আগামী ৮ তারিখ এখানে গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে কোনও ভোট হবে না। বাকি পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদের ভোটের জন্য এদিন তৃণমূল প্রার্থীদের হয়ে রোড শো করেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। পশ্চিম বর্ধমান জেলার আসানসোলের বারাবনি বিধানসভার সালানপুরে পঞ্চায়েত ভোটের প্রচারে এসে আরও একবার কেন্দ্রীয় সরকারকে আক্রমণ করলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। পরবর্তীতে জনসংযোগ যাত্রার হুডখোলা গাড়ির উপর থেকে বক্তব্য রাখেন অভিষেক। সেখান থেকেই পঞ্চায়েত ভোটের পরে দিল্লি গিয়ে আন্দোলন করার হুঁশিয়ারি দেন শাসকদলের সেকেন্ড ইন কমান্ড। এদিন দুপুর দুটোর পরে অভিষেকের হেলিকপ্টার নামে সালানপুরের রূপনারায়ণপুরে হিন্দুস্তান কেবলস ময়দানে। সেখানে হেলিকপ্টার নামার জন্য অস্থায়ী হেলিপ্যাড তৈরি করা হয়েছিল। তাঁকে সেখানে পুষ্পস্তবক দিয়ে স্বাগত জানাতে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম বর্ধমান জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, আসানসোল পুরনিগমের মেয়র তথা বারাবনির বিধায়ক বিধান উপাধ্যায় সহ অন্যান্যরা। হেলিপ্যাড থেকে গাড়িতে ডিএভি স্কুল মাঠে আসেন অভিষেক বন্দোপাধ্যায়। সেখান থেকে শুরু হয় তাঁর রোডশো।

ডঃ বিধান চন্দ্র রায়কে শ্রদ্ধা জানাতে প্রস্তুত নবান্ন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩০ জুন ঃ রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ডঃ বিধান চন্দ্র রায় এর জন্ম ও প্রয়ান বার্ষিকীটি আগামীকাল রাজ্যজুড়ে যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে পালন করা হবে। এই উপলক্ষ্যে রাজ্য সরকারের তরফে একগুচ্ছ কর্মসূচী হাতে নেওয়া হয়েছে। কলকাতার ওয়েলিংটন স্কোয়ারে বিধানচন্দ্র রায় এর বাসভবনে প্রস্তাবিত মূল অনুষ্ঠানে তার মূর্তিতে মালা দিয়ে শ্রদ্ধা জানাবেন সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। এরপরে মহাকরনের বিপরীতে তার মূর্তিতে মালা দিয়ে শ্রদ্ধা জানাবেন স্থানীয় বিধায়ক নয়না বন্দ্যোপাধ্যায়। নবান্নে তার প্রতিকৃতিতে মালা দিয়ে শ্রদ্ধা জানাবেন সমবায় মন্ত্রী অরূপ রায়। পাশাপাশি বিধানসভা ভবনেও তার ছবিতে মালা দিয়ে শ্রদ্ধা জানাবেন অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়, পরিষদীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় সহ অন্যান্যরা।

মুখ্যসচিব পদে হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদীই

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩০ জুন ঃ রাজ্যের মুখ্যসচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদীর মেয়াদ আরও ছ'মাস বাড়িয়ে দিল কেন্দ্রীয় সরকার। শুক্রবারই তাঁর কর্মজীবনের শেষদিন ছিল। বৃহস্পতিবার পর্যন্ত মেয়াদবৃদ্ধি সংক্রান্ত চিঠি না আসায় প্রশাসনিক মহল খানিকটা উদ্বেগে ছিল। কিন্তু তার সঙ্গেই আশাবাদীও ছিল যে, শুক্রবার দিন শেষের আগেই ওই সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় ছাড়পত্র এসে যাবে। বাস্তবেও তেমনই হল। দ্বিবেদীর মেয়াদ বেড়ে যাওয়ার ফলে আসন্ন পঞ্চায়েত ভোটের আগে রাজ্য প্রশাসনে কোনও রদবদল প্রয়োজন হচ্ছে না। মুখ্যসচিব পদে হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদীর মেয়াদবৃদ্ধি হবে কি না, তা নিয়ে দোলাচলে ছিলেন তিনিও। গত কয়েকদিন তিনি সে ভাবে কারও সঙ্গে কথাও বলেননি। যাইহোক শেষপর্যন্ত তিনিই থেকে গেলেন রাজ্যের মুখ্যসচিব পদে।

আবাস যোজনা প্রকল্প রূপায়ণে এই রাজ্য দ্বিতীয়

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩০ জুন ঃ শহরাঞ্চলে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা প্রকল্প রূপায়ণে এই রাজ্য দেশের মধ্যে দ্বিতীয় হয়েছে। কেন্দ্রীয় আবাসন মন্ত্রকের তথ্য অনুযায়ী, চলতি বছরের প্রথম ৫ মাসে অর্থাৎ জানুয়ারী থেকে মে মাস পর্যন্ত সময়কালে রাজ্যের শহরাঞ্চলে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার প্রকল্পে ৮৪৪ কোটি টাকা খরচ করা হয়েছে। যার মধ্যে রাজ্যের পুর এলাকায় ৫০০ কোটির বেশি টাকা উপভোক্তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি জমা করা হয়েছে। উল্লেখ্য গোটা দেশে শহরাঞ্চলে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা প্রকল্পে প্রথম স্থানে রয়েছে অন্ধ্রপ্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশ। রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম বলেন, স্বচ্ছতার সঙ্গে সকলের জন্য বাড়ি প্রকল্পে উপভোক্তার অ্যাকাউন্টে সরাসরি টাকা পাঠানো হয়েছে।

মোদি মন্ত্রিসভায় রদবদল আসন্ন!

গুরুত্ব পাবেন ভোটমুখী চার রাজ্যের নেতারা

নয়াদিল্লি, ৩০ জুন ঃ চার রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের আগেই মোদি মন্ত্রিসভায় বড়সড় রদবদল হতে চলেছে বলে খবর মিলেছে। উল্লেখ্য, পরপর দুই রাজ্য কর্ণাটক ও হিমাচল প্রদেশে বিপর্যয় হয়েছে। বিরোধীদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার চেষ্টা হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে। ফলে কিছুটা হলেও চিন্তায় পরেছে গেরুয়া শিবির। যার জেরেই বড়সড় বদল আসতে চলেছে বিজেপির অন্দরে এবংবিশেষ করে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায়। চলতি বছরেই একাধিক রাজ্যে রয়েছে বিধানসভা নির্বাচন। বছর পার করলেই আবার লোকসভা নির্বাচন। এই প্রতিটি নির্বাচনেই জয় নিশ্চিত করতে মরিয়া বিজেপি। সেই কারণেই সংগঠন মজবুত করতে কোমর বেঁধে নেমেছে শীর্ষ নেতৃত্ব। আর তাই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা, বিএল সন্তোষ সহ একাধিক শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠকে বসেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এই বৈঠকের পরই বিজেপির সংগঠন, এমনকী মন্ত্রিসভাতেও পরিবর্তন আনা হতে পারে। জানা গিয়েছে, রাজস্থানে জাঠ ও গুজ্জর নেতাদের তুলনায় নতুন ব্রাহ্মণ মুখকেই দলের নেতৃত্বে এবং মন্ত্রিসভায় তুলে আনতে পারে বিজেপি। ছত্তিশগড়ের ক্ষেত্রে যেমন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী রমন সিংয়ের কাজে খুশি নয় শীর্ষ নেতৃত্ব। নতুন মুখ হিসেবে তাই ওপি চৌধুরীকে তুলে আনার চেষ্টা করা হতে পারে। যে রাজ্যগুলির সংগঠনে পরিবর্তন আনার পরিকল্পনা রয়েছে, তার মধ্যে কর্ণাটক ও হিমাচল প্রদেশেই সবথেকে বেশি পরিবর্তন আনা হতে পারে। এরমধ্যে যে রাজ্যগুলিতে সাম্প্রতিক সময়ে নির্বাচনে বিজেপির ফলাফল আশাপ্রদ হয়নি, সেখানকার কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের রাজ্য সংগঠনে নিয়ে আসা হতে পারে বলেও জানতে পারা গিয়েছে। অন্যদিকে, মন্ত্রিসভায় রদবদল করা হলে, ভোটমুখী রাজ্যের নেতাদের ঠাঁই হতে পারে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায়।

'মণিপুরে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়া ভীষণ দরকার' রাহুল গান্ধী

ইম্ফল, ৩০ জুন ঃ মণিপুরের রাজ্যপাল অনুসুয়া উইকেই এর সঙ্গে দেখা করলেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী। শান্তির বার্তা নিয়ে দু''দিনের জন্য মণিপুরে গিয়েছেন রাহুল গান্ধী। সফরের দ্বিতীয় দিনে, শুক্রবার তিনি মণিপুরের রাজ্যপাল অনুসুয়া উইকেই এর সঙ্গে দেখা করেছেন। রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করার পর রাহুল বলেছেন, মণিপুরে শান্তি দরকার। আমি চাই এখানে শান্তি ফিরে আসুক। আমি কয়েকটি ত্রাণ শিবির পরিদর্শন করেছি, এসব ত্রাণ শিবিরে ঘাটতি রয়েছে, সরকারের উচিত এ জন্য কাজ করা। শুক্রবার সকালেই কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী মণিপুরের মইরাং-এ একটি ত্রাণ শিবিরে পৌঁছন, যারা সেখানে আশ্রয় নিয়েছেন তাঁদের সঙ্গে দেখা ও কথা বলেন রাহুল। শোনেন তাঁদের মনের কথা। এরপরই রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করেন কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি। হিংসাত্মক ঘটনা থামছেই না মণিপুরে। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে আবার নতুন করে উত্তপ্ত হয়ে উঠল মণিপুরের রাজধানী ইম্ফল। ইম্ফলের কেন্দ্রস্থলে জড়ো

হওয়া ভিড়কে ছত্রভঙ্গ করতে কাঁদানে গ্যাস ছুড়ল সেনা। সেনা সূত্রে খবর, মণিপুরের কাংপোকপি জেলায় গুলির আঘাতে নিহত এক প্রাক্তন নৌসেনা কর্তাকে শ্রদ্ধা জানাতে ইম্ফলে বিক্ষোভকারীরা জড়ো হয়েছিলেন। জমায়েতের নেতৃত্ব ছিলেন মহিলারা। প্রথমে ওই অফিসারের দেহ ইম্ফলের জনবহুল খোয়াইরামবন্দ বাজারে আনা হয়। পরে মৃতদেহটি মুখ্যমন্ত্রী এন বীরেন সিংয়ের বাসভবনের সামনে দিয়ে মিছিল করে নিয়ে যাওয়ার হুমকি দেয় উন্মত্ত জনতা। পুলিশ যাতে তাদের গ্রেফতার করতে না পারে, তাই রাস্তার মাঝে টায়ারও জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। এর পরই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় সেনা এবং পুলিশ। বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে কাঁদানে গ্যাসের সেল ছোড়া হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য ওই নৌসেনা কর্তার দেহ 'জওহরলাল নেহরু ইনস্টিটিউট অফ মেডিক্যাল সায়েন্স'-এর মর্গে পাঠানো হয়। শুক্রবার সকালে রাহুল গান্ধী মইরাং পৌঁছন। মণিপুরের প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি কেশম মেঘচন্দ্রের মতে, রাহুল গান্ধী ত্রাণ শিবির পরিদর্শন করার পাশাপাশি ক্ষতিগ্রস্তদের সঙ্গে কথা বলেছেন। পরে, তিনি ইম্ফল ফিরে আসবেন এবং ১০ জন সমমনোভাবাপন্ন দলের নেতা, ইউনাইটেড নাগা কাউন্সিল (ইউএনসি) নেতা এবং সুশীল সমাজ সংগঠনের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করবেন।

সংসদের বাদল অধিবেশনেই পেশ হতে পারে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি বিল!

নয়াদিল্লি, ৩০ জুন ঃ সংসদের বাদল অধিবেশনেই পেশ হতে চলেছে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি আইন। এমনটাই দাবি করলো এক সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমের। সরকারের শীর্ষস্তরের এক সূত্রকে উদ্ধৃত করে ওই সংবাদমাধ্যম দাবি করেছে, আইন মন্ত্রক ইতিমধ্যেই অভিন্ন দেওয়ানি বিধির খসড়া তৈরির প্রক্রিয়া শুরু করেছে। যা আসন্ন বাদল অধিবেশনেই পেশ করা হতে পারে। বিশেষ সূত্রের খবর, আগামী ৩ জুলাই সংসদীয় স্ট্যান্ডিং কমিটি আইন কমিশনের প্রতিনিধিদের তলব করেছে। আইন কমিশন কিছুদিন আগেই অভিন্ন দেওয়ানি বিধি নিয়ে সাধারণ নাগরিকদের মতামত জানতে চেয়েছিল। আইন কমিশন কী তথ্য পেল সেটা খতিয়ে দেখতে চায় সংসদ বিষয়ক এবং আইন বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটি। শোনা যাচ্ছে, তারপরই চূড়ান্ত করা হবে অভিন্ন দেওয়ানি বিধির খসড়া। যা আসন্ন বাদল অধিবেশনেই পেশ করা হতে পারে লোকসভায়। সংসদের বাদল অধিবেশন শুরু হবে জুলাইয়ের তৃতীয় সপ্তাহে। এই মুহূর্তে সরকারের যা সাংসদ সংখ্যা, তাতে অন্তত লোকসভায় এই আইন পাশ করাতে বিশেষ বেগ পেতে হবে না মোদি সরকারকে। বিজেপির বক্তব্য, অভিন্ন দেওয়ানি বিধি কার্যকর হলে সামাজিক সৌহার্দ্য বজায় থাকবে। লিঙ্গবৈষম্য দূর হবে। মহিলারা শক্তিশালী হবেন। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, এর ফলে সংবিধানের মূল ভাবধারা বজায় থাকবে। 'একটি রাষ্ট্রে দুই প্রধান, দুই নিশান ও দুই বিধান থাকতে পারে না।' শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের এই বাক্যবন্ধ বিজেপির নীতি নির্ধারণে স্পষ্ট। ২০১৪ সালে ক্ষমতায় আসার পর থেকেই এক দেশ, এক আইনের পক্ষে সওয়াল করছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সরকার। ২০১৯ সালেও বিজেপির নির্বাচনী ইস্তাহারে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি কার্যকর করার বিষয়টির উল্লেখ ছিল। তবে কেন্দ্রীয় স্তরে এখনও পর্যন্ত তা কার্যকর হয়ে ওঠেনি। ২০২৪-এর আগে সেই প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে উদ্যোগী হল কেন্দ্র সরকার। যদিও কংগ্রেস সহ বিরোধী শিবির এই বিলের প্রবল বিরোধিতা করবে, সেটা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে।

রাজ্যসভায় ভোট দিতে পারবেন জেল হেফাজতে থাকা ৩ বিধায়ক

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩০ জুন ঃ রাজ্যে রাজ্যসভার সাত আসনে আসন্ন নির্বাচনে যদি ভোটাভুটি হয় তবে তাতে অংশ নিতে পারবেন এই মুহূর্তে জেল হেফাজতে থাকা তিন বিধায়ক। এসএসসি নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় এই মুহূর্তে জেল হেফাজতে রয়েছেন প্রাক্তন শিক্ষা মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়, মানিক ভট্টাচার্য এবং জীবন কৃষ্ণ সাহা। বিধানসভা সূত্রে খবর, তাঁদের যেহেতু বিধায়ক পদ খারিজ হয়নি, বিচারাধীন অবস্থায় জেল হেফাজতে রয়েছেন তাই রাজ্যসভা বা রাষ্ট্রপতি নির্বাচন নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগে ওই বিধায়কদের কোনো বাধা নেই। তবে তাঁরা যদি ভোট দিতে চান, তাহলে তাঁদের এই মর্মে কোর্টে আবেদন করতে হবে। আদালতের অনুমতি সাপেক্ষেই তারা ভোট প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে পারেন। উল্লেখ্য আগামী ২৪ জুলাই পশ্চিমবঙ্গে সাতটি রাজ্যসভা আসনে ভোট ঘোষণা করেছে নির্বাচন কমিশন। তবে বিধায়ক সংখ্যার নিরিখে তৃণমূল কংগ্রেস পাঁচটি এবং বিজেপি প্রার্থীর একটি আসনে জয়ের সম্ভাবনা রয়েছে। ওই একটি আসনে ভোটাভুটি হবে কিনা তা এখনো নিশ্চিত নয়।

আবারও জামিন নাকচ অনুব্রত মণ্ডলের

দুরন্ত বার্তা, আসানসোল, ৩০ জুন ঃ গোরু পাচার মামলায় আবারও জামিন নাকচ হল বীরভূমের তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি অনুব্রত মণ্ডলের। এই মামলার পরবর্তী শুনানি ১৪ জুলাই হবে বলে বিচারক জানান। শুক্রবার আসানসোলে সিবিআইয়ের বিশেষ আদালতে তাঁর হয়ে জামিনের আবেদন করেছিলেন আইনজীবী সোমনাথ চট্টরাজ। কিন্তু সেই জামিনের তীব্র বিরোধিতা করেন সিবিআইয়ের আইনজীবী জশ কিষান। তিনি মূলত অনুব্রত'র বিরুদ্ধে 'প্রভাবশালী তত্ত্ব' খাঁড়া করেন। শেষ পর্যন্ত সেই তত্ত্বেই সিলমোহর দিয়ে আসানসোলে সিবিআইয়ের বিশেষ আদালতের বিচারক রাজেশ চক্রবর্তী অনুব্রত'র জামিনের আবেদন নাকচ করেন। তবে এদিন সওয়াল-জবাবের সময় তদন্ত নিয়ে বিচারকের প্রশ্নের মুখে পড়তে হয় সিবিআইকে। ৩২৩ দিন ধরে জেল হেপাজতে রয়েছেন অনুব্রত মণ্ডল। তাঁকে যে কোন শর্তে জামিন দেওয়া হোক, এদিন আসানসোলে সিবিআইয়ের বিশেষ আদালতে এই আবেদন করেন অনুব্রত'র আইনজীবী সোমনাথ চট্টরাজ। এদিন দিল্লির তিহার জেলে অনুব্রত'র ভার্চুয়াল শুনানি হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু এদিন এজলাস থেকে তিহার জেলের সঙ্গে টেকনিক্যাল কারণে যোগাযোগ না হলেও অনুব্রত'র হয়ে জামিনের আবেদন করেন তাঁর আইনজীবী। তিনি বলেন, 'আমার মক্কেল ২০২২ সালের ১১ অগাস্ট থেকে জেলবন্দি হয়ে আছেন। তাঁর বিরুদ্ধে পাঁচটি চার্জশিট জমা পড়েছে। কবে নাগাদ ট্রায়াল শুরু হবে তা জানা যাচ্ছে না।'

সায়নীকে জেরা শেষ, বয়ান রেকর্ড গেল দিল্লিতে, সব উত্তর সন্তোষজনক নয় ইডি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩০ জুন ঃ নিয়োগ দুর্নীতির তদন্তে তৃণমূল কংগ্রেস যুবনেত্রী তথা টলিউড অভিনেত্রী সায়নী ঘোষের কাছ থেকে যে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে তা দিল্লিতে পাঠাল ইডি। দিল্লি থেকে নির্দেশ আসার অপেক্ষা। তার পর পরবর্তী পদক্ষেপ নেবে ইডি। এমনটাই সূত্র মারফৎ জানতে পারা গিয়েছে। নিয়োগ দুর্নীতির তদন্তে ধৃত কুন্তল ঘোষকে জেরা করে সায়নী ঘোষের বিষয়ে কিছু তথ্য পায় ইডি। তার ভিত্তিতে তৃণমূল যুবনেত্রীকে জেরায় ডাকা হয়। সায়নীর সম্পত্তি খতিয়ান নিয়েও সন্দিহান ইডি। আগামী ৮ জুলাই পঞ্চায়েত নির্বাচন। তার আগে শুক্রবার তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী সায়নী ঘোষকে জেরা করায় রাজনৈতিক মহল সরগরম। নিয়োগ দুর্নীতির বিপুল আর্থিক লেনদেন নিয়ে সায়নীকে জেরা করেছে ইডির। এই দুর্নীতিতে আগেই ধৃত কুন্তল ঘোষের সাথে সায়নীর কী সম্পর্ক তাতেই ইডির নজর। জানা যাচ্ছে নিয়োগ দুর্নীতিতে কুন্তল ও তাপসের ১৯ কোটির লেনদেন হয়েছিল। এর সাথে সায়নীর সংযোগ কতটা তা জানতে চায় ইডি। সায়নীর বয়ান রেকর্ড করে

দিল্লিতে পাঠিয়েছে ইডি। দিল্লি থেকে পরবর্তী নির্দেশ মতো কাজ হবে বলে জানানো হয়। এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)-র সমনে সাড়া দিতে শুক্রবার কলকাতায় ইডির সদর দফতর সিজিও কমপ্লেক্সে উপস্থিত হয়েছেন যুব তৃণমূলের রাজ্য সভানেত্রী তথা অভিনেত্রী সায়নী ঘোষ। গত মঙ্গলবার তৃণমূল যুবনেত্রীকে ইডির তরফে নোটিস পাঠানো হয়েছিল। সেখানে বলা হয়েছিল, শুক্রবার কলকাতায় ইডির সদর দফতর সিজিও কমপ্লেক্সে বেলা ১১টার মধ্যে হাজির হতে বলা হয় সায়নীকে। কিন্তু তার পর থেকেই 'উধাও' ছিলেন যুব তৃণমূল নেত্রী। তাঁর দক্ষিণ কলকাতার বিক্রমগড়ের বাড়িতেও তাঁর খোঁজ পাওয়া যায়নি। সায়নীর ইডি দফতরে হাজিরা দেওয়া প্রসঙ্গে কুলুপ এঁটেছিল শাসক দলও। অবশেষে শুক্রবার নির্ধারিত সময়েই ইডির দফতরে হাজিরা দিয়েছেন সায়নী।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির আমন্ত্রণে রাজি শরিফ

নয়াদিল্লি, ৩০ জুন ঃ শাংহাই কোঅপারেশন অর্গানাইজেশনের (এসসিও) বৈঠকে থাকবেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে ভারতের নেতৃত্বে ৪ জুলাই হতে চলা বৈঠকে ভারচুয়ালি অংশ নেবেন পাক প্রধানমন্ত্রী বলে খবর মিলেছে। শুক্রবার পাক বিদেশমন্ত্রক এক বিবৃতিতে জানায়, পাকিস্তানের কাছে এসসিওর গুরুত্ব প্রচুর। আঞ্চলিক স্থিতাবস্থা, উন্নয়ন ও সহযোগিতাপূর্ণ সহাবস্থান বজায় রাখতে এই জোটের ভূমিকা রয়েছে। তাই ৪ জুলাই হতে চলা এসসিও রাষ্ট্রপ্রধানদের তেইশতম বৈঠকে ভারচুয়ালি অংশ নেবেন প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ। বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, এবছর ভারতের নেতৃত্বে বৈঠকে বসছে এসসিও। সেখানে অংশ নিতে শরিফকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ২০০১ সালে শাংহাইতে এসসিও গঠন হয়। সদস্য রাশিয়া, চিন, কাজাখস্তান ও কিরঘিজস্তান। ২০১৭ সালে জোটে যোগ দেয় ভারত ও পাকিস্তান। গতবছরের সেপ্টেম্বরে এক বছরের জন্য সমরকন্দ সামিটে সংগঠনটির চেয়ারম্যান পদে বসে ভারত। উল্লেখ্য, গত মে মাসে গোয়ায় শাংহাই কো অপারেশন অর্গানাইজেশনের গোষ্ঠীর বৈঠকে অংশ নেন পাকিস্তান, চিন-সহ অন্যান্য দেশের বিদেশ মন্ত্রীরা। দীর্ঘদিন পরে ওই বৈঠকে হাজির ছিলেন কোনও পাক বিদেশমন্ত্রী। দু'দিনব্যাপী ওই অনুষ্ঠানের প্রথম দিন চিনা বিদেশমন্ত্রী কিন গ্যাং ও রুশ বিদেশমন্ত্রী সের্গেই লাভরভের সঙ্গে পার্শ্ববৈঠক সারেন জয়শংকর। তবে পাক প্রতিনিধি বিলাওয়াল ভুট্টোর সঙ্গে আলোচনায় বসেননি তিনি। উল্লেখ্য, কাশ্মীর নিয়ে একাধিক যুদ্ধ। ভারতের বিরুদ্ধে আইএসআইয়ের লাগাতার ছায়াযুদ্ধ। মুম্বইয়ে জেহাদি হামলা ও পুলওয়ামার মতো ক্ষত। সবমিলিয়ে, ভারত ও পাকিস্তানের সম্পর্ক যে কোথায় দাঁড়িয়ে তা স্পষ্ট। এহেন পরিস্থিতিতে এসসিও তে শরিফ কী বার্তা দেবেন সেদিকে নজর থাকবে সবার। একই সঙ্গে সীমান্তের ওপার থেকে সন্ত্রাস রপ্তানি নিয়ে ভারত কী বিবৃতি দেয় সেদিকেও লক্ষ্য থাকবে।

সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রের প্যারোলের মেয়াদ বাড়াল কলকাতা হাইকোর্ট

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩০ জুন ঃ শর্তসাপেক্ষে প্যারোলের মেয়াদ বাড়ল 'কালীঘাটের কাকু' সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র'র। শুক্রবার বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ এই নির্দেশ দেন। কলকাতা হাইকোর্ট জানিয়েছে, ১৬ জুলাই পর্যন্ত তিনি প্যারোলে থাকতে পারবেন। ১৭ জুলাই তাঁকে প্রেসিডেন্সি কারা কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেওয়া হবে। শর্তসাপেক্ষে সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র ওরফে কালীঘাটের কাকুর প্যারোলের মেয়াদ বাড়াল কলকাতা হাইকোর্ট। স্ত্রীর মৃত্যুতে জামিনের আবেদন করে এর আগে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন সুজয়কৃষ্ণ। সেই আবেদনেরও শুনানি হয়েছিল বিচারপতি ঘোষেরই এজলাসে। তবে জামিনের আবেদন খারিজ করে দিয়েছিলেন তিনি। এরপরই জেল কর্তৃপক্ষ প্যারোলে তাঁকে বাড়ি যাওয়ার অনুমতি দেয়। তার সময়সীমা ছিল ৩ দিন। শুক্রবার তার মেয়াদ শেষ হওয়ার কথা। এরইমধ্যে হাইকোর্ট প্যারোলের সময়সীমা বাড়ানোর নির্দেশ দিয়েছে। ১৬ জুলাই পর্যন্ত প্যারোলে থাকতে পারবেন তিনি। তবে বেশ কয়েকটি শর্তের ভিত্তিতে এই সুযোগ তিনি পাবেন। ১৭ জুলাই তাঁকে যথারীতি প্রেসিডেন্সি কারা কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দিতে হবে। সুজয়কৃষ্ণের সঙ্গে ২৪ ঘণ্টার জন্য একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর পদমর্যাদার ইডি অফিসার থাকবেন। সঙ্গে কেন্দ্রীয় নিরাপত্তাও থাকবে। স্ত্রীর পারলৌকিক কাজের জন্য সুজয়কৃষ্ণকে যদি বাড়ির বাইরে যেতে হয় তা হলে তা বাড়ি থেকে ১০ কিলোমিটারের মধ্যে হতে হবে। অর্থাৎ স্ত্রীর কাজের জন্য তিনি যদি কোনও মন্দির বা অন্য কোথাও যেতে চান, বাড়ি থেকে দূরত্ব হতে হবে ১০ কিলোমিটার। সেখানে যাওয়ার ৪৮ ঘণ্টা আগে জানাতে হবে ইডিকে। যে সময় তিনি প্যারোলে থাকছেন, সর্বক্ষণের গতিবিধি থাকবে নজরদারিতে। কখন তিনি কী করছেন, কার সঙ্গে কথা হচ্ছে সবটাই নজরে থাকবে। এমনকী রেজিস্টারও রাখতে হবে আধিকারিকদের সঙ্গে। তাতেই লেখা থাকবে পুঙ্খানুপুঙ্খ। একইসঙ্গে সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রের বাড়ির সামনে কোনওরকম ভিড় করা যাবে না বলেও নির্দেশ হাইকোর্টের। প্রসঙ্গত, নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার হাতে গ্রেফতার হন 'কালীঘাটের কাকু' ওরফে সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র। গত ২৬ জুন রাতে হার্ট অ্যাটাকে প্রয়াত হন সুজয়কৃষ্ণের স্ত্রী বাণী ভদ্র। এদিকে নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় কালীঘাটের কাকু ইডির হাতে ধৃত। জেল হেফাজত হয়েছে তাঁর। তবে স্ত্রীর মৃত্যুর পর শেষকৃত্যে যোগ দিতে চেয়ে আবেদন জানান। জামিন চেয়েছিলেন তিনি। তবে তা নামঞ্জুর হয়। পরবর্তীতে প্যারোলে জেল থেকে বেরোনোর অনুমতি পান তিনি।

বিশাখাপত্তনমের অদূরে ওষুধ কারখানায় চুল্লি বিস্ফোরণ, গুরুতর ভাবে অগ্নিদগ্ধ দুই

বিশাখাপত্তনম, ৩০ জুনঃ অন্ধ্রপ্রদেশের বিশাখাপত্তনমের অদূরে একটি ওষুধ কারখানার চুল্লিতে (রিঅ্যাক্টর) বিস্ফোরণ। এতে অন্তত দু'জনের আহত হয়েছেন। ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নেভানোর প্রক্রিয়া শুরু করেছে দমকলের তিনটি ইঞ্জিন। বিস্ফোরণের কালো ধোঁয়ায় ঢেকে গিয়েছে কারখানা সংলগ্ন এলাকা।শুক্রবার বিশাখাত্তনমের অদূরে আনাকাপল্লি জেলার অচ্যুতপূরম বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলে সাহিতি ফার্মার একটি কারখানা (ইউনিট) রয়েছে। সূত্রের খবর, সেই কারখানাতেই চুল্লিতে বিস্ফোরণ হয়। কী ভাবে বিস্ফোরণ তা এখনও পরিষ্কার নয়। অকুস্থলে পৌঁছে আগুন নেভানোর প্রক্রিয়া শুরু করেছে দমকলের তিনটি ইঞ্জিন। কারখানার ভিতরে অনেকের আটকে থাকার আশঙ্কা রয়েছে।

দুর্গাপুর ইস্পাতে ঠিকাশ্রমিকের অস্বাভাবিক মৃত্যু, চাঞ্চল্য

দুর্গাপুর, ৩০ জুন ঃ কর্মরত অবস্থায় অসুস্থ হয়ে মৃত্যু হল এক ঠিকাশ্রমিকের। শুক্রবার চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে রাষ্ট্রায়ত্ত সেইল র দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানায় (ডিএসপি)।কারখানা সূত্রে জানা গেছে, মৃতের নাম তরুণ চক্রবর্তী (৫২), দুর্গাপুর কুরুয়িয়াডাঙার বাসিন্দা। কারখানার সিভিল বিভাগের অধীনে একটি ঠিকাসংস্থার কর্মী। ঘটনায় জানা গেছে, কাজ করার সময় আচমকা পড়ে যান। সহকর্মীরা তাকে দ্রুত উদ্ধার করে কারখানার হাসপাতালে নিয়ে গেলে, চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষনা করে। শ্রমিকদের অনুমান গরমে অসুস্থ হয়ে মৃত্যু হয়েছে।

এক মাসে এই নিয়ে তৃতীয়বার, মুম্বইয়ে চলন্ত ট্রেনে তরুণীকে নিগ্রহ!

মুম্বই, ৩০ জুন ঃ মুম্বইয়ের লোকাল ট্রেন ক্রমেই মহিলাদের জন্য আতঙ্কের কারণ হয়ে উঠছে! এবার মুম্বইয়ে চলন্ত লোকাল ট্রেনে তরুণীকে নিগ্রহের অভিযোগ উঠল এক যুবকের বিরুদ্ধে। গত ২৩ জুন রাতে ঘটনাটি ঘটেছে চারনি রোড এবং গ্রান্ট রোড স্টেশনের মাঝে। এক মাসের মধ্যে পর পর তিন বার একই রকম ঘটনা ঘটনায় ট্রেনে মহিলাদের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।রেল পুলিশ সূত্রে খবর, গত ২৮ জুন এ বিষয়ে অভিযোগ দায়ের করেছেন ওই তরুণী। তাঁর অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্তের খোঁজ চালানো হয়। ওই দুই স্টেশনের সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে অভিযুক্তকে চিহ্নিত করা হয়েছে বলেও জানিয়েছে পুলিশ। মুম্বই সেন্ট্রাল রেলওয়ে থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৫৪-এ ধারায় একটি এফআইআরও দায়ের হয়েছে।পুলিশ সূত্রে খবর, গত ২৩ জুন রাতে চারনি রোড স্টেশন থেকে চার্চগেটগামী ট্রেনে উঠেছিলেন তরুণী। ট্রেনটি ছাড়ার মুহূর্তেই এক যুবক ওঠেন ওই কামরায়। অভিযোগ, ট্রেনটি চারনি রোড ছাড়ার পর থেকেই তরুণীকে নানা রকম অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি করে উত্যক্ত করতে থাকেন। শুধু তাই-ই নয়, তরুণী প্রতিবাদ করায় তাঁকে অশ্রাব্য ভাষায় গালাগালাজও করে। গ্রান্ট রোড স্টেশন ঢুকতেই ওই যুবক নেমে পড়ে। ঘটনার প্রায় চার দিন পর রেলপুলিশে অভিযোগ দায়ের করেন তরুণী।

উত্তর প্রদেশের বান্দায় ট্রাকে ধাক্কা বেপরোয়া গাড়ির, মৃত্যু ৬ জনের, আহত দুই

বান্দা, ৩০ জুন ঃ উত্তর প্রদেশের বান্দা জেলায় ভয়াবহ একটি দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ৬ জনের। এছাড়াও দু'জন গুরুতর আহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে একটি গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ট্রাকে ধাক্কা মারে। ওই গাড়িতে মোট ৮ জন ছিলেন, তাঁদের মধ্যে ৫ জনের দুর্ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়। একজনের মৃত্যু হয় হাসপাতালে। বাকি দু'জনের চিকিৎসা চলছে।বান্দার জেলাশাসক দূর্গা শক্তি নাগপাল বলেছেন, দ্রুতগামী একটি গাড়ির সঙ্গে ট্রাকের সংঘর্ষ হয়। গাড়িটিতে ৮ জন ছিলেন, দুর্ঘটনাস্থলেই ৫ জনের মৃত্যু হয়। একটি কমিউনিটি স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ভর্তি ৩ জনের মধ্যে একজন মারা গিয়েছে এবং বাকি দু'জনের অবস্থা গুরুতর। তাঁদের একটি সরকারি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে। মামলা রুজু করে দুর্ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

১৭-তম ভারতীয় সমবায় কংগ্রেসের উদ্বোধন ১ জুলাই, অমৃতকালের থিমে দু'দিন চলবে সম্মেলন

নয়াদিল্লি, ৩০ জুন ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ১ জুলাই, শনিবার ১৭-তম ভারতীয় সমবায় কংগ্রেসের উদ্বোধন করবেন। দিল্লির প্রগতি ময়দানে আয়োজিত হচ্ছে ১৭-তম ভারতীয় সমবায় কংগ্রেস অনুষ্ঠান, অমৃতকালের থিমে এই সম্মেলন চলবে দু'দিন ধরে। ন্যাশনাল কো-

অপারেটিভ ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া (এনসিইউআই) দু'দিনের এই সম্মেলনের আয়োজন করছে। এই সম্মেলনের পৌরহিত্য করবেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী অমিত শাহ।সমবায় মন্ত্রকের মতে, ভারতীয় সমবায় কংগ্রেসের উদ্দেশ্য হল-সমবায় আন্দোলনের বিভিন্ন প্রবণতা নিয়ে আলোচনা করা, সফল সমবায়ের দ্বারা গৃহীত সর্বোত্তম অনুশীলনগুলি প্রদর্শন করা এবং সমবায় বিশ্বের মুখোমুখি হওয়া চ্যালেঞ্জগুলির বিষয়ে চিন্তাভাবনা করা।

১ জুলাই বার্ষিক অমরনাথ যাত্রার সূচনা, ৬২ দিনের তীর্থযাত্রার সমাপ্তি এই বছরের ৩১ আগস্ট

শ্রীনগর, ৩০ জুন ঃ বছরভর প্রতীক্ষার অবসান হতে চলেছে শনিবার, চলতি বছরের অমরনাথ যাত্রা শুরু হচ্ছে শনিবার, ১ জুলাই থেকে। ৬২ দিনের তীর্থযাত্রা চলবে আগামী ৩১ আগস্ট পর্যন্ত। জম্মু ও কাশ্মীরের অনন্তনাগ জেলার পহেলগাঁও এবং গান্ডেরওয়াল জেলার বালতাল থেকে অমরনাথ যাত্রা শুরু হবে ১ জুলাই। তীর্থযাত্রা ঘিরে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। অমরনাথ যাত্রা শুরু হওয়ার প্রাক্কালে, শুক্রবার ভোরে ক।। নিরাপত্তা বেষ্টনীর মধ্য দিয়ে অনন্তনাগ জেলার পহেলগাঁও এবং গান্ডেরওয়াল জেলার বালতালের উদ্দেশে রওনা হয়েছেন অমরনাথ যাত্রা পুণ্যার্থীদের প্রথম ব্যাচ। জম্মু বেস ক্যাম্প যাত্রী নিবাস থেকে

অমরনাথ যাত্রা তীর্থযাত্রীদের প্রথম ব্যাচকে পতাকা দেখিয়ে রওনা করেন উপ-রাজ্যপাল মনোজ সিনহা। এবারের অমরনাথ যাত্রায় পুণ্যার্থীদের নিরাপত্তার পাশাপাশি স্বাস্থ্যের বিষয়টিকেও অত্যধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ডিআরডিও-র দ্বারা নির্মিত হাসপাতালে ইতিমধ্যেই উদ্বোধন করা হয়েছে, এই হাসপাতাল থাকার ফলে জরুরি সময়ে চিকিৎসা সুবিধা পাবেন পুণ্যার্থীরা। বালতাল এবং চন্দনওয়ারি হাসপাতালগুলিকে সর্বাধুনিক সরঞ্জামে সজ্জিত করা হয়েছে।পাশাপাশি জাতীয়. তামাক নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি (এনটিসিপি)-র অধীনে অমরনাথ যাত্রাকে তামাকমুক্ত ঘোষণা করা হয়েছে। আবার পুণ্যার্থীদের খাবার নিয়ে কিছু নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে অমরনাথ তীর্থযাত্রা পরিচালন বোর্ড। কোন কোন খাবার নেওয়া অথবা খাওয়া যাবে না, তার একটি তালিকাও প্রকাশ করা হয়েছে। ফাস্ট ফুড, নরম পানীয়, জিলিপি, হালুয়ার মতো মিষ্টি, পুরী এবং ছোলা ভাটুরার মতো তৈলাক্ত খাবারের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে অমরনাথ বোর্ড। পুণ্যার্থীদের স্বাস্থ্যের কথা ভেবেই এই ধরনের খাবারের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে তাঁরা।

উধমপুরে দুর্ঘটনার কবলে পড়ল পুলিশের গাড়ি, ডিএসপি ও আরও ৩ পুলিশ কর্মী আহত

উধমপুর, ৩০ জুন ঃজম্মু ও কাশ্মীরের উধমপুর জেলায় দুর্ঘটনার কবলে পড়ল জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের একটি গাড়ি। দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়িটি অমরনাথ যাত্রা নিরাপত্তা কনভয়ের অন্তর্গত একটি গাড়ি ছিল। এই গাড়ি দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের ডিএসপি ও ৩ জন পুলিশ কর্মী। শুক্রবার সকালে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে উধমপুর জেলায় জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়কের ওপর বালি নাল্লাহর কাছে।উধমপুরের এসএসপি ডাঃ বিনোদ কুমার বলেছেন, শুক্রবার সকালে উধমপুর জেলায় জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়কের ওপর বালি নাল্লাহর কাছে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে অমরনাথ যাত্রা নিরাপত্তা কনভয়ের অন্তর্গত একটি গাড়ি। এই গাড়ি দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের ডিএসপি ও ৩ জন পুলিশ কর্মী। তাঁদের উধমপুরের জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

সেন্থিলকে বরখাস্ত করায় রবিকে তোপ এলানগোভানের, বললেন রাজ্যপালের কোনও অধিকার নেই

চেন্নাই, ৩০ জুন ঃমুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ না করেই তামিলনাড়ুর জেলবন্দি মন্ত্রী ভি সেন্থিল বালাজিকে বরখাস্ত করেছেন তামিলনাড়ুর রাজ্যপাল আর এন রবি। আর তা নিয়েই তামিলনাড়ুর রাজ্যপালের বিরুদ্ধে তোপ দাগলেন ডিএমকে নেতা টিকেএস এলানগোভান। ডিএমকে নেতার মতে, মন্ত্রীকে বরখাস্ত করার কোনও অধিকার নেই রাজ্যপালের।শুক্রবার সকালে ডিএমকে নেতা টিকেএস এলানগোভান বলেছেন, সংবিধান অনুযায়ী মুখ্যমন্ত্রীর অজান্তে কোনও মন্ত্রীকে অপসারণ করার অধিকার নেই রাজ্যপালের...কিন্তু এই রাজ্যপাল কখনই সংবিধানকে সম্মান করেননি। তিনি প্রতিনিয়ত সংবিধান লঙ্ঘন করেছেন... শুধু অপরাধের অভিযোগে তাঁকে মন্ত্রী হিসেবে বরখাস্ত করা যাবে না। এটাই দেশের আইন।উল্লেখ্য, নিয়োগে দুর্নীতি ও আর্থিক নয়ছয়ের অভিযোগে জেলবন্দি স্ট্যালিন সরকারের মন্ত্রী ভি সেন্থিল বালাজি। বৃহস্পতিবার সেন্থিলের মন্ত্রিপদ খারিজ করে দিয়েছেন রাজ্যপাল। যা তামিল রাজনীতিতে ' ঘটনা বলে মনে করা হচ্ছে। এই ঘটনাকে ঘিরে দক্ষিণের এই রাজ্যে রাজ্যপাল বনাম রাজ্য সরকারের সংঘাত চরমে পৌঁছল।

তামিলনাড়ুর রাজ্যপাল আর এন রবিকে অবিলম্বে অপসারণ করা উচিত রাষ্ট্রপতিরঃমনীশ তিওয়ারি

নয়াদিল্লি, ৩০ জুন ঃতামিলনাড়ুর রাজ্যপাল আর এন রবিকে অবিলম্বে অপসারণ করা উচিত। এমনই দাবি করলেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও কংগ্রেস নেতা মনীশ তিওয়ারি। এ বিষয়ে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর হস্তক্ষেপ দাবি করেছেন মনীশ তিওয়ারি। প্রসঙ্গত, মুখ্যমন্ত্রী এম কে স্ট্যালিনের সঙ্গে পরামর্শ না করেই তামিলনাড়ুর জেলবন্দি মন্ত্রী ভি সেন্থিল বালাজিকে বরখাস্ত করেছেন তামিলনাড়ুর রাজ্যপাল আর এন রবি।আর তা নিয়েই তামিলনাড়ুর রাজ্যপালকে অপসারণের দাবি জানিয়েছেন কংগ্রেস নেতা মনীশ তিওয়ারি। শুক্রবার সকালে মনীশ তিওয়ারি বলেছেন, তামিলনাড়ুর রাজ্যপাল আর এন রবিকে অবিলম্বে অপসারণ করা উচিত রাষ্ট্রপতির। যে রাজ্যপাল নিজের সীমা জানেন না। রাজ্যপালের এমন অসাংবিধানিক পদক্ষেপ নেওয়া উচিত হয়নি। এটি স্পষ্টভাবে দেখায়. যে তাঁর সংবিধান সম্পর্কে জ্ঞান নেই এবং তিনি তাঁর দায়িত্ব সম্পর্কে অবগত নন।

কোশিয়ারির সঙ্গে রবিকে তুলনা করলেন রাউত, বললেন কাউকে বরখাস্ত করা মুখ্যমন্ত্রীর এক্তিয়ার

মুম্বই, ৩০ জুন ঃ তামিলনাড়ুর রাজ্যপাল আর এন রবিকে মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ভগ সিং কোশিয়ারির সঙ্গে তুলনা করলেন উদ্ধব ঠাকরে ঘনিষ্ঠ নেতা সঞ্জয় রাউত। একইসঙ্গে জেলবন্দী তামিলনাড়ুর মন্ত্রী ভি সেন্থিল বালাজিকে বরখাস্ত করার জন্য আর এন রবির তীব্র সমালোচনা করেছেন সঞ্জয় রাউত। তাঁর মতে, কাউকে বরখাস্ত করা মুখ্যমন্ত্রীর এক্তিয়ার।শুক্রবার সকালে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সঞ্জয় রাউত বলেছেন, এটা ঠিক নয়, সরকার থেকে কাউকে বরখাস্ত করা মুখ্যমন্ত্রীর এক্তিয়ার। মহারাষ্ট্রেও নবাব মালিকের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল, কিন্তু সরকার তাঁর পদত্যাগ নেয়নি। কিন্তু তামিলনাড়ুর রাজ্যপাল আর এন রবি যেভাবে আচরণ করেছেন, তাতে ভগৎ সিং কোশিয়ারি থেকে একধাপ এগিয়ে. বলে মনে হচ্ছে। বিজেপি শাসিত নয়, এমন রাজ্যে সংবিধান লঙ্ঘন করছে।

আরও দায়িত্ব বাড়ল অতিশীর অর্থ, রাজস্ব ও পরিকল্পনা বিভাগের অতিরিক্ত পোর্টফোলিও তাঁর কাঁধে

নয়াদিল্লি, ৩০ জুন ঃ আরও দায়িত্ব বা।ল দিল্লির মন্ত্রী অতিশীর। এবার দিল্লি সরকারের অর্থ, রাজস্ব ও পরিকল্পনা বিভাগের অতিরিক্ত পোর্টফোলিও তাঁর কাঁধে অর্পণ করা হয়েছে। দিল্লির শিক্ষা মন্ত্রীর দায়িত্ব সামলানোর পাশাপাশি এবার অর্থ, রাজস্ব ও পরিকল্পনা দফতরের দায়িত্বও সামলাবেন অরবিন্দ কেজরিওয়াল ঘনিষ্ঠ অতিশী। দিল্লির উপ-রাজ্যপাল ভি কে সাক্সেনা ইতিমধ্যেই অনুমোদন দিয়েছেন। আর তাই দিল্লি সরকারের অর্থ, রাজস্ব ও পরিকল্পনা বিভাগের অতিরিক্ত পোর্টফোলিও ন্যাস্ত হল অতিশীর কাঁধে। এই তিনটি দফতরই আগে মন্ত্রী কৈলাশ গেহলটের হাতে ছিল।

ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রীর শারীরিক ও মানসিক হেনস্তা, অধ্যাপকের বিরুদ্ধে মামলা, এবিভিপির বিক্ষোভে উত্তেজনা

আগরতলা, ৩০ জুন ঃ ছাত্রীর শারীরিক ও মানসিক হেনস্তার ঘটনায় এবিভিপির বিক্ষোভে উত্তেজনা ছড়িয়েছে ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে। নির্যাতিতার লিখিত অভিযোগে আমতলি থানা অভিযুক্ত অধ্যাপকের বিরুদ্ধে মামলা নিয়েছে। এবিভিপির দাবি, অভিযুক্ত অধ্যাপককে অবিলম্বে বরখাস্ত করা হোক। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আশ্বাস দিয়েছেন, তদন্ত কমিটি ঘটনা খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে।সোমবার ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শন বিষয়ের মৌখিক পরীক্ষায় চতুর্থ সেমিস্টারের জনৈক ছাত্রী শারীরিক এবং মানসিক হেনস্তার শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। এ-বিষয়ে এবিভিপির রাজ্য সম্পাদক সঞ্জিত সাহা বলেন, দর্শন বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ভুপেশ দেববর্মা জনৈক ছাত্রীকে শারীরিক ও মানসিক হেনস্তা করেছেন। দর্শনের মৌখিক পরীক্ষা চলাকালীন ওই ঘটনা ঘটেছে। তাতে ওই ছাত্রী অসুস্থ হয়ে পা।ছেন। ফলে, প্রথমে তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ভর্তি করা হয়েছিল। কিন্তু তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি দেখে চিকিসক তাঁকে হাপানিয়াস্থিত ত্রিপুরা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করেছেন।সঞ্জিতের বক্তব্য, ওই ঘটনায় উপাচার্যের কাছে অভিযুক্ত অধ্যাপকের বরখাস্তের দাবি জানানো হয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা না নেওয়া হলে এবিভিপি বৃহত্তর আন্দোলনে নামবে। তিনি বলেন, ওই ঘটনার প্রতিবাদে আজ বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়েছে। উপাচার্যের কাছে মেমোরেন্ডাম জমা দেওয়া হয়েছে। তাঁর দাবি, অভিযুক্ত অধ্যাপক জঘন্য অপরাধ করে দিব্যি রয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘোরাফেরা করছেন এবং ক্লাস নিচ্ছেন। যা কোনও ভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। তাই, তাঁর বরখাস্তের দাবিতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের উপর চাপ দেওয়া হচ্ছে।এদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক গঙ্গাপ্রসাদ প্রসেইন এবিভিপির বিক্ষোভকারীদের সাথে কথা বলেছেন। অপরাধ বরদাস্ত করা হবে না, সেই আশ্বাস দিয়েছেন তিনি। তবে তদন্ত কমিটির সম্মুখে সকলের বক্তব্য রেকর্ড করার পরই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হবে। তিনি বলেন, ঘটনার খবর পেয়ে সম্প্রতি রাতেই নির্যাতিতা ছাত্রী এবং তাঁর পরিবারের সাথে কথা বলেছি। ওই ঘটনা তদন্ত কমিটির হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। কমিটি উভয়পক্ষের বক্তব্য শোনার পর পর্যবেক্ষণ দেবে এবং এর পরই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তাঁর কথায়, কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু নিয়ম রয়েছে। ফলে, তা মেনে চলতেই হবে। তবে, অপরাধ ক্ষমা করা হবে না।এদিকে, নির্যাতিতা ছাত্রীর লিখিত অভিযোগে ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক ভুপেশ দেববর্মার বিরুদ্ধে আমতলি থানায় পুলিশ ভারতীয় ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৩৫৪(এ) এবং ৫০৯ ধারায় মামলা রুজু করেছে। তবে, এখন পর্যন্ত অভিযুক্তকে গ্রেফতারের কোনও সংবাদ নেই।

বর্তমান এই সময় উপভোগ করতে এবং নিজেদের দায়িত্বও পালন করতে হবেঃধর্মেন্দ্র প্রধান

নয়াদিল্লি, ৩০ জুন ঃবর্তমান এই সময় ভারতের। এই মুহূর্তকে উপভোগ করে নিজেদের দায়িত্ব পালন করা উচিত আমাদের। বললেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধমেন্দ্র প্রধান। শুক্রবার দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবর্ষ উদযাপনের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী বলেছেন, ভারত হল প্রাচীনতম গণতন্ত্র। ভারত গণতন্ত্রের জননী। সংসদের নতুন ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী প্রতিবার একটিই কথা বলেন, ''যাহি সময, সহি সময.'', ''বর্তমান এই মুহূর্ত ভারতের মুহূর্ত''। আমাদের এই মুহূর্তটি উপভোগ করা উচিত এবং নিজেদের দায়িত্বগুলি পালন করা উচিত।জাতীয় শিক্ষানীতি প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান বলেছেন, দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের শততম বছর পূর্ণ হওয়ায় আমাদের দাযিত্বও বেড়েছে। প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে জাতীয় শিক্ষানীতি (এনইপি) বাস্তবায়িত হয়েছে। গত ৩ বছরে জাতীয় শিক্ষানীতি সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়নের জন্য আমি দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়কর অভিনন্দন জানাই।

আচমকাই মেট্রোয় প্রধানমন্ত্রী, যাত্রীদের সঙ্গে গল্প করলেন খোশ মেজাজে

নয়াদিল্লি, ৩০ জুন ঃ আচমকাই দিল্লি মেট্রোয় চা।লেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবর্ষ উদযাপনের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে শুক্রবার সকালে মেট্রোয় চড়েন প্রধানমন্ত্রী মোদী। মেট্রোয় ওঠার পর প্রত্যেকের সঙ্গে হাসি মুখে কথা বলতে, গল্প করতে দেখা যায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে। মোদীকে একেবারে কাছে পেয়ে খুশি প্রকাশ করেছেন যাত্রীরাও।মেট্রোতে চড়েই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী শুক্রবার দিল্লি বিশ্ববিদ্যালযের শতবর্ষ উদযাপনের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে অংশ নেন। ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে কথা বলেন তিনি, উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানও। এই অনুষ্ঠান থেকেই দিল্লি বিশ্ববিদ্যালযের কম্পিউটার সেন্টার, প্রযুক্তি বিভাগের ভবন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের নর্থ ক্যাম্পাসে নবনির্মিত একাডেমিক ব্লকের ভিত্তিপ্রস্তরও স্থাপন করেন তিনি। প্রসঙ্গত, ১৯২২ সালের ১ মে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়। বিগত ১০০ বছরে, বিশ্ববিদ্যালয়টি ব্যাপকভাবে প্রসারিত হয়েছে এবং এখন ৮৬টি বিভাগ এবং ৯০টি অধীনস্থ কলেজ রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এ পর্যন্ত ৬ লক্ষের বেশি শিক্ষার্থী পাস করেছে।

তাপপ্রবাহ নিয়ে ফের বৈঠক করলেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মনসুখ

নয়াদিল্লি, ৩০ জুনঃ মাত্রাতিরিক্ত গরমে দুর্বিষহ অবস্থা বিহার, পশ্চিমবঙ্গ-সহ দেশের বিভিন্ন রাজ্যে। তাপপ্রবাহে নাজেহাল অবস্থা ওড়িশা, ছত্তিশগড়, তেলেঙ্গানা ও ঝাড়খণ্ডেও। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মানসুখ মান্ডভিয়া গত বুধবার এই রাজ্যগুলির স্বাস্থ্যমন্ত্রী ও ঊর্ধ্বতন আধিকারিকদের সঙ্গে তাপপ্রবাহ সম্পর্কিত জনস্বাস্থ্য প্রস্তুতি পর্যালোচনা করতে একটি উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক করলেন। তাপপ্রবাহ পরিস্থিতি নিয়ে এই বৈঠকে আলোচনা হয়। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নিত্যানন্দ রাই, ভার্চুয়ালি অংশ নেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী ভারতী পি পওয়ার। উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য সচিব রাজেশ ভূষণও।বৈঠকের পর কে স্বাস্থ্যমন্ত্রী মনসুখ মান্ডভিয়া টুইট করে জানান, তাপপ্রবাহ-সহ যে কোনও ধরনের দুর্যোগের কার্যকর ব্যবস্থাপনার জন্য কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে যৌথ প্রচেষ্টার গুরুত্ব তুলে ধরে হয়েছে। তিনি আরও জানান, সমন্বিত পদক্ষেপের মাধ্যমে আমরা নিশ্চিতভাবে নিশ্চিত করতে পারি, দাবদাহের কারণে কোনও মৃত্যু হবে না। এছাড়াও তাপপ্রবাহের গুরুতর প্রভাব কমাতে প্রতিরোধমূলক প্রস্তুতি নিশ্চিত করার জন্য রাজ্যগুলিকে আহ্বান জানানো হয়েছে।

আতিকের বাজেয়াপ্ত জমিতে নির্মিত ফ্ল্যাট দরিদ্রদের বিতরণ করলেন যোগী, মুখ্যমন্ত্রী বললেন অনন্য উদ্যোগ

প্রয়াগরাজ, ৩০ জুন ঃ উত্তর প্রদেশের প্রয়াগরাজে দরিদ্র মানুষজনের হাতে ফ্ল্যাটের চাবি তুলে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। নিহত গ্যাংস্টার ও রাজনীতিক আতিক আহমেদের বাজেয়াপ্ত করা জমিতে নির্মাণ করা হয়েছে ৭৬টি ফ্ল্যাট, সেই ফ্ল্যাটগুলির চাবিই শুক্রবার দরিদ্রদের হাতে তুলে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। পাশাপাশি ২২৬টি উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন করেছেন যোগী।মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ এদিন বলেছেন, প্রয়াগরাজ থেকে আজ একটি অনন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। মাফিয়ার কাছ থেকে বাজেযাপ্ত করা জমিতে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার অধীনে নির্মিত ফ্ল্যাটের চাবিগুলি ৭৬টি পরিবারকে হস্তান্তর করা হচ্ছে... এটি সেই একই রাজ্য যেখানে ২০১৭ সালের আগে, মাফিয়ারা গরীব, ব্যবসায়ী এবং সরকারের জমি দখল করত, কিন্তু এখন মাফিয়ামুক্ত জমিতে আবাসন ইউনিট তৈরি করা হচ্ছে... আমি আজ সমস্ত কর্মকর্তাদের বলছি, নির্মাণ করুন।উত্তর প্রদেশের উপ-মুখ্যমন্ত্রী ব্রজেশ পাঠক বলেছেন, আমাদের সরকার সমস্ত অবৈধ দখল উচ্ছেদ করবে, সেখানে দরিদ্রদের জন্য বাড়ি তৈরি করা হবে।

উদ্ধার প্রায় ৭৮.১৯ কোটি টাকার মাদকদ্রব্য

আইজল, ৩০ জুন ঃ গত দেড় মাসে মিজোরামের বিভিন্ন প্রান্তে নিরাপত্তা বাহিনীর অভিযানে উদ্ধার হয়েছে প্রায় ৭৮.১৯ কোটি টাকার মাদকদ্রব্য।গত সোমবার আসাম রাইফেলস-এর জনৈক আধিকারিক জানান, গত ৫ মে থেকে ১৪ জুনের মধ্যে মিজোরামে নিয়োজিত নিরাপত্তা বাহিনী রাজ্যের ২১ স্থানে অভিযান চালিয়ে মাদক চোরাচালানকারীদের হেফাজত থেকে প্রায় ৭৮.১৯ কোটি টাকার নানা ধরনের ড্রাগস বাজেয়াপ্ত করেছে। এগুলির মধ্যে রয়েছে হেরোইন, ব্রাউন সুগার, কোকেন, মেথামফেটামাইন, গাঁজা সহ অ্যারেকা বাদাম এবং বিদেশি সিগারেট।

'এটা বাংলার অবমাননা', পশ্চিমবঙ্গ দিবস নিয়ে রাজ্যপাল ও বিজেপিকে নিশানা মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ৩০ জুনঃবিতর্কের মধ্যে মঙ্গলবার রাজভবনে পালিত হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ দিবস। তা নিয়ে এসএসকেএমে দাঁড়িয়ে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । তোপ দাগলেন রাজ্যপাল, বিজেপির বিরুদ্ধে। মমতার সাফ দাবি, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে এটা করা হয়েছে।পশ্চিমবঙ্গ দিবস' পালন না করার জন্য ফোনে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসকে আরজি জানিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । শুধু তাই নয়, চিঠি লিখেও রাজভবনের এহেন সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তোপ দেগেছেন মুখ্যমন্ত্রী। মঙ্গলবার সন্ধ্যা নাগাদ আচমকাই এসএসকেএমে চলে আসেন মমতা। এসেই বলেন, আজ নবান্নে কেউ ছিল না। কাজ না থাকায় এখানকার ডাক্তারদের সঙ্গে একটু সময় কাটাতে আসি। রথযাত্রার শুভেচ্ছা জানাই। তারপরই সরাসরি চলে যান পশ্চিমবঙ্গ দিবসের প্রসঙ্গে। একের পর এক তোপ দাগতে থাকেন রাজ্যপাল ও বিজেপিকে।মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলে দেন, চিঠি দিয়ে এই ' দিবস' পালন না করতে বলেছিলাম। রাজনৈতিক প্রতিহিংসা থেকে এসব পালন করা হচ্ছে। বাংলাকে অপমান করতে, অসম্মান করতেই বিজেপি এসব করছে। বাংলার মানুষের সঙ্গে রাজনীতির খেলা খেলা হচ্ছে। তিনি আরও বলেন, বামফ্রন্ট কিংবা কংগ্রেস আমলেও কোনওদিন পশ্চিমবঙ্গ দিবস পালন করা হয়নি। তাঁর প্রশ্ন, তাহলে কেন আচমকা বিজেপি এই দিনটিকে আলাদা করে তুলে ধরার চেষ্টা করছে? রাজ্যপালের বিরুদ্ধেও ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন তিনি।গত ২০ জুনের গুরুত্ব বঙ্গবাসী কতখানি জানে, তা নিয়ে সংদিহান ইতিহাসবিদরাও। তবে সেই গত ২০ জুনই ' দিবস' পালন করার কথা ঘোষণা করা হয় রাজভবনের তরফে। এদিন সকালে রাজভবনে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়। অন্যদিকে বিধানসভা থেকে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে মিছিল বের করে বিজেপিও। আসলে ১৯৪৭ সালের ২০ জুন অখণ্ড বাংলার প্রাদেশিক আইনসভার ভোটাভুটিতে দুই বাংলা ভাগের বিষয়টি চূড়ান্ত হয়েছিল। যদিও ইতিহাসবিদদের একাংশের মতে, সেই ভোটাভুটির আগে ৩ জুনই ব্রিটিশ সরকারের দেশভাগের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়ে গিয়েছিল। যে কারণে বাঙালির ইতিহাস কিংবা সংস্কৃতিতে এমন দিনের বিশেষ গুরুত্ব শোনা যায় না। কিন্তু বাংলায় এসে ' দিবস'কে আলাদা করে তুলে ধরতে চেয়ে এ রাজ্যের ঐতিহ্যকে নষ্ট করারই চেষ্টা করছেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস বলে অভিযোগ তোলে তৃণমূল।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,১জুলাই শনিবার, ১৫ আষাঢ় মাস ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ১জুলাই ২০২৩, ৫৩৬ চৈতনাব্দ, কলিঃ৫১২৩, সৌরঃ ১৫ আষাঢ়মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ১৫ আষাঢ় মাস ১৪৩০, ভারতীয় সিভিলঃ১৫ আষাঢ়মাস ১৯৪৪, মৈতৈঃ১১ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপুর্নাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃ দিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১২৪৪৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪

আবহাওয়া

বৃষ্টির হতে পারে নাও হতে পারে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ৩৩.১ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ২৬.০২এডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৯২শতকরা এবং ৭৫শতকরা। বৃষ্টি হয়েছে সোমবার । জোয়ার-সকাল ৮টা ২০ মিনিট এবং রাত৮টা ২০মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-৮টা ২০মিনিট। রাত-৮টা ২০ মিনিট। সূর্য উদয় আজঃ ৪ টা ৫৭মিনিটে এবং সূর্য অস্ত যাবে ঃ ৬ টা ১৬ মিনিটে

রাশিফল

মেষরাশিঃআপনি আপনার শারীরিক সক্ষমতা বজায় রাখতে কিছু ক্রীড়া কার্যকলাপ উপভোগ করতে পারেন।। শুভ দিন হবে।
বৃষভ রাশিঃআপনার ভদ্র ব্যবহার প্রশংসনীয় হবে। অনেক মানুষ আপনার সামনেই মৌখিক প্রশংসা বর্ষণ করবে। সংসারে শান্তি হবে
মিথুন রাশিঃআপনি দীর্ঘস্থায়ী অসুস্থতা থেকে সুস্থ হয়ে উঠবেন। কিন্তু একজন স্বার্থপর বদরাগী ব্যক্তিকে এড়িয়ে চলবেন কারণ তিনি আপনাকে কিছু মানসিক উত্তেজনা দেবে যা পুনরায় সমস্যা বাড়িয়ে দিতে পারে।শুভদিন
কর্কট রাশিঃঅবাঞ্ছিত চিন্তায় মন ভরাবেন না। বরং স্থির এবং দুশ্চিন্তামুক্ত থাকুন যাতে মানসিক দৃঢ়তা বাড়ে। বিবাহের যোগ হবে
সিংহ রাশিঃবহিরাঙ্গণ খেলাধূলা আপনাকে আকর্ষণ করবে- ধ্যান এবং যোগ লাভজনক হবে।
কন্যা রাশিঃসামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যক্তিত্ব তৈরী করুন যাতে ঘৃণা ভাবকে দমন করা যায় কারণ ঘৃণা হলো ভালোবাসার চেয়েও শক্তিশালী আর তাতে শরীরের অসীম ক্ষতি হয়। মনে রাখবেন ভালোর চেয়ে মন্দের প্রভাব বেশী। শুভদিন
তুলা রাশিঃবাচ্চারা আপনার সন্ধ্যেটা উজ্জ্বল করবে। নিস্প্রাণ আর কর্মব্যস্ত দিনকে বিদায় জানাতে একটি সুন্দর ডিনারের পরিকল্পনা করুন। অর্থ ব্যয়।
বৃশ্চিক রাশিঃবন্ধুরা সহায়ক হবে এবং আপনাকে খুশি রাখবে। আপনি যদি বিদেশের কোনও জমিতে বিনিয়োগ করে থাকেন
ধনু রাশিঃসুস্বাস্থ্য আপনাকে ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে সক্ষম করবে। শুভদিন আজকে
মকর রাশিঃমানসিক শান্তির জন্য নিজেকে কিছু দান এবং দাতব্য কাজে নিয়োজিত করুন।
কুম্ভ রাশিঃআপনাকে আজ গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে হবে- যা আপনার মানসিক এবং স্নায়বিক চাপের সৃষ্টি করবে। অর্থ ব্যয়।
মীন রাশিঃআপনার ব্যক্তিত্ব উন্নত করার জন্য আন্তরিক চেষ্টা করুন। আপনি রক্ষণশীল বিনিয়োগ সঞ্চয় রেখে আরো বেশি অর্থ

ঝড়খালিতে গুরুচাঁদ ঠাকুরের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত দিবস অনুষ্ঠান

সমীর দাস, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ৩০ জুন ঃ সারা বিশ্বের মতুয়াদের কাছে আজ একটি ঐতিহাসিক দিন। শ্রী শ্রী গুরুচাঁদ ঠাকুরের আদর্শ ও শিক্ষানীতি বাংলাদেশ সহ ভারতবর্ষের সাধারন মানুষের কাছে প্রসার করার উদ্দেশ্যে ঝড়খালিতে গুরুচাঁদ ঠাকুরের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত দিবস অনুষ্ঠানে ঝড়খালি মৎস্যজীবী সমবায় কলোনি এবং ঝড়খালি আঞ্চলিক

তৃণমূল - কংগ্রেস সমবায় কলোনির সদস্যবৃন্দের যৌথ উদ্যোগে দুই বিঘা জমি হরি গুরুচাঁদ মতুয়া ধামের নামে দান করলেন। মূলতঃ কেন্দ্র ও রাজ্যের কোন কোন জায়গায় মতুয়া সম্প্রদায়ের সাধারন মানুষ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের দ্বারা প্রতারিত হয়েছে, কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পশ্চিমবঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর মতুয়া সম্প্রদায়ের উন্নয়নের স্বার্থে নানাবিধ উন্নতি মূলক প্রকল্প গ্রহণ করেন। তারই ফলস্বরূপ পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে বিশ্ববিদ্যালয়, পার্ক, স্বাস্থ্য কেন্দ্র, রাস্তা এবং একাধিক সামাজিক প্রকল্পের মধ্য দিয়ে এই সম্প্রদায় মানুষদের বিকাশ ঘটেছে। এই মহতী শুভ অনুষ্ঠানে হরি গুরুচাঁদ মতুয়া ধামের নামে জমি দাতা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঝড়খালি আঞ্চলিক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি বিধান বাইন, সম্পাদক প্রণব কুমার মন্ডল, ঝড়খালি অঞ্চলের উপপ্রধান দিলীপ মন্ডল, এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মন্ত্রী, ভূমি সংস্কার, উদ্বাস্তু ত্রাণ ও পুনর্বাসন দপ্তরের চেয়ারম্যান ও তৃণমূল কংগ্রেস নমঃশূদ্র ও উদ্বাস্তু সেলের রাজ্য সভাপতি রঞ্জিত সরকার, জয়নগর লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ প্রতিমা মন্ডল, বাসন্তীর বিধায়ক শ্যামল মন্ডল। এছাড়াও তৃণমূল কংগ্রেস নমঃশূদ্র ও উদ্বাস্তু সেলের সুন্দরবন সাংগঠনিক সভাপতি প্রশান্ত রায়, রাজ্য সাধারণ সম্পাদক ভোলানাথ বিশ্বাস, রাজ্য সম্পাদক গৌরাঙ্গ বিশ্বাস, সমীর দাস, ঝড়খালি আঞ্চলিক মতুয়া সংঘের সভাপতি দিলীপ মন্ডল, ঝড়খালি আঞ্চলিক মতুয়া সঙ্ঘের সম্পাদক তপন অধিকারী, মতুয়া অনুরাগী জনাব আব্দুল মান্নান গাজী, সুবল চন্দ্র মন্ডল অন্যান্য মতুয়া সম্প্রদায় বিশিষ্ট কবি, গবেষক ও সাহিত্যিক, মতুয়া সম্প্রদায়ের পাগল, গোসাই, একাধিক দলপতিরা সহ ঝড়খালি সমবায় সকল সদস্য উপস্থিত ছিলেন। সাংবাদিকদের প্রশ্নের রঞ্জিত সরকার বলেন 'ঝড়খালিতে হরিচাঁদ ও গুরুচাঁদ ঠাকুরের ধর্মীয় পীঠস্থান প্রতিষ্ঠিত হবে তেমনি আগামী দিনে একে কেন্দ্র করে স্কুল, কলেজ অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়ে গুরুচাঁদ ঠাকুরের শিক্ষা নীতি ও আদর্শ ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করবে যা আগামী দিনে পশ্চিমবঙ্গে মাটিতে বৃহৎ দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে'।

হরিপালে পালিত হল হুল দিবস

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, হুগলি, ৩০ জুন ঃ আজ হরিপাল বিধানসভার অন্তর্গত বাসুদেবপুরে হরিপাল ব্লক সিধু-কানু স্মৃতি রক্ষা কমিটির উদ্যোগে হুল দিবস পালন করা হল। ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের কৃষি বিপণন পঞ্চায়েত দপ্তরের প্রতি মন্ত্রী বেচারাম মান্না, হরিপালের বিধায়ক ডাঃ করবী মান্না, হরিপাল ব্লক সিধু-কানু স্মৃতি রক্ষা কমিটির নেতৃবৃন্দ সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। অনুষ্ঠানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন, সিধু- কানুর মূর্তিতে মাল্যদান

সারাদিন ব্যাপী সংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বিশিষ্ট ব্যক্তিদের বক্তব্য, ছোটদের আঁকা প্রতিযোগিতা সহ নানান অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আজকের এই হুল দিবস যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে পালিত হয়। ওই অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজ্যর মন্ত্রী বেচারাম মান্না বলেন আজকের দিনটিকে স্মরণ করতে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় সাথে আজ হরিপালের বাসুদেবপুরে এই হুল দিবস পালিত হচ্ছে, তিনি বলেন এই সাঁওতাল আদিবাসীদের আন্দোলনের ফলে তারা তাদের জমির অধিকার পায়, কিন্তু তখনকার ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সুশিক্ষিত সৈনিকরা এই আদিবাসী সম্প্রদায়কে আক্রমণ করে, সেই ব্রিটিশদের হাত থেকে তাদের বাস্তুভিটা জমির অধিকারকে কায়েম রাখতে ব্রিটিশ সৈনিকদের আক্রমণকে প্রতিহত করে জীবন যুদ্ধে এগিয়ে গেছিলেন সিধু- কানু সহ স্বাধীনতো আদিবাসী যুবকবৃন্দ। তিনি বলেন এই হুল দিবসকে স্মরণ করার মূল লক্ষ্য নতুন প্রজন্মের মধ্যে হুল দিবসের গুরুত্বকে ছড়িয়ে দেওয়া। ওই অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন হরিপালের বিধায়িকা ডাক্তার করবি মান্না। ওই অনুষ্ঠানে আদিবাসী মানুষজন সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।

ক্ষুদ্র সেচের উন্নয়নে বিশ্বব্যাঙ্ক রাজ্যকে ঋণ দেওয়ার সিদ্ধান্ত

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩০ জুন ঃ অনাবৃষ্টি ও লবনাক্ত জল থেকে কৃষি জমিকে রক্ষা করে ক্ষুদ্র সেচের উন্নয়নে বিশ্বব্যাঙ্ক রাজ্যকে দেড় হাজার কোটি টাকা ঋণ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। পশ্চিমাঞ্চলের খরা প্রবন বাঁকুড়া, বীরভূম, পুরুলিয়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম বর্ধমানের মত ৬ টি জেলা এবং দুই ২৪ পরগনা ও পূর্ব মেদিনীপুরের লবনাক্ত এলাকায় সেচের উপযুক্ত পরিকাঠামো তৈরি করতে এই অর্থ খরচ করা হবে। পঞ্চায়েত নির্বাচনের পরেই রাজ্যের সঙ্গে বিশ্ব ব্যাঙ্কের এই চুক্তিতে স্বাক্ষর হবে বলে নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে।

উৎসশ্রী পোর্টাল বন্ধের মেয়াদ বাড়ল

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩০ জুন ঃ উৎসশ্রী পোর্টাল বন্ধ রাখার মেয়াদ ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত বাড়িয়ে দিল রাজ্যের শিক্ষা দফতর। এর ফলে চলতি বছরের জন্য শিক্ষকদের বদলি প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে গেল। এর আগে ৩০ জুন পর্যন্ত উৎসশ্রী পোর্টাল বন্ধ রাখার কথা জানিয়েছিল শিক্ষা দফতর। দফতর সূত্রে জানা গেছে, বদলি প্রক্রিয়া চালু থাকলে, জেলাগুলিতে কত সংখ্যক শিক্ষক পদ শূন্য রয়েছে, তা সঠিকভাবে জানা সম্ভব হবে না। তাই এই পোর্টাল বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত।

১০৮ ইমার্জেন্সি অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা চালু করছে রাজ্য

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩০ জুন ঃ রাজ্য সরকার বিপর্যয় সহ যে কোন আপদকালীন পরিস্থিতিতে বেসরকারি সংস্থার সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে অন্যান্য রাজ্যের মত এখানেও ১০৮ ইমার্জেন্সি অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা চালু করতে চলেছে। এইজন্য বেসরকারি সংস্থাকে বাছাই করতে দরপত্র ডাকা হয়েছে বলে নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে। এই পরিষেবা চালু করার জন্য রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্য মিশনের ৩৩ কোটি টাকা বাজেট বরাদ্দ ধরা হয়েছে।

বৃষ্টি থেকে সাময়িক রেহাই, বাড়বে তাপমাত্রা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩০ জুন ঃ বৃষ্টির থেকে সাময়িক রেহাই মিললেও অস্বস্তিকর গরম থাকছেই। বৃষ্টির পরিমাণ কমতে থাকবে দক্ষিণবঙ্গে। এমনকী ২ থেকে ৩ ডিগ্রি পর্যন্ত বাড়বে তাপমাত্রা। তবে উত্তরে শুক্রবারও ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। কারণ নিম্নচাপ সরে গেছে মধ্যপ্রদেশে। তাই আজ থেকে বৃষ্টি কমতে থাকবে দক্ষিণে। নিম্নচাপ অক্ষরেখা রাজস্থান থেকে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত রয়েছে। যেটি ঝাড়খণ্ড এবং দক্ষিণবঙ্গের ওপরে রয়েছে। শুক্রবার দুপুরের পর সেটা উত্তরের দিকে সরতে থাকবে। শুক্রবার থেকে দিনের তাপমাত্রা বাড়তে শুরু করবে দক্ষিণবঙ্গে। সকালে আকাশ আংশিক মেঘলা থাকলেও বেলা বাড়তেই মেঘ কাটা শুরু হবে। রোদ উঠতেই তাপমাত্রা বাড়বে। শহর কলকাতায় আজ থেকে তাপমাত্রা বাড়বে। আংশিক মেঘলা আকাশ হবে। বৃষ্টির পরিমাণও কমবে। বিক্ষিপ্তভাবে হালকা বৃষ্টি সম্ভাবনা থাকলেও তা মূলতঃ সকালের দিকে। বেলা বাড়লে বৃষ্টির সম্ভাবনা কমতে থাকবে। বাড়বে তাপমাত্রা ও আর্দ্রতাজনিত ঘর্মাক্ত অস্বস্তি। সোমবার পর্যন্ত এই আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি বজায় থাকবে। দক্ষিণবঙ্গে হালকা মাঝারি বৃষ্টি হবে। দু-এক জায়গায় বজ্রপাতের আশঙ্কা রয়েছে। দু-এক পশলা ভারী বৃষ্টি হতে পারে পূর্ব মেদিনীপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, নদীয়া-সহ কয়েকটি জেলায়। ১ জুলাই শনিবার থেকে সোমবার পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গে তেমনভাবে বৃষ্টিপাত হবে না। বিক্ষিপ্তভাবে দু-এক জায়গায় বৃষ্টি হতে পারে। তবে তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা বেশি থাকায় অস্বস্তি বাড়বে।

তৃণমূল পরিচালিত উত্তর দূর্গাপুর পঞ্চায়েতে প্রধানের বুথেই কোনো কাজ না হওয়ার অভিযোগ

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর, ৩০ জুন ঃ ভোট আসে ভোট যায়। মানুষের দুর্যোগের প্রতিশ্রুতিটাই থেকে যায়। ৫ বছর আগে ভোটারদের দেওয়া প্রতিশ্রুতি ভুলে গিয়ে ভোটে জিতে প্রধান হয়ে আবার ভোটারদের ভুলে যাওয়ার কাজটা চলে আসছে বহু দিন ধরে। আর জয়নগর মজিলপুর পৌরসভা ও জয়নগর ১ নং ব্লক লাগোয়া উত্তর দূর্গাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সেই ছবিই প্রকট হয়ে উঠলো ঠিক পঞ্চায়েত ভোটের আগে। বিদায়ী প্রধানের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিলেন স্থানীয় বাসিন্দারা। নির্দল হিসাবে দাঁড়ানোয় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে সাসপেন্ড করা হয়েছে ইতিমধ্যে বহু তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীকে।কিন্তু দক্ষিন ২৪ পরগনার জয়নগর ১ নম্বর ব্লকের একটি গ্রাম পঞ্চায়েতে ছবিটা একেবারে অন্য। বিদায়ী প্রধান এবার ও দাঁড়িয়েছেন TMC- র হয়ে। তবে তাঁর বিরুদ্ধে একরাশ ক্ষোভ দেখিয়ে এবারে নির্দল প্রার্থীকে সমর্থনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে TMC -র একাংশের কর্মীরা। মনোয়নন জমা দেওয়ার আগে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সতর্ক করেছিলেন, নির্দল হিসাবে পঞ্চায়েত ভোটে দাঁড়ালে দল তাঁদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেবে। পরে তাঁদের আর দলে ফিরিয়ে নেওয়া হবে না। মনোনয়ন

জমা দেওয়া পর্বে দেখা গেল বহু জায়গায় দলীয় প্রার্থীকে না মেনে নির্দল হিসাবে দাঁড়িয়ে পড়েছেন অনেকে। শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসাবে বহু নেতা কর্মীকে ইতিমধ্যে সাসপেন্ড করেছে তৃণমূল। দক্ষিণ ২৪ পরগনার জয়নগর ১ নম্বর ব্লকের উত্তর দুর্গাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ১১১ এবং ১০২ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দারাও কার্যত ক্ষোভে ফুঁসছেন বিদায়ী পঞ্চায়েত প্রধানের উপর। এবারও বিদায়ী পঞ্চায়েত প্রধান লিপিকা মণ্ডল দাঁড়িয়েছেন উত্তর দুর্গাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে তাঁর গত বারের ১১১ নম্বর বুথে। ওই বুথ এলাকার তৃণমূল কর্মীদের একাংশ নিজেরাই এগিয়ে এসে প্রধানের বিরুদ্ধে একরাশ ক্ষোভ উগরে দিয়ে দিলেন। তাঁদের মূল অভিযোগ, উন্নয়নের কাজ নিয়ে নিয়মিত পক্ষপাতিত্ব করেছেন বিদায়ী প্রধান। কাজ অনুমোদন হয়ে গেলেও তা আর হয়নি। বিভিন্ন ভাবে কাজ গুলো বন্ধ করে এলাকার উন্নয়ন আটকে দিয়েছেন। যেখানে তৃণমূল পরিচালিত রাজ্য সরকার উন্নয়নের কাজ করে চলেছে সেখানে তৃনমূল পরিচালিত এই পঞ্চায়েতের অনেক এলাকায় উন্নয়নের কাজই হয়নি বলে অভিযোগ একাধিক অভিযোগ গ্রামবাসীদেরও। ১১১ নং বুথের মুচিপাড়ার বাসিন্দা নাজিমা বিবি বলেন, 'আমাদের বাড়ি ঢোকার রাস্তার বেহাল অবস্থা। পাশে জল নিকাশির ও ভাল ব্যবস্থা নেই। বর্ষাকালে বাচ্চারা স্কুলে যাতায়াত করতে পারে না। মাঝে একবার রাস্তা ঠিক করার জন্য পঞ্চায়েত থেকে লোক এসে মাপ ঝোক করলেও তারপর আর কাজ হয়নি।' কেন হচ্ছে না তা প্রধানের কাছে জানাতে গেলে তিনি খালি বলেন, কেন্দ্র টাকা দিচ্ছে না।তা হবে না। শুধু তাই নয় বিদায়ী প্রধানের বিরুদ্ধে দুর্নীতিরও অভিযোগ করছেন তৃণমূল কর্মীরা। এক তৃণমূল কর্মীর কথায়, গতবার আমরা লিপিকা মণ্ডলকে জিতিয়েছি। কিন্তু গতবারে ভোটে দাঁড়িয়ে ভোটারদের দেওয়া প্রতিশ্রুতি বিদায়ী প্রধান ভুলে গিয়ে কোনো কাজ করে নি। নিজের বিশাল সম্পত্তির উন্নয়ন হয়েছে। এলাকার কিছু হয় নি। তাই আমরা আর ওর পাশে নেই। বিদায়ী প্রধানের জন্য উত্তর দূর্গাপুর পঞ্চায়েত উন্নয়নে পিছিয়ে পড়েছে। তাই এবার আর নয়। ঠারেঠোরে তাঁরা বুঝিয়ে দিয়েছেন নির্দল প্রার্থীকেই সমর্থন করবেন। ১১১ নম্বরের লাগোয়া ১০২ নম্বর বুথে ও অনুউন্নয়নের চিত্রটা পরিস্কার ফুটে উঠেছে। এখানেও বাসিন্দাদের অভিযাগ প্রধান বিরুদ্ধে। ওই ওয়ার্ডে গতবারে জয়ী হয়ে ছিলেন নির্দলপ্রার্থী। সে কারণে বেশ কয়েক টি পাড়ায় উন্নয়নের কাজ করতে দেননি প্রধান বলে অভিযোগ স্থানীয় বাসিন্দাদের। নাইয়া পাড়া বাসিন্দারা এবড়ো-খবড়ো রাস্তা দেখিয়ে অভিযোগ জানালেন, দীর্ঘ দিন ধরে বলা সত্ত্বেও রাস্তাটি সারানো হয়নি। খারাপ রাস্তার জন্য বর্ষাকালে বাচ্চারা প্রায়শই হোঁচট খেয়ে পড়ে যায়। এমন কি পাড়ার মধ্যে জল, আলোর ও ব্যবস্থা করা হয়নি পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে। অনেক দূর থেকে পানীয় জল আনতে যেতে হয় বলে অভিযোগ স্থানীয় বাসিন্দাদের। এই বুথের বিদায়ী পঞ্চায়েত সদস্য ও এবারের নির্দল প্রার্থী আখতার হোসেন গাজি বলেন, 'আমি বারবার বলা সত্ত্বেও কোনও কাজ হয়নি। একবার অনুমোদন মিলে গেলেও প্রধান সেই কাজ আটকে দিয়েছেন। কেন তা জানতে চাইলে তিনি বলেন, নাইয়া পড়ায় কোনও কাজ হবে না। ওরা বিরোধী দলের এলাকা। তাই কোনো কাজ হবে না। আমার দেওয়া মাস্টার প্লানবিদায়ী প্রধান ইচছাকৃত ভাবে বাতিল করেছে। এলাকার উন্নয়ন আটকে গেছে বিদায়ী প্রধানের কারনে। এবারে এখানকার মানুষ তাঁর যোগ্য জবাব দিতে তৈরি। এই পঞ্চায়েতের ফতেপুর, আলিপুর, বিলপাড়া, গোলাবাড়ি সহ একাধিক বুথ এলাকায় সেভাবে উন্নয়নের কাজ হয়নি বলে অভিযোগ এলাকাবাসীদের। আর যাঁর বিরুদ্ধে এত অভিযোগ সেই বিদায়ী পঞ্চায়েত প্রধান লিপিকা মণ্ডলের সঙ্গে তাঁর পুরোনো বাড়িতে কথা বলতে গেলে তিনি সংবাদ মাধ্যমকে দেখেই বাড়ি থেকে বেড়িয়ে নতুন বাড়িতে ঢুকে পড়েন। আর যাওয়ার সময় বলে গেলেন, 'আমি কোনও কথা বলব না।' একজন জনপ্রতিনিধির এহেন ব্যবহার কি সত্যিই কাম্য তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে রাজনৈতিক মহলে।

''মানুষ সুন্দরভাবে পরিষেবা পেয়েছে এই নিয়ে মানুষের মধ্যে কোনো ক্ষোভ নেই''

দক্ষিণ ২৪ পরগনার নামখানা ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির ৮ নং জোন থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী হয়েছেন অজিত কুমার গিরি। প্রার্থীর মুখোমুখি হয়ে সাক্ষাৎকার নিলেন দুরন্ত বার্তার রিপোর্টার তাপস পাল।

প্রশ্ন। এবারে লড়াইটা কে আপনি কেমন ভাবে দেখছেন।

উত্তর। লড়াইটা লড়াই এর জায়গায় থাকবে। তৃণমূল কংগ্রেস, বিজেপি, সিপিআইএম, কংগ্রেস এবং নির্দলও রয়েছে। কিন্তু এই নামখানা ব্লকে তৃণমূল কংগ্রেস জয়লাভ করবে।

প্রশ্ন। মনোনয়ন জমা দিতে গিয়ে কি কোনো সমস্যা হয়েছিল।

উত্তর। মনোনয়ন জমা দিতে গিয়ে কোনো সমস্যা হয়নি।

প্রশ্ন। ভোটে জেতার ব্যাপারে আপনি কতটা আশাবাদী।

উত্তর। ভোটে জেতার ব্যাপারে আমি ১০০ শতাংশ আশাবাদী যে তৃণমূল কংগ্রেস জিতবে।

প্রশ্ন। গত পাঁচ বছরে আপনারা মানুষকে কি দিয়েছেন।

উত্তর। উন্নয়ন যেমনই হওয়া উচিত রাস্তাঘাট থেকে শুরু করে পানীয় জল। আগে যে সমস্ত বাড়িতে বিদ্যুৎ ছিল না সেইসব বাড়িতে বাড়িতে এখন বৈদ্যুতিক আলো জ্বলছে। আমরা আসার পর প্রাকৃতিক বিপর্যয় আমফান, বুলবুল এসেছে, আমরা সেগুলোকে সুশৃঙ্খলভাবে মোকাবিলা করেছি। মানুষ সুন্দরভাবে পরিষেবা পেয়েছে এই নিয়ে মানুষের মধ্যে কোনো ক্ষোভ নেই।

প্রশ্ন। সাধারণত যে সময় ভোট পর্ব হয় তার থেকে অনেকটা পিছিয়ে গেছে। গ্রামগঞ্জের মানুষদের ক্ষেত্রে একটা চাষের মরশুম। অধিকাংশ সময় চাষের কাজের জন্য ব্যস্ত। এরকম অবস্থাতে আপনার মনে হচ্ছে না যে ভোটে কোনো এফেক্ট পড়তে পারে।

উত্তর। ভোটপর্ব বর্ষাকালে ভোট করতে গিয়ে সমস্যা হয়। এর আগেও যখন আমাদের কমিশনার মীরা পাণ্ডে ছিলেন তখন কিন্তু ভোট পিছিয়ে গিয়েছিল। এবারে ও তাই। খুব একটা এফেক্ট পড়বে না কারণ বর্ষা এখনো পর্যন্ত ঠিক ঠিকভাবে নামেনি এবং মানুষও চাষের কাজে সম্পূর্ণভাবে তৈরি নয়। মানুষ সুস্থ এবং স্বাভাবিকভাবে ভোট দিতে পারবে।

প্রশ্ন। মানুষের জন্য পরবর্তী পরিকল্পনা কি রয়েছে।

উত্তর। মানুষের অনেক কিছু আমরা সুনিশ্চিত করতে চাই যেমন বাসস্থান। মানুষের কাছে আবাস যোজনার যে প্রকল্পটা না হওয়ার কারণে মানুষের মধ্যে একটা ক্ষোভ রয়েছে। আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন আবাস প্রকল্পের টাকা কেন্দ্রীয় সরকার যদি না ছাড়ে তাহলে উনি ওনার নিজের প্রকল্প অর্থাৎ গীতাঞ্জলির মতো প্রকল্পের মাধ্যমে আবাস প্রকল্পকে সুনিশ্চিত করতে পারবে।

প্রশ্ন। সভা সমিতির মাধ্যমে প্রচার, অথবা বাড়ি গিয়ে প্রচার কোনটার উপর আপনি বেশি জোর দিচ্ছেন।

উত্তর। বাড়িতে প্রচারে বেশি জোর দিয়েছি। সভা হচ্ছে কিন্তু আমরা বাড়ি বাড়ি প্রচার করছি। আমাদের নেত্রীর যে বার্তা, প্রকল্প রয়েছে সেটা আমরা মানুষের সামনে তুলে ধরছি।

প্রশ্ন। জনজোয়ার কর্মসূচিতে হেভি ওয়েট নেতারা এসেছিলেন নামখানাতে। এই কর্মসূচিতে সাধারণ মানুষকে কেমন ভাবে অক্সিজেন জুগিয়েছে।

উত্তর। এই জনজোয়ার এর ফলে মানুষকে যথেষ্ট অক্সিজেন দিয়েছে। ওইদিন মানুষ যেভাবে উদ্বুদ্ধ হয়েছে এতে দেখা গেছে জনমত নির্বিশেষে গিয়েছেন। নারায়নপুরে যখন শেষ পর্ব হলো সেখানে প্রচুর মানুষের ভিড় জমেছিল। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে শুরু করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য শুনেছে।

প্রশ্ন। এবারে জিতে এলে আপনি জনগণের উদ্দেশ্যে কিসের বার্তা দিতে চান

উত্তর। যেভাবে মানুষের পাশে রয়েছি এবারে জিতে এলেও মানুষের পাশে থাকব। মানুষের সুখ দুঃখের সাথী হতে পারি। তাদের পরিষেবা দেওয়ার জন্য আমি বদ্ধপরিকর।

প্রশ্ন। আপনাদের ঊর্ধ্বতন নেতৃত্ব বারবার বলেছেন বিভিন্ন মন্ত্রীদেরকে গ্রামে গ্রামে গিয়ে প্রচারে ব্যস্ত থাকতে। এইরকম অবস্থাতে আপনারা কোন মন্ত্রী কে নিয়ে এসে প্রচার করতে চান বা প্রচার করেছেন।

উত্তর। আমাদের এই এলাকায় সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা এসেছেন। উনি মৌশুনি থেকে শুরু করে পাতিবুনীয়া, নামখানায় এসে সভা করেছেন।

কলেজে স্নাতকে ভর্তির পোর্টাল আজ মধ্য রাতের পর চালু হচ্ছে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩০ জুন ঃ রাজ্যের ৫০৯ টি কলেজে স্নাতকে ভর্তির পোর্টাল আজ মধ্য রাতের পর চালু হচ্ছে। জাতীয় শিক্ষানীতি মেনে এ বছরই স্নাতকে চার বছরের অনার্স কোর্স চালু হচ্ছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সহ রাজ্যের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন কলেজ গুলিতে পাঠ্যক্রম ও কোর্স কাঠামোতে বড় পরিবর্তন আসছে। তবে এখনও নয়া কাঠামো, পাঠ্যক্রম এবং পরীক্ষা পদ্ধতি নিয়ে কলেজ অধ্যক্ষ ও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের একাংশেক মধ্যে ধন্দ রয়েছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদিত ১৩৮ টি সাধারণ ডিগ্রি কলেজে চার বছরের বিএবিএসসিবিকম অনার্স কোর্স চালু করার কথা জানানো হয়েছে। সম্প্রতি সংক্রান্ত এক নির্দেশিকা প্রকাশ করেছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। সেখানে বলা হয়েছে, স্নাতকে 'মাল্টিপল এন্ট্রি-এক্সিটে'র সুবিধা থাকছে। পড়ুয়ারা স্নাতকে কিছু বিষয়ে 'মেজর' নিয়ে ভর্তির পরে তিন বছরে কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরলে মিলবে 'মেজর গ্র্যাজুয়েট' ডিগ্রি। চার বছরের পাঠক্রম ছাত্রছাত্রীদের সাত বছরের মধ্যে শেষ করতে হবে। যদি ৪ বছরে এই কোর্স শেষ করে পড়ুয়ারা কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়েন, তা হলে মিলবে 'অনার্স গ্র্যাজুয়েট' ডিগ্রি। এক বছর কেউ স্নাতকস্তরে পড়লে তিনি পাবেন সার্টিফিকেট। দু'বছর পড়লে ডিপ্লোমা। আবার তিন বছরের ক্ষেত্রে পাবেন শুধু ডিগ্রি। পাশাপাশি যাঁরা তিন বছরের অনার্স পড়বেন, তাঁদের অনার্স ডিগ্রি দেওয়া হবে। চার বছরের অনার্স ডিগ্রি পড়লে, যাঁরা শেষ বছরে গবেষণা করবেন, তাঁদের অনার্সের সঙ্গে 'উইথ রিসার্চ' কথাটি উল্লেখ থাকবে। তবে প্রথম ছ'টি সেমেস্টার সফল ভাবে শেষের পরে যে সকল ছাত্রছাত্রীদের সিজিপিএ ৭৫ শতাংশ বা তার বেশি থাকবে, তাঁরা সপ্তম ও অষ্টম সেমিস্টারে 'অনার্স উইথ রিসার্চ ডিগ্রি' পাঠক্রম বেছে নিতে পারবেন।

অশান্ত দত্তপুকুর আক্রান্ত তৃণমূল প্রার্থী, অভিযুক্ত ফরওয়ার্ড ব্লক

দুরন্ত বার্তা, উত্তর ২৪ পরগনা, ৩০ জুন ঃ পঞ্চায়েত ভোটের হাতেগোনা আর মাত্র কয়েকটি দিন বাকি, এবার উত্তপ্ত হয়ে উঠল উত্তর ২৪ পরগনার দত্তপুকুর। সংঘর্ষে জড়াল ফরওয়ার্ড ব্লক এবং শাসক তৃণমূল। শুক্রবার সকালে কোটরা গ্রাম পঞ্চায়েতের কালিয়ান গ্রামে ঘটনাটি ঘটেছে। তৃণমূলের অভিযোগ, দলীয় প্রার্থীর বাড়িতে হামলা চালিয়েছেন ফরওয়ার্ডের ব্লকের প্রার্থী এবং তাঁর অনুগামীরা। যদিও, নিজেদের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ অস্বীকার করেছে ফরওয়ার্ড ব্লক। তৃণমূল অভিযোগ করেছে, গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল প্রার্থী মাতব্বর গাজির বাড়িতে সকালে লোকজন এনে হামলা চালান ফরওয়ার্ড ব্লকের প্রার্থী তোয়েব আলি, তাঁর ছেলে এবং অনুগামীরা। মারধর করা হয় মাতব্বর এবং তাঁর পরিবারকে। এই ঘটনায় বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন। তাঁদের ছোট জাগুলিয়া স্বাস্থ্য কেন্দ্র নিয়ে আসা হয়েছে। পাল্টা তোয়েবের দাবি, সকালে মাতব্বরের লোকেরাই প্রথমে চায়ের দোকানে এসে মারধর করেন। তোয়েবের পোলিং এজেন্ট খোদা বক্সের বাড়িতেও ভাঙচুর করা হয়। সংঘর্ষের খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে আসে দত্তপুকুর থানার পুলিশ। এলাকায় এখনও চাপা উত্তেজনা রয়েছে।

ডক্টরস Day

প্রস্টেট ক্যানসার

ডাঃ কণিষ্ক সরকার
Consultant Clinical Oncologist, MBBS MD (Gold Medalist), 3 years Fellowship : Tata Medical Centre, Whatsapp No. : 8334906521, E-mail : kanishkamedicogmail.com
Whatsapp : 8334906521

■ প্রস্টেট কি? ■

পুরুষদের মুত্রথলি ও মুত্রথলির ঠিক মাঝে অবস্থিত গ্ল্যান্ডকে বলা হয়ে থাকে প্রস্টেট গ্ল্যান্ড। এই প্রস্টেট গ্ল্যান্ড মলদ্বারের অগ্রভাগে অবস্থান করে। সহবাসের সময় পুরুষদের যে বীর্য (স্পার্ম) বের হয়ে থাকে তার ১৩ শতাংশ অংশ তরল উপাদান মূলতঃ প্রস্টেট গ্ল্যান্ডের নিঃসরণ। এই প্রস্টেটের মধ্যে যখন ক্যানসারের সেল পাওয়া যায় তখন তাকে প্রস্টেট ক্যানসার বলে।

■ কারণ সমূহ ■

ক্যানসারের সঠিক ও নির্দিষ্ট কোনো কারণ খুঁজে পাওয়া যায়নি এখনও অবধি। তবে প্রস্টেট ক্যানসার-এর ক্ষেত্রে কিছু মাল্টিপল রিস্ক ফ্যাক্টর কাজ করে। বংশে কারোও প্রস্টেট ক্যানসারের ইতিহাস থাকলে। বিশেষ কিছু ধরনের জিন আছে পিটিইএন বা বিআরসিএ-১ অথবা ২। এছাড়া সবচেয়ে বড় কারণ বার্ধক্য।

■ উপসর্গ ■

সাধারণতঃ বিনাইন এনলার্জমেন্ট অফ প্রস্টেট-এর উপসর্গ ও প্রস্টেট ক্যানসারের উপসর্গ প্রায় সমান। যেহেতু অনেক ক্ষেত্রে এটি প্রথম পর্যায়ে বোঝা যায় না।

- প্রস্রাবে বাধা (অবস্ট্রাকশন)
- প্রস্রাব পুরো না হওয়া
- বারে বারে প্রস্রাব পাওয়া
- প্রস্রাবের ধারণ ক্ষমতা চলে যাওয়া (ইউরিনারি ইনকনটিনেন্স)
- ব্যথা জ্বালাযুক্ত প্রস্রাব।
- প্রস্রাবের সঙ্গে রক্ত ক্ষরণ

ক্যানসার অ্যাডভান্সড স্টেজে চলে গেলে যে উপসর্গগুলি প্রকাশ পায় তা হল-

- জয়েন্ট পেইন
- রক্তাল্পতা (অ্যানিমিয়া)
- ওজন কমে যাওয়া
- রক্তে ক্রিয়েটিনিনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়া

■ শনাক্তকরণ ■

প্রস্টেট ক্যানসার মুলতঃ শনাক্তকরন করা হয় প্রস্টেট স্পেসিফিক অ্যান্টিজেন পরীক্ষার মাধ্যমে।

- ডিজিটাল রেক্টাল এক্সজামিনেশন (ডিআরই)
- ট্রান্সরেকটাম আল্ট্রাসাউন্ড (প্রোব দ্বারা বায়োপ্সি করে প্রস্টেট গ্ল্যান্ডে ম্যালিগন্যানসি নিশ্চিত করা। ম্যালিগনেনসির গ্রেডিং হলে গ্লিসেন স্কোরিং যার মাধ্যমে ক্যানসারের

অ্যাগ্রেশন বা বিস্তৃতি নির্ণয় করা যায়।

- গ্লিসেন স্কোরিং সিস্টেমে ৬-এর বেশি হলে প্রস্টেট ক্যানসারের সম্ভাবনা বেশি থাকে।
- ক্যানসার কতটা ছা।য়েছে তা দেখার জন্য সি.টি. স্ক্যান, বোন স্ক্যান, এম.আর.আই. করে নিশ্চিত হওয়া যায়।

■ চিকিৎসা ■

ক্যানসার শনাক্তকরনের পর চিকিৎসা হয় দুভাবে-

রোগীর বয়স অনেক বেশী হলে এবং রোগটা যদি একেবারে অ্যাডভান্সড স্টেজে থাকে তাহলে তার হরমোনের উৎস অপসারণের জন্য অণ্ডকোষে দুটি সার্জারি করে বাদ দেওয়া হয়। যারা সার্জারি করতে চান না তাদের LHRH অ্যানালগ ইনজেকশন দেওয়া যেতে পারে। এছাড়া কিছু অ্যান্টি অ্যানড্রোজেন ওরাল মেডিসিনও দেওয়া হয় যেমন- Flytamide, Bicalutamide Enzalutamide অরগ্যান কেনফাইণ্ড বা লোকালাইজড ডিজিজ হলে অর্থাৎ ক্যানসার সেল কেবলমাত্র প্রস্টেটের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকলে র‍্যাডিক্যালি প্রসটেকটমি করা হয় অথবা রেডিওথেরাপির মাধ্যমে কিংবা উভয়ের মাধ্যমে চিকিৎসা করা হয়।

■ সচেতনতার নিরিখে আপনার কি করা উচিত? ■

- বংশে প্রস্টেট ক্যানসারের ইতিহাস থাকলে বছরে একবার করে পি.এস.এ.ডি.আর.ই. ও ট্রান্সরেক্ট্যাল আল্ট্রাসাউন্ড পরীক্ষা করা উচিত।
- ব্লাড সুগার, প্রেসার ও কোলেস্টেরল আয়ত্তে রাখা।
- পুরুষদের প্রস্টেট গ্ল্যান্ড ৫০ বছর পর থেকে স্বাভাবিক নিয়মে বৃদ্ধি পায়। তাই এতে অযথা ভয় পাওয়ার কিছু থাকে না।
- নিয়মিত শরীর চর্চা করা।

রোবোটিক সার্জারিতে হাঁটু পাল্টিয়ে ফিরে আসুন জীবনের স্বাভাবিক ছন্দে

ডাঃ সন্তোষ কুমার
Consultant Orthopaedic & Joint Replacement Surgeon, Belle Vue Clinic, Kolkata
Helpline : 9831266632/ 9831911584
e-mail: santosdr@gmail.com
www.mykneemylife.org

■ **প্রশ্ন**। অস্টিওআর্থ্রাইটিস কোন ধরনের অসুখ?

● **ডাঃ সন্তোষ কুমার**। অস্টিওআর্থ্রাইটিস হাড়ের ক্ষয়জনিত রোগ। সাধারণত বয়স পঞ্চাশ হয়ে গেলে এই রোগের প্রকোপ দেখা যায়। কিন্তু অনেক সময়েই বয়স চল্লিশ থেকেই বিভিন্ন অস্থি সন্ধিতে হাড়ের ক্ষয় শুরু হয়। তবে হাঁটু ও হিপ জয়েন্টের মত শরীরের ভার বহনকারী সব থেকে বড় জয়েন্ট দুটি এই রোগের কবলে পড়লেই মানুষ বিপদে পড়েন। ব্যথার কষ্ট বাড়লে একসময় স্বাভাবিক জীবন ব্যাহত হয়। হাঁটুতে অস্টিওআর্থ্রাইটিস হলে হাঁটুর অস্থি সন্ধির ভিতরে বিশেষ দুটি কার্টিলেজ ক্ষয়ে যেতে শুরু করে। ক্ষয়ে যাওয়া হা। নার্ভরুটে চাপ দিলেই ব্যথার সৃষ্টি হয়। রোগের তীব্রতা ও হাড়ের ক্ষয়ের প্রকৃতি অনুসারে অস্টিওআর্থ্রাইটিসকে স্টেজ ওয়ান থেকে স্টেজ ফোর এই চার ভাগে ভাগ করা হয়। হাড়ের এই ক্ষয় কোনওভাবেই পূরণ হয় না বলে নি-জয়েন্ট রিপ্লেসমেন্ট বা হাঁটু প্রতিস্থাপন এর একমাত্র স্থায়ী সমাধান।

■ **প্রশ্ন। অস্টিওআর্থ্রাইটিস বোঝা যায় কি করে?**

● **ডাঃ সন্তোষ কুমার**। সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর আধ ঘণ্টা বা তারও বেশি হাঁটু ব্যথায় শক্ত হয়ে থাকলে বা সিঁড়ি ভাঙলে হাঁটুতে ব্যথা হলে, শুলেও হাঁটুতে ব্যথা করলে, হাঁটুর ব্যথায় ঘুম না এলে বা ঘুম ভেঙে গেলে বিশেষজ্ঞ চিকিসকের পরামর্শ নেওয়া প্রয়োজন। তিনি আপনার হাঁটু বিভিন্নভাবে পরীক্ষা করবেন। আপনার হাঁটুর ধরণ দেখবেন। হাঁটু কতটা ভাঁজ করতে পারছেন সেটাও দেখবেন। এরপরে চিকিৎসক প্রয়োজনে এক্স-রে দেখে হাঁটুতে অস্টিওআর্থ্রাইটিস সম্পর্কে নিশ্চিত হবেন।

■ **প্রশ্ন**। অস্টিও আর্থ্রাইটিসের কারণ কি?

● **ডাঃ সন্তোষ কুমার**। অস্টিওআর্থ্রাইটিস রোগ কিছুটা বংশগত। তার সাথে বয়স, ওবেসিটি, স্মোকিং, ব্যায়াম বা শারীরিক পরিশ্রমের অভাব, এইসব কারণেও অস্টিও আর্থ্রাইটিসের রিস্ক ফ্যাক্টর। সাধারণত মধ্য বয়সে এই রোগ দেখা দেয়। তবে ছোট থেকে খেলাধূলা, শারীরিক পরিশ্রম করে পেশীকে শক্তিশালী করলে ও নিজের ওজন ঠিক রাখলে অনেক সময়েই অস্টিওআর্থ্রাইসকে দূরে রাখা যায়। আবার আর্থ্রাইটিস, রিউম্যাটয়েড আর্থ্রাইটিস কিংবা কন্ডোম্যালেশিয়া প্যাটেলারের মতো অসুখ থেকেও অস্টিওআর্থ্রাইটিস হতে পারে।

■ **প্রশ্ন**। রোবোটিক জয়েন্ট রিপ্লেসমেন্টের সুবিধা কি?

● **ডাঃ সন্তোষ কুমার**। রোবোটের আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স মুহূর্তের মধ্যে মিলিমিটারের কয়েক সহস্রাংশ পর্যন্ত হিসাব করে সিদ্ধান্ত নিতে পারে বলে প্রস্থেসিসের ফিটিংস সাধারণ কম্পিউটারাইজড সার্জারির থেকে বহুগুন বেশি নিখুঁত হয়। আবার সূক্ষ ও সঠিকভাবে কাটা হয় বলে রক্তপাতও কম হয়, ফলে পোস্ট অপারেটিভ পেনও কমে যায়। ফলে রোগী দ্রুত স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে পারেন। অন্যদিকে চোখের থেকে অনেক বেশি পর্যবেক্ষণ করতে পারে বলে প্রস্থেসিসের অ্যালাইনমেন্ট সাধারণ সার্জারি থেকে একশো শতাংশ সঠিক হয়, প্রস্থেসিসের আয়ুও বাড়ে। তাই হাঁটুর ব্যথায় হতাশ না হয়ে চিকিৎসকের পারমর্শে হাঁটু প্রতিস্থাপন শ্রেয়।

■ **প্রশ্ন**। এই রিপ্লেসমেন্টের খরচ কি মধ্যবিত্তের সাধ্যমত হয়?

● **ডাঃ সন্তোষ কুমার**। সাধারণ ও রোবোটিক জয়েন্ট রিপ্লেসমেন্টের খরচ এখন মধ্যবিত্তের সাধ্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। দুটি হাঁটু একইসঙ্গে পাল্টালে খরচ আরও কম পড়ে। এছাড়া মেডিক্লেমের সুবিধাও আছে। সুতরাং ব্যথায় কষ্ট না পেয়ে উন্নত চিকিৎসার সুযোগের সদ্ব্যবহার করাই শ্রেয়।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
২৮ বর্ষ, দৈনিক ২১১ সংখ্যা, শনিবার, ১৫ আষাঢ়, ১৪৩০

গ্রাউন্ড জিরো গভর্নর

সম্পাদকীয়

রাজ্যপাল আনন্দ বোস এবারে পঞ্চায়েত নির্বাচনে যাতে মারমারি এবং খুনোখুনি না হতে পারে তার জন্য জেলা সফর করতে শুরু করেছেন। তিনি জেলায় জেলায় বলতে শুরু করেছেন গণতন্ত্রের আসল পুজারি হল জনগণ। যারা ভোট দেন তারাই গণতন্ত্রকে রক্ষা করে। পঞ্চায়েত নির্বাচনটাা নির্ভর করে পঞ্চায়েত এলাকাবাসীদের ভোটের জন্য। তাদেরকে সুস্থভাবে রাখার দায়িত্ব হচ্ছে রাজ্যের। নির্বাচন কমিশনকে লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে কোথাও হিংসা না ছড়াতে পারে। পঞ্চায়েত ভোটকে নিয়ে এর আগে বহু হিংসা ছড়িয়ে ছিল। সেই সব হিংসার রাজনীতি বন্ধ করতে হবে। হিংসাকে সঙ্গে নিয়ে পঞ্চায়েত নির্বাচন করা চলবে না। পঞ্চায়েত নির্বাচনে যাতে সুষ্ঠু এবং অবাধ হতে পারে তার জন্য রাজ্যপাল চেষ্টা করতে শুরু করে দিয়েছেন। শিলিগুড়িতে বিজেপি দলের সঙ্গে বহু সেখানকার রাজনৈতিক নেতারা দেখা করেন রাজ্যপালের সঙ্গে। সেখানে যাতে হিংসার পরিবেশ না হয় তার আবেদন রেখেছেন রাজ্যপাল। তিনি নিজেকে গ্রাউন্ড জিরো গভর্নর বলে উল্লেখ করেছেন। ভোটকে কেন্দ্র করে যে ভয় ভীতি কাজ করতে শুরু করে দিয়েছে তাকে রোধ করতে হবে। তার জন্য প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করার হচ্ছে। নির্বাচন কমিশন এখন থেকে দেখবে কোথাও যাতে হিংসা না ছড়ায়। পঞ্চায়েত নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যে রক্ত ঝরে গিয়েছে। আর যাতে রক্ত না ঝরে তার দিকে নজর রাখতে বলেছেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। তিনি বলেছেন, পঞ্চায়েত নির্বাচনকে সুস্থ এবং স্বাভাবিক করার কথা ভাবতে শুরু করেছেন। তার জন্য যা যা পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে তাই তিনি করবেন। এদিকে আদালত থেকে বলা হয়েছে এবারে পঞ্চায়েত নির্বাচনের দিকে আদালতের চোখ থাকবে। আদালত চায় যাতে পঞ্চায়েত নির্বাচনকে কেন্দ্র করে কোনও রকম হিংসা না ছড়ায়। হিংসা ছড়ালে তাকে রোধ করতে হবে। তার জন্য রাজ্য পুলিশ প্রশাসনকে কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। রাজনৈতিক দলের উর্দ্ধে থেকে কড়া প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। পঞ্চায়েত নির্বাচনকে অবাধ এবং সুষ্ঠু করতে কারোর সঙ্গে কোনও আপোষ করা হবে না। রাজ্যপাল পরিস্কার করে বলে দিয়েছেন যে তিনি পঞ্চায়েত নির্বাচনের দিকে পাখীর দৃষ্টি রাখবেন। পঞ্চায়েত নির্বাচনকে সুস্থ করতে রাজ্যপাল আগামি দিনে বেশ কয়েকবার রাজ্য নির্বাচন কমিশনারের সঙ্গে বৈঠক করবেন। এবারে পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিরোধী দলের নেতারা প্রচার করতে শুরু করে দিয়েছে। কংগ্রেস থেকে শুরু করে বাম দলের নেতারা এখন গ্রামে গিয়ে উপস্থিত হয়েছেন। তাঁরা সেখান থেকেই প্রচারাভিযানে অংশ গ্রহণ করবেন। এদিকে নির্বাচন কমিশনার প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করার ওপরে বেশি করে জোর দিয়েছেন। দ্রুত প্রার্থী তালিকা যাতে প্রকাশ করা যায় তার দিকে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে শুরু করেছে। আধা সামরিক বাহিনী টহল দিতে শুরু করেছে। সর্বত্র এখন শান্তি বিরাজ করছে। তবে পঞ্চায়েত নির্বাচনে দিন যাতে পরিস্থিতি অস্থির না হয়ে উঠে তার দিকে নজর রাখতে বলেছেন রাজ্যপাল বোস। প্রাক্তন রাজ্যপাল জগদীশ ধনকর যা করতে পারেননি তা করিয়ে দেখিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছেন বর্তমান রাজ্যপাল আনন্দ বোস। এদিকে প্রশান্ত কিশোর বলেছেন, হিংসার রাজনীতি বেশি দিন চলে না।

ভারত পরমাণু শক্তি ত্যাগ করবে

ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি একই কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন এটা যুদ্ধ করার সময় নয়। এখন মানবসভ্যতাকে রক্ষা করতে যুদ্ধ করতে হবে। পরিবেশ ক্রমশ বিষাক্ত হয়ে পড়তে শুরু করেছে। এর জন্য যুদ্ধ করতে হবে। পানীয় জল কমতে শুরু করেছে এর জন্য যুদ্ধ করতে হবে। শান্তি নিয়ে আসার জন্য যুদ্ধ করতে হবে। অহিংসাকে স্থাপন করতে যুদ্ধ করতে হবে। অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ করার মতো পরিস্থিতি আর নেই। যারা অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ করবে তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। তাদেরকে কেউই রক্ষা করতে পারবে না। সুতরাং অস্ত্র ত্যাগ করতে হবে। জার্মানরা বুঝতে পেরেছে বলে তারা পরমাণু অস্ত্র ত্যাগ দিয়েছে। পরমানু শক্তি আর ব্যবহার করছে না। জার্মানের আদর্শকে এখন গ্রহণ করতে হবে। ভারতও পরমাণু শক্তি ত্যাগ করবে। ভারতও আগামি দিনে সৌর শক্তি ব্যবহার করার দিয়ে মন দেবে। এদিকে ইউক্রেনকে দুটো ভাগ করে দেওয়া হচ্ছে বলে যুদ্ধ পর্যবেক্ষকেরা মনে করতে শুরু করেছেন। তারা বলছেন একটি ভাগ আমেরিকার পক্ষে থাকবে। আর একটি ভাগ রাশিয়ার দিকে থাকবে। একেবারে দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধে যেভাবে জার্মানকে ভাগ করে নিয়েছিল বিশ্ব শক্তিরা। রাশিয়ার স্ট্যালিন জার্মান দেশটাকে পুরো গ্রাস করতে উদ্যেগী হয়েছিলেন। কিন্তু তিনি তা করতে পারেননি একমাত্র আমেরিকা এবং ব্রিটেনের জন্য। নাহলে পুরো জার্মানটাই রাশিয়ার দখলে চলে যেত। জাপানকে গ্রাস করতে চেষ্টা করেছিল রাশিয়ার স্ট্যালিন। কিন্তু তা করতে পারেনি একমাত্র ব্রিটেনের জন্য। আমেরিকার সেনারা জাপানে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিল। তার ফলে জাপান তখন পুরোপুরি আমেরিকার দখলে চলে গিয়েছিল। এদিকে ব্রিটেন নৌ সেনারা ভারত মহাসাগর পাহারা দিতে শুরু করে দিয়েছে। রাশিয়া তখন নৌ বাহিনীতে শক্তিশালী ছিল না। তারা স্থলবাহিনীতে শক্তিশালী থাকলে নৌ সেনা বলতে তখন রাশিয়ার কোনও কিছুই ছিল না। আমেরিকা এবং ব্রিটেনের সঙ্গে নৌ সেনাতে পাল্লা দিতে গিয়ে রাশিয়া নৌ সেনা বৃদ্ধি করতে শুরু করে। জার্মানকে পুরো গ্রাস করে নেওয়ার পরিকল্পনাকে বাধা দিতে শুরু করে দিয়েছিল ব্রিটেন এবং আমেরিকা শক্তি। রাশিয়া যাতে পুরো জার্মান দখল না করতে পারে তার জন্য বিশাল সেনা বাহিনী পাঠাতে শুরু করে দিয়েছিল বার্লিনে আমেরিকা এবং ব্রিটেন। তার ফলে একটি স্থানে রুশ সেনাদের থমকে যেতে হয়েছিল। এবারে সেটাই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। ইউক্রেনকে দুটো ভাগ করে নেওয়ার বিশ্ব রাজনীতি শুরু হয়ে গিয়েছে। কিভকে আমেরিকা এবং ব্রিটেনের তাদের কব্জায় রাখতে চায়। আর এদিকে মারিয়ুপোলকে দখলে রাখতে চায় রাশিয়া। জেলেনস্কি ব্রিটেন সফর করেছেন। তিনি হাউস অব কমন্সে বক্তব্য রেখেছেন। আবার তিনি আমেরিকা সফর করেছেন। সেনেটে গিয়ে বক্তব্য রেখেছেন।

অনুকূলচন্দ্র ঠাকুরের অমৃত বাণী

**যার কাছ থেকে সকল ধরনের
সহযোগীতা পেয়ে, পালন
পোষণ পেয়ে আজ আমি পূর্ণ,
তার শরীর হতে
আমার শরীর আর এই মহান
মানুষটিকেই
আমরা পিতা বলি ।।।।**

স্বামী বিবেকানন্দের কর্ম চিন্তা

স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন, মা আছেন বলে সন্তানরা বেঁচেবর্তে থাকে। এবং বড় হতে পারে। না হলে কবেই সবাই শক্তিহীন হয়ে ঘুরে বেড়াতো। জীবনে উন্নতি করতে গেলে চাই নারী শক্তির জাগরণ। সেটা করতে হবে। বাংলার নবজারণ শুরু হয়েছিল নারী শক্তিকে জাগরিত করার মন্ত্র গ্রহণ করে। সেই নারী জাগরণের মন্ত্র গ্রহণ করেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। সবার মধ্যে মায়ের অস্তিত্ব দেখতে পায়। নদীকে ভারতবাসীরা মা হিসাবে পুজো করে থাকেন। দেশকে মা বলে সম্মান দান করে। নারী জাতিতে সম্মানে রাখলে একটি পরিবার সুস্থ এবং স্বাভাবিক থাকে। স্ত্রী জাতি কাউকে দোষরোপ করে না। স্ত্রীজাতি কাউকে ঘৃনা করতে শেখায় না।

জগত বিখ্যাত বাঙালির চিকিৎসক

রবীন্দ্রকুমার শীল

(ডাক্তার বিধান চন্দ্র রায়ের জন্মদিন ১ জুলাই ১৮৮২ সালে। তাঁর জন্মদিনেই ভারতে পালিত হয় 'ডাক্তার দিবস'। এই দিনকে সম্মান দিতে আজকের প্রতিবেদন।) ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেছিলেন দেশের জন্য। মেডিকেল কলেজের ছাত্র থাকাকালীনই তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন এবং কংগ্রেস দলের সদস্যও ছিলেন। তিনি মেডিকেল কলেজের ছাত্র হওয়ার জন্য প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতিতে যোগ দিতে পারেননি, তবে তিনি তখন কংগ্রেসের নীতিকে সমর্থন করতেন। তাঁর সঙ্গে সুভাষ চন্দ্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগযোগাগ ছিল। ডাক্টার বিধানচন্দ্র রায় জন্ম গ্রহণ করেছিলেন ১ জুলাই ১৮৮২ সালে। আর পরলোগকমন করেন ১৯৬২ সালে ১ জুলাই। তাঁর জন্মদিন এবং মৃত্যুদিন একই তারিখে। কলকাতা মেডিকেল কলেজ থেকে পাশ করে তিনি বিলেতে গিয়েছিলেন। ১৯১১ সালে বিলেত থেকে ফিরে এসে ক্যাম্পবেল মেডিকেল কলেজে শিক্ষকতা করেন। ডাক্তারি চিকিৎসা করার পাশাপাশি তাঁর সমাজ সেবাও চলেছিল। তিনি কলকাতার মেয়র এবং পরে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী হয়েই তিনি বাংলাকে শিল্প রাজ্য হিসাবে গড়ে তোলার দিকে নজর দিয়েছিলেন। ভালো চিকিৎসা কেন্দ্র যাতে গড়ে উঠতে পারে তার দিকে তিনি লক্ষ্য রেখেছিলেন। ডাক্তার বিধান চন্দ্র রায়ের জন্মদিনেই ভারতের পালিত হয় ডাক্তার দিবস। তিনি প্রবাদপ্রতীম ডাক্তার হিসাবে সকলের কাছে পরিচিত ছিলেন। বাংলাদেশের সাহিত্যচর্চা বহু কাল ধরে হয়েছে। কিন্তু বিজ্ঞান চর্চার শুরু হয়েছিল ইংরেজরা আসার পর থেকে। তার আগে বিক্ষিপ্তভাবে বিজ্ঞান চর্চা হলেও তা কিন্তু সমাজের বুকে প্রভাব বিস্তার করেনি। ইংল্যাণ্ডের শিল্প বিপ্লবের জোয়ার কলকাতায় একেবারে আছড়ে পড়ে গিয়েছিল। যার ফলে কোম্পানি আমল থেকে শুরু করে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত বাংলায় ব্যবসা বাণিজ্যের স্বার্থে বিজ্ঞান চর্চার লাভ করতে শুরু করে। ইংরেজদের শিল্প বিপ্লবের প্রভাব বাংলায় আসার ফলে নেটিভদের মধ্যে বিজ্ঞান বিষয় নিয়ে পড়াশুনার করার আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। কলকাতায় প্রথম মেডিকেল কলেজ স্থাপন করা হয়েছিল গর্ভনর জেনারেল উইলিয়াম বেন্টিঙ্কের ঘোষনাবলে ১৮৩৫ সালে ২৮ জানুয়ারি, বুধবার। এই কলেজের প্রধম অধ্যক্ষ ছিলেন ডাক্তার মাউন্ট জোসেফ ব্রামলি। এই কলেজ কলকাতা মেডিকেল কলেজ নামে খ্যাতি অর্জন করে। মেডিকেল কলেজের প্রতিষ্ঠা ভারতের চিকিৎসা বিজ্ঞানের ইতিহাসে প্রথম মাইলস্টোন। দ্বিতীয় মাইলস্টোন সৃষ্টি হল ১৮৩৬ সালে ১০ জানুয়ারি। মেডিকেল কলেজের ছাত্র পণ্ডিত মধুসূদন গুপ্ত মেডিকেল কলেজে শিক্ষক হিসাবে যোগ দিয়েছিলেন ১৮ মার্চ, ১৮৩৫ সালে। বেতন পেতেন মাত্র ৬০ টাকা। ডাক্তার হওয়ার প্রথম চূড়ান্ত পরীক্ষা শুরু হয়েছিল ৩০ অক্টোবর ১৮৩৮ সালে। এটি হল ভারতের মেডিকেল এডুকেশনের ইতিহাসে তৃতীয় মাইলস্টোন। এই পরীক্ষায় বসবার সুযোগ পেয়েছিল ১১ জন ছাত্র। পাশ করেছিল মাত্র চার জন। প্রথম হয়েছিলেন উমাচরণ শেঠ, বাকিরা হলেন রাজকৃষ্ণ দে, দ্বারিকানাথ গুপ্ত এবং নবীনচন্দ্র নিত্র। শবব্যবচ্ছেদ গবেষণায় মধুসূদন গুপ্ত সিদ্ধহস্ত ছিলেন। কলকাতা মেডিকেল কলেজের তিনি এনাটমির শিক্ষক ছিলেন। ১৮৩৭ সাল থেকে ১৮৪৭ সাল পর্যন্ত মেডিকেল কলেজে শবব্যবচ্ছেদ কক্ষে প্রায় ৩৫০০ টি শবদেহ আনা হয়। মধুসূদন গুপ্ত অসাধ্য সাধন করেছিলেন। ১৮০২ সালে কলকাতায় কলেরার টিকা দেওয়া শুরু হয়। সেই সময়ে কলকাতার বিখ্যাত বহু ব্যক্তিরা কলেরারা টিকা নিয়েছিলেন। তার মধ্যে উল্লেখ করা যেতে পারে- বাবু রসময় দত্ত, বাবু নীলমণি মতিলাল, বাবু তারাচাঁদ দত্ত, বাবু প্রসন্ন কুমার ঠাকুর, বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ইত্যাদি।

ডাক্তার তামিজ খান এর নাম বহু লোকেরা জানেন না। কলকাতার তালতলা অঞ্চলে অবস্থিত ছিল কলিঙ্গা স্কুল। এই স্কুলের পুরো নাম ছিল কলিঙ্গা ব্রাঞ্চ স্কুল। আজও কলিঙ্গা স্কুলের নাম বহন করে চলেছে কলিঙ্গ স্কুল। এই স্কুলের ছাত্র ছিলেন ডাক্তার তামিজ খান। অসাধারণ মেধাবি ছাত্র ছিলেন তিনি। স্কুল থেকে পাশ করে মেডিকেল পড়ার ইচ্ছা ছিল তামিজ খানের। তিন একটি মেডিকেল স্টোর্সে কাজ করতেন। সেই মেডিকেল স্টোর্সের সুপারিনটেনডেন্ট ছিলেন ডাক্তার গ্রান্ট। তামিজ খান তার মনে ইচ্ছার কথাটা বলে দিলেন ডাক্তার গ্রান্টের কাছে। ডাক্তার গ্রান্ট মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষের কাছে তামিজ খানের নাম সুপারিশ করলেন। ডাক্তার মিয়াট তামিজ খানকে বেশ কয়েকটি প্রশ্ন করে তাকে ভর্তি করে দিলেন মেডিকেল কলেজে। ১৮৪৩ সালে ৩০ এপ্রিলের একটি রিপোর্ট থেকে জানতে পারা যাচ্ছে ৬৯ জন ছাত্র ছিল। তার মধ্যে হিন্দু ছিল ৪৬ জন, খ্রিস্টান ১৭ জন, আর্মেনিয়ান ২ জন এবং মুসলমান ৪ জন। ডাক্তার তামিজ খানের

গবেষণনার বিষয় ঠিল ময়না তদন্ত করে রোগ নির্ণয় করা। কেস হিস্টোরি লেখা শুরু হয় তখন থেকেই। তামিজ খান লাহোরে চলে গেলে সেই স্থানে এসে ছিলেন শশীভূষণ শীল। ১৮৫২ সালে তামিজ খান আবার কলকাতায় ফিরে এসে মেডিকেল কলেজে হাউস ফিজিসিয়ান ১৮৫৬ সালে ১৫ নভেম্বর। তখন মধুসূদন গুপ্তের প্রয়াণ হয়ে গিয়েছে। মেডিকেল কলেজের বাংলা শ্রেণিতে শিক্ষক হিসাবে যোগ দিয়েছিলেন তামিজ খান। ১৮৬৭ সালে গরীব রোগীদের জন্য শিয়ালদহ মিউনিলিপ্যালিটির একটি হাসপাতাল স্থাপন করা হয়েছিল। জর্জ ক্যাম্পবেল এর নামকরণে ১৮৭৪ সালে ক্যাম্পবেল মেডিকেল স্কুল স্থাপন করা হয়। ১৯৪৮ সালে কলেজে পরিণত হয়। ১৯৫০ সালে এর নামকরণ হয় 'নীলরতন সরকার মেডিকেল কলেজ।' ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার ১৮৩৩ সালে ২ নভেম্বর হাওড়ার পাইকপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম ছিল তারকনাথ সরকার। এবং মায়ের নাম অঘোরমণি দেবী। ১৮৪১ সালে হেয়ার স্কুলে ভর্তি হলেন মহেন্দ্রলাল সরকার। ১৮৪৯ সালে প্রথম স্থান অধিকার করে জুনিয়র স্কলারশিপ পেয়ে হিন্দু কলেজে পড়ার সুযোগ পেলেন। সেখানে চিকিৎসা বিজ্ঞান এর পাশাপাশি পদার্থ বিজ্ঞান, জীব বিজ্ঞান, রসায়ন বিজ্ঞান, উদ্ভিদ বিজ্ঞানও পড়ানো হতো। ১৮৪৫-৫৫ সালে তিনি মেডিকেল কলেজে ভর্তি হলেন। তিনি ডাক্তারি পাশ করলেন ১৮৫৯-৬০ সালে। মেডিকেল কলেজে পড়ার সময়ে তিনি সব বিষয়ে মেডেল এবং পদক লাভ করেছিলেন। তারপরে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক রাজেন্দ্র লাল দত্তের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। ডাক্তার রাজেন্দ্র লালের সঙ্গে চিকিৎসা বিজ্ঞান নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে মহেন্দ্র লাল সরকার হোমিওপ্যাথির ওপরে আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের চতুর্থ বার্ষিক সভায় মহেন্দ্রলাল সরকার বক্তব্য রাখতে গিয়ে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার ওপরে জোর দেওয়ার কথা বলেন। যার ফলে বহু ডাক্তার তার সঙ্গে কথা প্রায় বলা বন্ধ করে দিল। মহেন্দ্র লাল সরকার একঘরে হয়ে পড়লেন। এই ঘটনার পরই মহেন্দ্র লাল সরকার নিজেই একটি পত্রিকা প্রকাশ করলেন তার নাম ছিল 'দ্য ক্যালকাটা জার্নাল অব মেডিসিন।' সেখানে তিনি হোমিওপ্যাথি নিয়ে কথা প্রকাশ করতে শুরু করেন। বহু চিকিৎসকেরা তাঁকে অনুরোধ করেছিল এলোপাথিতে ফিরে আসতে। কিন্তু তিনি অনড় ছিলেন। মহেন্দ্র লাল সরকার ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের চিকিৎসক ছিলেন।

ডাক্তার গোপালচন্দ্র রায় ১৮৪৪ সালে ১৬ মে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি হিন্দু স্কুলে সেরা ছাত্র ছিলেন। কলকাতা মেডিকেল কলেজ থেকে ১৮৬৫ সালে এলএমএস পাশ করে চিকিৎসক হন। ১৮৬৯ সালে ইংল্যাণ্ডে চলে যান। ১৮৭২ সালে ভারতে ফিরে এলেন। তিনি যোগ দিলেন বর্ধমান জেলার চিকিৎসক পরিদর্শক হিসাবে। একটি সময়ে বর্ধমান জ্বর নামে একটি রোগের প্রাদুর্ভাব হয়েছিল। তাকে দমন করতে ডাক্তার রায়কে প্রশাসক বর্ধমানে পাঠায়। ১৮৭৭ সালে কলেরা রোগের দমন করার জন্য স্যানিটারি কমিশন তৈরি করা হলে সেখান রিপোর্ট দাখিল করেন ডাক্তার রায়। চিকিৎসা বিজ্ঞানী স্যার কেদার নাথ দাস ১৮৬৭ সালে ২৪ ফেব্রুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম যাদবকৃষ্ণ দাস। তিনি হিনদু স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। তাঁর ছেলে যাদবনাথ প্রথমে পাঠশালায় পড়াশুনা করেছিলেন। পরে হিন্দু স্কুলের ছাত্র হন। সেখান থেকে পাশ করে মেডিকেল কলেজে ভর্তি হন। সারা জীবন ধরে বহু গবেষণাপত্র লিখেছিলেন ডাক্তার কেদারনাথ। ডাক্তার কেদারনাথ ইডেন হসপিটালে স্ত্রীরোগ বিভাগে যোগদান করেন। ভারতে সর্ব প্রথম চিকিৎসা বিজ্ঞান কংগ্রেসের সভা হয় কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে ১৮৯৪ সালে ২৪ থেকে ২৯ ডিসেম্বর। কেদারনাথ এই সম্মেলনের সহ সম্পাদক ছিলেন। ক্যাম্পবেল মেডিকেল স্কুলের শিক্ষক হিসাবে যোগ দিয়েছিলেন কেদারনাথ দাস। ১৯১৫ সালের রেকর্ডে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে ডাক্তার বিধান চন্দ্র রায়ের নাম। কারমাইকেল মেডিকেল কলেজের শিক্ষক ছিলেন তিনি। ১৯২২ সালে আমেরিকা গিয়েছিলেন। ওই বছরই তিনি কারমাইলেক মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ হন। ১৯৯৩ সালে স্যার উপাধি পেয়েছিলেন। উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারি সরকারিভাবে ৭ জুন ১৮৭৫ সালে বিহারের মুঙ্গের জেলার জামালপুরে। প্রেসিডেন্সি কলেজে রসায়ন পড়ার সাথে সাথে মেডিকেল কলেজে ভর্তিন হন। ১৮৯৪ সালে রসায়ন বিভাগে এম এ ডিগ্রি লাভ করেন। ১৮৯৯ সালে মেডিকেল কলেজ থেকে ডাক্তারি পাশ করেন। কালাজ্বরে ওপরে গবেষনা করে তিনি মহৌষধি 'ইউরিয়া স্টিবামাইন' আবিস্কার করলেন ১৯২১ সালে। ১৯২৯ সালে নোবেল পুরস্কার কমিটির কাছে উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারির নাম সুপারিশ করা হয়েছিল। কিন্তু তিনি নোবেল পুরস্কার পাননি। পরে ১৯৩২ সালে আবার তাঁর নাম সুপারিশ করা হয়েছিল। 'নাইটহুড' থেকে শুরু করে তিনি এশিয়াটিক সোসাইটির স্যার ইউলিয়াম জোন্স স্মারক পদক লাভ করেন।

ভারতের প্রথম মহিলা ডাক্তার হচ্ছেন কাদম্বিনী দেবী। তাঁর কথা আজকে ডাক্তার দিবস উপলক্ষ্যে বলতেই হবে। সেই সময়ে মহিলারা ডাক্তার হবে তা কিন্তু সমাজ মেনে নেয়নি। বহু সংগ্রাম করতে হয়েছিল কাদম্বিনী দেবীকে। কলকাতা মেডিকেল কলেজে ডাক্তারি পড়াকালীনই তাঁর ডাক্তারি পড়া নিয়ে বহু বাধার সম্মুখীন হতে হয়। মহিলাদের তখন ডাক্তারি পড়ার অধিকার দেওয়া হয়নি। কিন্তু কাদম্বিনী প্রবল ইচ্ছ তিনি ডাক্তার হয়ে রোগীদের সেবা করবেন। তিনি বিদেশ গিয়ে ডাক্তারি পড়ে চিকিৎসকের সম্মান লাভ করেন। তিনি সেখানকার চিকিৎসক সম্মান লাভ করে বাংলায় চিকিৎসা করতে শুরু করেন। বর্তমানে ক্যান্সার নিয়ে ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ ডাক্তার শঙ্কর কুমার নাথ জনগণকে সচেতন করতে শুরু করেছেন। ভারতে ক্যান্সার রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি লাভ করতে শুরু করে দিয়েছে। এই সময়ে ক্যান্সার রোগ সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করা উচিত বলে মনে করেন চিকিৎসক ডাক্তার নাথ। তিনি বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে গিয়ে ক্যান্সার লোগকে কী করে প্রতিহত করা যায় তার নিয়ে জনগণকে সচেতন করছেন।

প্রথম 'ডাক্তার দিবস' আমেরিকার জর্জিয়াতে

আমেরিকার জর্জিয়াতে বিশ্বে প্রথম চিকিৎসক দিবস পালিত হয়েছিল ৩০ মার্চ ১৯৩৩ সালে। সেই দেখে সারা বিশ্বে চিকিৎসক দিবস পালন হতে শুরু করে। তবে সব দেশের চিকিৎসক দিসব একই দিনে পালন করা হয় না। বিভিন্ন দেশে ভিন্ন তারিখে চিকিৎসক দিবস পালন করা হয়ে থাকে। আমেরিকার জর্জিয়াতে প্রথম চিকিৎসা দিবস পালন করার আয়োজন করেছিল ব্রাউন কাউন্টি অ্যালায়েন্স। ডাক্তার এডোরা ব্রাউন আলমন্ড এবং তাঁর স্ত্রী ডাক্তার চালর্স বি আলমণ্ড এই উৎসব পালন করার ব্যাপারে উদ্যোগী হয়েছিলেন। ডাক্তার কাউফোর্ড ডব্লিউ তং প্রথম এই দিনে অ্যান্সেথেশিয়া করে একজন রোগীর টিউমার অপরেশন করে সফল হয়েছিলেন। এই দিনকে স্মরণীয় দিন হিসাপে পালন করার জন্য আমেকিা জাতীয় চিকিৎসক দিবস পালন করে থাকে। আমেরিকার জাতীয় চিকিৎসক দিবসের চিন্তাধারা সারা বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে প্রবাহিত হতে শুরু করে। জাতীয় চিকিৎসক দিবস এমন একটি দিন যা ব্যক্তিগত জীবন এবং সম্প্রদায়ে চিকিৎসকদের অবদানকে স্বীকৃতি দেওয়র জন্য উদযাপিত করা হয়ে থাকে। ভারতে জাতীয় চিকিৎসক দিবস পালন করা হয় ১ জুলাই। এদিন ভারতের অন্যতম সেরা চিকিৎসক ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ে জন্মদিন এবং তিরোধান দিবস। ডাক্তার বিধান চন্দ্র রায়ের বাসগৃহটিকে একটি চিকিৎসা কেন্দ্রে পরিণত করা হয়েছে। তবে জাতীয় চিকিৎসক দিবস পালন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে আমেরিকার যে পথ দেখাতে শুরু করে দিয়েছিল সেই পথ ধরে বিশ্বের বহু দেশ এখন তাদের নিজেদের চিকিৎসা বিজ্ঞানের সেরা দিনটিকে বেছে নিয়ে জাতীয় চিকিৎসা দিসব পালন করে থাকে। রাষ্ট্রপুঞ্জ বা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা হু বিশেষ দিনকে চিহ্নিত করে দেয়নি যে অমুক দিনে জাতীয় চিকিৎসক দিবস হিসাবে পালন করা হবে। প্রতিটি দেশের ওপরে সেটি পালন করার দায়িত্ব তুলে দেওয়া হয়েছে। তার ফলে প্রতিটি দেশই তাদের চি কিৎসা বিজ্ঞানের বিশেষ স্মরণীয় দিনটিকে জাতীয় টিকিৎসা দিবস হিসাপে পালন করে থাকে। যেমন অস্ট্রেলিয়াতে ২০ মার্চ পালন জাতীয় চিকিৎসা দিবস পালন করা হয়ে থাকে। আবার কুয়েতে জাতীয় চিকিৎসক দিবস পালন করা হয়ে থাকে ৩ মার্চ। কুয়েতি ব্যবসায়ী মহিলার জন্য এই উদযাপনের ধারনাটি এসেছিল জাহরা সুলাইমান আল -মুসাভি কাছ থেকে এবংএই তারিখটি তাঁর কন্যা ডাক্তার সুন্দুস আল মাজিদির জন্মদিন হওয়ার কারণে বেছে নেওয়া হয়। ব্রাজিলে জাতীয় চিকিৎসা দিবস পালন করা হয় ১৮ অক্টোবর। সেদিন আবার ক্যাথলিক চার্চ সেন্ট লুকের জন্মদিন। সেন্ট লুক একজন চিকিৎসক ছিলেন। বাইবেলের নিউ স্টেটামেন্টে তাঁর সম্পর্কে লেখাও রয়েছে। কানাডাতে জাতীয় চিকিৎসক দিবস হিসাবে পালন করা হয়ে থাকে ১ মে। কানাডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন দ্বারা কানাডায় অনুশীলনকারী প্রথম মহিলা চিকিৎসক ডাক্তার এমিলি স্টোর'কে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য বেছে নেওয়া হয়েছিল এই দিনটিকে জাতীয় চিকিৎসক দিবস হিসাবে পালন করার জন্য। চাইনিজ ডাক্তার দিবস হিসাবে ১৯ আগস্ট দিনটিকে পালন করা হয়ে থাকে। এই দিনটিতে চিনের গণপ্রজাতান্ত্রী ন্যাশনাল হেলথ অ্যাণ্ড ফ্যামিলি প্লানিং কমিশন (পিআরসি) দ্বারা ২০১৬ সালের চিনের জাতীয় স্বাস্থ্য ও সুস্থতা সম্মেলন নির্বাচিত হয়েছিল এবং ২০ নভেম্বর ২০১৭ সালে পিআরসি স্টেট কাউন্সিল দ্বারা অনুমোদিত হয়েছিল। চিন দেশে ডাক্তার দিবস পালন করার অর্থ হল ডাক্তারদের মহান কাজকে স্বীকৃতি দেওয়া এবং সম্মান জ্ঞাপন করা। কিউবায় কার্লোস জুয়ান ফিনলে এর জন্মদিন স্মরণে ৩ ডিসেম্বর ছুটির দিন হিসাবে পালন করা হয়ে থাকে। কার্লোস জে ফিনলে ছিলেন একজন কিউবার চিকিৎসক। যিনি হলুদ জ্বর গবেষণার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন। মশা এই রোগর বাহক হিসাবে পরিগণিত। সেই কারণে মশার কামড় থেকে সেখানকার জনগণকে সতর্ককীরণ করেছিলেন ডাক্তার ফিনলে। ডাক্তার ফিনলে এডিস প্রজাতির মশা শনাক্ত করে হলুদ জ্বর প্রেরণকারী মশাকে শনাক্ত করেন এই ধরনের মশা জন্ম নিয়ন্ত্রণ করতে তিনি উদ্যোগী হন। এল সালভাদর ১৯৬৯ সাল থেকে চিকিৎসক দিবস পালন করে আসছে। ১৪ জুলাই সেখানকার চিকিৎসা কলেজ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার দিনকে স্মরণ করেই চিকিৎসা দিবস পালন করা হয়। ইন্দোনেশিয়ায় হরি ডাক্তার ন্যাশনাল বা জাতীয় ডাক্তার দিবস পালন করা হয়। ২৪ অক্টোবর সেই দেশে জাতীয় চিকিৎসা দিবস। ইরানে আভিসেনার জন্মদিন (ইরানি মাস- শাহরিভার ১ আগস্ট) ডাক্তারদের জন্য জাতীয় দিবস হিসাবে স্মরণ করা হয়। তুরস্কে ১৯১৯ সাল থেকে প্রতি বছর ১৪ মার্চ মেডিসিন দিবস হিসাবে পালন করা হয়ে থাকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জাতীয় চিকিৎসক দিবস হল যেখানে চিকিৎসকদের জাতির সেবা বার্ষিক স্বীকৃতি দেওয়া হয়। ডাক্তার ডালর্স বি অ্যালমণ্ডের স্ত্রী ইউডোরা ব্রাউন অ্যালমণ্ড থেকে ধারনাটি এসেছে এবং যে তারিখটি বেছে নেওয়া হয়েছিল সেটি ছিল অস্ত্রোপচারের সাধারণ অ্যানেস্থেশিয়ার প্রথম ব্যবহারের বার্ষিকী। ৩০ মার্চ ১৮৪২ সাল। জেফারসন, জর্জিয়াতে, ডাক্তার ক্রফোর্ড লং জেমস ডেনেবল নামে একজন রোগীকে চেতনানাশক করার জন্য ইথার ব্যবহার করেন এবং ব্যথাহীনভাবে তার ঘাড় থেকে টিউমার বের কর ফেলেন। ভিয়েতনাম ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৫ সাল থেকে জাতীয় চিকিৎসক দিবস পালন করে আসছে। আবার ২৭ ফেব্রুয়ারি চিকিৎসা দিবস হিসাবে কোনও কোনও দিন তা পালন করা হয়ে থাকে। ভেনেনজয়েলা ১০ মার্চ ডাক্তার দিবস পালন করে। এই দিনটিতে হোসে মারয়া ভার্গাসকে স্মরণ করে সম্মান জানানোর জাতীয় চিকিৎসক দিবস হিসাবে পালন করা হয়। তিনি আবার ভেনেজুয়েলার রাষ্ট্রপতিও ছিলেন। নেপাল ৪ মার্চ জাতীয় চিকিৎসক দিবস পালন করে থাকে। নেপাল মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা লাভ করার পর থেকেই এই দিনটিকে জাতীয় চিকিৎসক দিবস হিসাবে পালন করে। ২৮ মার্চ ১৯৩৩ সালে প্রথম চিকিৎসক দিবস পালন করা হয়েছিল উইন্ডার, জর্জিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। এই প্রথম চিকিৎসক দিবস পালন করার উদ্দেশ্য ছিল চিকিৎসকদের সম্মান দেওয়া। তার জন্য ডাক্তারদের স্ত্রীর কাছে শুভেচ্ছা কার্ড পাঠানো, মৃত ডাক্তরাদের কবর স্থানে পুষ্পার্ঘ নিবেদন করা ।

হেরিটেজ

কলিকাতা মাদ্রাসা

ইসলামের স্বর্ণযুগে মুসলমানেরা যেখানেই আধিপত্য বিস্তার করেছে সেখানেই বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেছে। স্পেনের সুলতান তৃতীয় আব্দুর রহমান একাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে কর্ডোভা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেন। নিজামূল মূলক ১০৬৭ সালে বাগদাদের বিখ্যাত নিজামিয়া বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। তখন ইউরোপের অক্সফোর্ড, প্যারিস, বোলনা, মপেলিয়া ইত্যাদি বিখ্যাত প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়নি। বাংলায় মাদ্রাসা শিক্ষা উপলক্ষ্যে শিক্ষাবিদ আলেম বাহরুল উলুম এবং মৌলানা আব্দুল আলী 'দারসে নিজামী' নামে এক পাঠক্রম প্রবর্তন করেন। ভারতের ইতিহাসের একটি স্মরণীয় তারিখ হল ১৭৬৫ সালের ১২ আগস্ট। ওইদিন মোঘল সম্রাট শাহ আলম ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে বাংলা, বিহার এবং ওড়িশার দেওয়ানি বা রাজস্ব আদায় ও দায়িত্ব অর্পন করেন। তখন ফারসি চল রাজভাষা। ১৭৮০ সালে সেপ্টেম্বর মাসে কলকাতা শহরের গণ্যমান্য মুসলিমরা ওয়ারেন হেস্টিংসকে সঙ্গে দেখা করে ইসলাম ধর্মীয় ছাত্রদের জন্য একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলার আবেদন করেন। সেই অনুযায়ী ১৭৮০ সালে অক্টোবর মাসে গর্ভনর জেনারেল 'কলিকাতা মাদ্রাসা' প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথম দিকে মাদ্রাসা কলকাতার বৈঠকখানার এক ভাড়াটে বাড়িতে হতো। এরপরে পদ্মপুকুরে একটি জমি ক্রয় করা হয় সেখানে মাদ্রাসাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য। কিন্তু পরে সেটা দূর হওয়ার ফলে কলকাতার ওয়েলেসলি স্কোয়ারে বরাবরে জন্য নব নির্মিত কলকাতা মাদ্রাসা উঠে আসে। ১৮২৪ সালে কলকাতা মাদ্রাসায় প্রথম ইংরেজি শিক্ষা জন্য একটি বিভাগ খোলা হল। মুসলমান ছাত্ররা যাতে ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত হতে পারে তার জন্য ইংরেজ সরকার এখানে একটি ইংরেজি শিক্ষা বিভাগ খোলে। তবে এরজন প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন কলকাতাস্থ ইংরেজি জানা সম্ভ্রান্ত মুসলিম সম্প্রদায়। এখানে বাংলা ভাষায় শিক্ষা গ্রহণ চালু করা হয়েছিল অনেক পরে। তবে বাংলা ভাষায় শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করার ফলে বহু বাঙালি মুসলমানরা এখানে বাংলায় ভাষা শিক্ষার আগ্রহ প্রকাশ করে। ফার্সি, উর্দু, ইংরেজি এবং বাংলা ভাষায় পড়াশুনা চালু হয় কলকাতা মাদ্রাসায়।

জয় নিয়ে নিশ্চিত

দুরন্ত বার্তা, কোলাঘাট, ৩০ জুন ঃ দীর্ঘ রাজনীতি জীবনে এখনও সেই এক চেনা মাটির বাড়িতেই ঠাঁই। জোটেনি পাকা ইটের দেওয়াল। নমিনেশন হয়েছে উৎসবের আকারে, জানালেন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সুরজিৎ মান্না। সিপিএমের শাসন কাল থেকে তৃণমূলের একনিষ্ঠ সৈনিক। ১৯৯৯ থেকে শুরু করে ২০০৭ থেকে ২০১৭ টানা ১০ বছর কোলাঘাট ব্লক তৃণমূলের যুব সভাপতি ছিলেন, ২০১৩ থেকে কোলাঘাট পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ। ২০২১ এ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি। এই দীর্ঘ রাজনীতি জীবনে কেউ কাদা ছুঁড়তে পারেনি। এবারে কোলাঘাট ব্লকের ৩৭ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির তৃণমূল প্রার্থী। নমিনেশন হয়েছে উৎসবের আকারে জানালেন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সুরজিৎ মান্না। দীর্ঘ রাজনীতির জীবনে নিজের জন্য কিছুই করতে পারেননি, যেটুকু পেনশন পান সেটুকুই। একচালা মাটির বাড়িতেই বসবাস। বাবা, মা বিড়ি শ্রমিক। বিড়ি বেঁধে সংসার চলে। সভাপতির নিজস্ব কোনো ইনকাম নেই, ভাতাই একমাত্র ইনকাম, বাবার ওপর নির্ভর। তিন ভাই একসাথে, নিজের দুই ছেলে, দু'জনেই সরকারি স্কুলে পড়ে। অর্থের অভাবে পড়াতে পারেনি ইংলিশ মিডিয়ামে। বাড়ি কোলাঘাট ব্লকের দেড়িয়াচক গ্রামে এবারে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে জয় নিয়ে তিনি একেবারেই নিশ্চিত।

আরও সাসপেন্ড

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ৩০ জুন ঃ বীরভূমে আরও ১৪ জন কর্মীকে দল থেকে সাসপেন্ড করার কথা জানাল তৃণমূলের জেলা কোর কমিটি। শুক্রবার বোলপুরের দলীয় কার্যালয়ে সাংবাদিক বৈঠক করে ১৪ জন 'বিক্ষুব্ধ'কে সাসপেন্ড করার বিষয়টি জানানো হয়। যাঁদের সাসপেন্ড করা হয়েছে, তাঁরা রাজনগর, খয়রাশোল, দুবরাজপুর, সিউড়ি-১, রামপুরহাট-১ এবং নলহাটি-২ ব্লকের কর্মী। এদিকে এই নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোর। কটাক্ষ করেছে বিরোধীরা। তবে তাতে গুরুত্ব দিতে নারাজ তৃণমূল। গত রবিবারও দলবিরোধী কাজকর্মের অভিযোগে জেলার ছ'টি ব্লক থেকে ৩০ জন কর্মীকে সাসপেন্ড করা হয়। তাঁদের মধ্যে ১৯ জনই খয়রাশোল ব্লকের, মুরারই ব্লকের ৭ জন, সিউড়ি ১ ব্লক, রাজনগর, রামপুরহাট ২ ব্লক ও দুবরাজপুর ব্লকের ১ জন করে কর্মী ছিলেন। এর মধ্যে কয়েকজন অনুব্রত ঘনিষ্ঠ ছিলেন বলেও খবর পাওয়া গিয়েছে। এদের মধ্যে বেশ কয়েকজন নির্দল প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে লড়ছেন। দলীয় নির্দেশ অমান্য করে নির্দল প্রার্থী হিসেবে পঞ্চায়েত ভোটে লড়লে বা সেই প্রার্থীর সমর্থনে কাজ করলে কড়া পদক্ষেপ করার কথা আগেই জানিয়েছিল তৃণমূল।

এবার দিনহাটাতে গ্রেফতার শাসক দলের পঞ্চায়েত প্রধান তাপস দাস

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ৩০ জুন ঃ তরণীকান্তের পর শুক্রবার বিকেলে পুরনো মামলায় গ্রেফতার তৃণমূল কংগ্রেসের দিনহাটা ২ ব্লকের বড়শাকদল গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান তাপস দাস। শুক্রবার বিকেলে দিনহাটা শহর থেকে তাকে গ্রেফতার করে জেলা পুলিশের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের টিম। গ্রেফতারের পরেই তার নিগমনগর-ঘাটপার এলাকার বাড়িতেও তল্লাশি চালায় পুলিশ। অভিযোগ তাপস দাসের বাড়িতে ঢুকে তার স্ত্রীকে মারধর এবং রীতিমতো ভাঙচুর চালায় পুলিশ। ২০১৮ পঞ্চায়েত নির্বাচনে তৃণমূলের টিকিটে জিতে এলাকার পঞ্চায়েতে প্রধান হন তাপস দাস। এবারেও পঞ্চায়েত ভোটে তাপস দাস বড় শাকদল গ্রাম পঞ্চায়েতের ৭/৭০ নম্বর বুথের প্রার্থী হয়ে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ করেছেন। তাপস দাসের স্ত্রী অনিতা দাস অভিযোগ করে বলেন, তারা যখন ঘরে দুপুর বেলা খাচ্ছিলেন সেই সময় বাড়িতে পুলিশের লোকজন এসে রীতিমতো তাকে হেনস্তা ও মারধর করেন এবং তার বাড়িতে তল্লাশির নামে ঘরের জিনিসপত্র তছনছ করেন। তিনি আরও অভিযোগ করে বলেন, উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রীর নির্দেশেই এই ঘটনা ঘটিয়েছে পুলিশ-প্রশাসন। বাড়ির সামনে একটি স্করপিও গাড়ি দেখিয়ে তিনি বলেন, এতদিন পর্যন্ত এই গাড়িটি ব্যবহার করতেন উদয়ন বাবু। গতকাল রাতে তাপস দাস গাড়িটি তার কাছে নিয়ে আসেন সে কারণেই এই ঘটনা। দিনহাটা ২ ব্লকের তৃণমূলের দাপুটে নেতা তাপস দাস। পুলিশ-প্রশাসন সূত্রের খবর অনুযায়ী তার বিরুদ্ধে বেশ কয়েকটি মামলা ছিল। যার মধ্যে ৬টি মামলার গ্রেফতারি পরোয়ানা ছিল বলে পুলিশ প্রশাসন সূত্রে খবর। তিনি যখন একটি নির্দিষ্ট মামলায় দিনহাটা কোর্টে হাজিরা দিতে যান তারপর তাকে পুলিশের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চ গ্রেফতার করে। তাপস দাসের গ্রেফতারির খবর ছড়িয়ে পড়তেই রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকাজুড়ে। এ বিষয়ে কোচবিহারের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কুমার সানি রাজ বলেন, তাপস দাসের বিরুদ্ধে ৬টি মামলার গ্রেফতারি পরোয়ানা ছিল। সে কারণেই তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। আগামীকাল তাকে আদালতে তোলা হবে। উল্লেখ্য রাজ্যের উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিলেন তাপস দাস। যদিও এ বিষয়ে বক্তব্য পাওয়া যায়নি উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহর। যদিও রাজনৈতিক মহলে কানাঘুষো শুরু হয় তাপস দাস বিজেপিতে যেতে পারেন। এই প্রসঙ্গে কোচবিহার জেলা বিজেপির সভাপতি তথা বিধায়ক সুকুমার রায় বলেন, তাপস দাসের গ্রেফতারির কারণ একদা ঘনিষ্ঠ উদয়ন গুহর সাথে দূরত্ব তৈরি হওয়া। পাশাপাশি তিনি বলেন, পুলিশ নিরপেক্ষ নয়। পুলিশ যদি নিরপেক্ষ হতো তাহলে তরণীকান্তকে যে মামলায় গ্রেফতার করা হয়েছে সেই মামলায় তৃণমূলের মন ভোলাকেও গ্রেফতার করত পুলিশ। যদিও বিজেপির ঘনিষ্ঠতা সম্পর্কে তিনি মুখ খুলতে রাজি হননি। তবে পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে প্রথমে সন্ত্রাস এবং তারপর রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ও প্রার্থীদের গ্রেফতার নিয়ে জেলাজুড়ে শুরু হয়েছে ব্যাপক রাজনৈতিক চাঞ্চল্য।

পঞ্চায়েত নির্বাচনের মুখে কালিয়াচকের কংগ্রেস গড়ে ভাঙন

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৩০ জুন। পঞ্চায়েত নির্বাচনের মুখে কালিয়াচকের কংগ্রেস গড়ে ভাঙন। কালিয়াচক ১ ব্লকের রাজনগর এলাকায় প্রায় ২০০ জন কর্মী কংগ্রেস ছেড়ে তৃণমূলে যোগদান করলেন। শুক্রবার এই যোগদান কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের সেচ ও উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন। আর কয়েকদিন পরে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচন, আর সেই নির্বাচনের প্রাক্কালে কংগ্রেসের একসাথে এতজন কর্মী দলত্যাগের ঘটনায় অস্বস্তিতে পড়েছে দলের জেলার নেতৃত্ব। যদিও এদিনের কালিয়াচকের রাজনগর এলাকায় এই যোগদান কর্মসূচি সম্পর্কে কোনও কিছু জানা নেই বলে জানিয়েছে জেলা কংগ্রেস নেতৃত্ব। মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন জানিয়েছেন, দীর্ঘদিন ধরেই রাজনগর এলাকার এইসব কর্মীরা তৃণমূলের যোগ দেওয়ার কথা আমাদের জানিয়ে আসছিলেন। পঞ্চায়েত নির্বাচনের মুখে সংশ্লিষ্ট এলাকার দলীয় কার্যালয়ে এই যোগদান কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। সেখানে প্রায় ২০০ জন কর্মী কংগ্রেস ছেড়ে তৃণমূলে যোগদান করেন। তাদের হাতে দলীয় ঝান্ডা তুলে স্বাগত জানানো হয়েছে। যদিও এদিন তৃণমূলে যোগদানকারী কর্মীরা জানিয়েছেন, দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় কংগ্রেস করে কোনও মর্যাদা মিলছিল না। এমনকি পঞ্চায়েত নির্বাচনের মুখে অবাঞ্ছিত ভাবে প্রার্থী করা হয়েছে। যারা এতদিন ধরে কংগ্রেস করে এসেছে, তাদের বাদ দিয়ে অন্যদের প্রার্থী করানো হয়েছে।

Government of West Bengal
O/O the Superintending Engineer, PWD
South-Western Electrical Circle,
Sahid Mangal Pandey Sarani,Midnapur-721101

Short Notice Inviting Quotation No. – WBPWD/SE/SWEC/NIQ19/2023-24

Name Of Work: Temporary Electrification works of Phase -I at different locations of Contai Electrical Sub-Division under Purba Medinipur Electrical Division, PWD to provide accommodation and basic facilities for officers and CAPF in view of Panchayet Election 2023. &

Short Notice Inviting Quotation No. – WBPWD/SE/SWEC/NIQ20/2023-24

Name Of Work: Temporary Electrification works of Phase -I at different locations of Haldia Electrical Sub-Division under Purba Medinipur Electrical Division, PWD to provide accommodation and basic facilities for officers and CAPF in view of Panchayet Election 2023. &

Short Notice Inviting Quotation No. – WBPWD/SE/SWEC/NIQ21/2023-24

Name Of Work: Temporary Electrification works of Phase -I at different locations of Tamluk Electrical Sub-Division under Purba Medinipur Electrical Division, PWD to provide accommodation and basic facilities for officers and CAPF in view of Panchayet Election 2023.

CRITICAL DATES :- Last Date for application : **03.07.2023 upto 1.00 PM.** Last Date for obtaining permission : **03.07.2023 upto 1.30 PM.** Last Date for receiving Quotation : **03.07.2023 upto 2.30 PM.** Date of Bid opening : **03.07.2023 upto 3.00 PM.** Further details can be seen in the above mentioned office during working hours or in Official Website **www.pwdwb.gov.in**

Sd/-S.DAS
SE, SWEC, PWDte

পূর্ব রেলওয়ে

[illegible] HWH-121/2023-24

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ পাওয়া যাবে।

@EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

[illegible] ... www.ireps.gov.in [illegible] HWH-126/2023-24

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

সিপিএমের হয়ে প্রচার বিজেপি নেতা

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ৩০ জুনঃ একে বিজেপির বুথ সভাপতি হয়েও টিকিট পান নি, তার উপর তৃণমূল থেকে আসা মহিলাকে বিজেপি প্রার্থী করায় রাগে-অভিমানে সোজা রাম থেকে বামের হয়ে প্রচারে নামলেন বিজেপির বুথ সভাপতি সহ বেশ কয়েকজন কর্মী! ঘটনাটি পূর্ব বর্ধমানের আউশগ্রাম ২ ব্লকের অমরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের। এই পঞ্চায়েতের ১৭ নম্বর বুথে এবার শাসকদলের প্রার্থী বদল হয়েছে। তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্যা সোমা আঁকুড়ে টিকিট না পেয়ে তিনি চলে যান বিজেপিতে। বিজেপিও তাকে রাতারাতি ১৭ নম্বর বুথের প্রার্থী করে দেয়। আর তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী হয়েছেন রেখা বাগদি। সিপিএমের প্রার্থী শিউলী বাগদি। ১৭ নম্বর বুথে এবার ত্রিমুখী লড়াই। কিন্তু সোমা আঁকুড়েকে বিজেপি প্রার্থী করায় ক্ষুব্ধ অমরপুর অঞ্চলের বিজেপির ১৭ নম্বর বুথ সভাপতি সঞ্জয় দাস সহ কর্মীদের একাংশ দল ছেড়েছেন। তারা এখন রাম ছেড়ে বামে যোগ দিয়েছেন। প্রাক্তন বিজেপি বুথ সভাপতি সঞ্জয় দাস সহ দলত্যাগী কর্মীরা এখন সিপিএমের হয়ে এলাকায় প্রচার করছেন। দেওয়াল লিখছেন। তৃণমূল ও সিপিএম এলাকায় জোরকদমে নির্বাচনী প্রচার করলেও একেবার বাড়িতে বসে আছেন বিজেপি প্রার্থী সোমা আঁকুড়ে। তিনি বলেন, আমি ২০১৮ সালে তৃণমূল কংগ্রেসের হয়ে ভোটে জিতেছিলাম। কিন্তু এবার দল আমাকে টিকিট দেয় নি। তাই আমি বাধ্য হয়ে বিজেপিতে যোগদান করি। বিজেপি আমাকে ১৭ নম্বর বুথে প্রার্থী করেছে। আমি দল করতে ভালোবাসি। প্রাক্তন বিজেপি বুথ সভাপতি সঞ্জয় দাস বলেন, সোমা আঁকুড়ে বাইরের প্রার্থী। তার বাড়ি বিষ্ণুপুরে। গ্রামের কাউকে প্রার্থী না করে বাইরের মানুষকে প্রার্থী করা হয়েছে। তিনি আগে তৃণমূল কংগ্রেসের পঞ্চায়েত সদস্যা ছিলেন। সুতরাং এটা আমাদের পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব নয়।তাই আমরা দল ছেড়ে সিপিএম গেছি। সিপিএম নেতা সুদীপ্ত বাগচি বলেন, আমরাই জিতবো ওই বুথে। শুধু ১৭ নম্বর বুথে নয়, আমরা এই অঞ্চলে জিতে ক্ষমতা দখল করবো। ওরা বুঝতে পেরেছে সিপিএমই একমাত্র ভালো প্রশাসন। তাই তারা চলে এসেছে।

পলাতক এক বন্দি

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৩০ জুন ঃ মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল থেকে এক বিচারাধীন বন্দি পালানোর অভিযোগ উঠেছে। অসুস্থতাজনিত কারণে শুক্রবার দুপুরে ওই বন্দিকে হাসপাতালে নিয়ে যায় মালদা জেলা সংশোধনাগার কর্তৃপক্ষ। সেখানেই নিরাপত্তা রক্ষীদের চোখে ফাঁকি দিয়ে পালায় ওই বন্দি। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, পলাতক বন্দী উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জের বাসিন্দা। মালদার ইংরেজবাজারে মাদক মামলায় পুলিশের হাতে ধরা পড়ে সে।

ABRIDGED TENDER NOTICE

The Ex-officio Manager, GPW/WBFDCL & Deputy Conservator of Forests, Urban Recreation Forestry Division invites Tender Notice for various works as follows.

e-NIQ No.	Name of Projects	Bid submission Start Date	Last Date of Bid Submission
05/GPW/ WBFDC/ 2023-24 (2nd Call)	Selection of bonafide persons/ agencies for e tendering works for the office of the Ex-Officio Manager Green Project Wing, West Bengal Forest Development Corporation Limited and Deputy Conservator of Forests Urban Recreation Forestry Division for the financial year 2023-24.	01.07.2023 (10.00 AM)	08.07.2023 (05.00 PM)

Details can be seen at **https://wbtenders.gov.in**

কাটিহার ডিভিশনের অধীনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

[illegible] www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ওয়ার্কস), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

ইন্টারন্যাশনাল কনভেয়রস লি.
CIN: L21300WB1973PLC028854
রেজি. অফিস ঃ ফলতা সেজ, সেক্টর-২, পাম্প হাউস নং.৩-এর নিকট, গ্রাম ও মৌজা-অকালমেঘ, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ-৭৪৩৫০৪
কর্পোরেট অফিস ঃ ১০ মিডলটন রো, কলকাতা-৭০০০৭১
ফোন ঃ (০৩৩) ৪০০১-০০৬১, **ফ্যাক্স** ঃ (০৩৩) ২২১৭-২২৬৯
E-mail : investors@iclbelting.com, **Website :** www.iclbelting.com

কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ার হস্তান্তর বিনিয়োগকারীদের শিক্ষা এবং নিরাপত্তা খাত কর্তৃপক্ষে অধীন ধারা ১২৪ (৬) কোম্পানি আইন, ২০১৩

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত করা যায় **ইন্টারন্যাশনাল কনভেয়রস লিমিটেড** (কোম্পানি)-র শেয়ার হোল্ডারদের প্রতি অনুসারী ধারা ১২৪ (৬) কোম্পানি আইন, ২০১৩ এবং বিনিয়োগকারী শিক্ষা এবং নিরাপত্তা খাত কর্তৃপক্ষ (অ্যাকাউন্টিং, অডিট, ট্রান্সফার এবং রিফান্ড) ধারা, ২০১৬ সংশোধনী (ধারা), কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ার লভ্যাংশের ভিত্তিতে যা ঘোষিত হয়েছে এবং যা এখনও প্রদান করা হয়নি বা শেয়ার হোল্ডাররা দাবী করেননি গত সাত বছর বা তার বেশি ধরে তা হস্তান্তর করা হবে কোম্পানির তরফে ডিম্যাট অ্যাকাউন্টে বিনিয়োগকারীদের শিক্ষা এবং নিরাপত্তা খাত কর্তৃপক্ষে (আইইপিএফ)। ধারা অনুসারে, পৃথক পৃথক নোটিস পাঠানো হয়েছে সমস্ত সংযুক্ত শেয়ার হোল্ডারদের তাদের নথিবদ্ধ ঠিকানায় যাদের শেয়ার দায়বদ্ধ রয়েছে আইইপিএফ খাতে পাঠানোর জন্য। কোম্পানি আপলোড করেছে সম্পূর্ন বিস্তারিত ওই শেয়ার হোল্ডারদের যা বকেয়া রয়েছে আইইপিএফে হস্তান্তরে নিজেদের ওয়েবসাইটে-www.iclbelting.com অধীন বিনিয়োগকারী বিভাগে।

সংযুক্ত শেয়ার হোল্ডার, যারা শেয়ার ধরে রেখেছেন ফিজিক্যাল ফর্মে এবং যাদের শেয়ার যোগ্য আইইপিএফে হস্তান্তরে, দয়াকরে লক্ষ্য করবেন কোম্পানি জারি করবে নতুন শেয়ার শংসাপত্র পরিবর্ত হিসাবে আসল শেয়ার শংসাপত্রের উল্লেখিত শেয়ার রূপান্তর করতে আইইপিএফে আইন মোতাবেক, তারপর আসল শেয়ার শংসাপত্র যে শেয়ার হোল্ডারের নামে নথিবদ্ধ রয়েছে তা স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল হয়ে যাবে এবং তা নিয়ে দর কষাকষি করা যাবে না।

শেয়ার হোল্ডাররা আরও লক্ষ্য করবেন যে সমস্ত পরবর্তী সুবিধা, লভ্যাংশ যা উত্থাপিত হবে এই শেয়ারের ভিত্তিতে তা জমা করা হবে আইইপিএফে। যার বিস্তারিত তথ্য আপলোড করা হয়েছে নিজেদের ওয়েবসাইটে যা বিজ্ঞপ্তি আকারে দেখা যাবে নকল শংসাপত্র জারি করার বিষয়ে কোম্পানির তরফে শেয়ার হস্তান্তর করার লক্ষ্যে আইন মোতাবেক।

আরও সূচিত করা যায় সমস্ত শেয়ার হোল্ডারদের প্রয়োজনীয় নথিপত্র জমা করতে কোম্পানির কাছে বা রেজিস্টারের কাছে **মাহেশ্বরী ডাটামেটিকস প্রা.লি. ১৫ অক্টোবর, ২০২৩ মধ্যে সঙ্গে অনুরোধ জানিয়ে অপ্রদেয় লভ্যাংশ দাবী করে ২০১৫-২০১৬ সালের জন্য এবং তারপর** তাহলে ওই শেয়ার হস্তান্তর করা হবে না আইইপিএফে। দয়াকরে আরও লক্ষ্য করবেন যদি কোন দাবী না পাওয়া যায় কোম্পানি / রেজিস্টারের কাছে ১৫ অক্টোবর, ২০২৩ মধ্যে, কোম্পানি তাহলে হস্তান্তর করবে উল্লেখিত শেয়ার কোনরূপ পরবর্তী নোটিস জারি না করে, উল্লেখিত পদ্ধতি মেনে যা রয়েছে ধারা মোতাবেক নিম্নোক্ত ঃ

১) যদি শেয়ার ধরা থাকে ফিজিক্যাল ফর্মে, নকল শেয়ার শংসাপত্র জারি করে এবং তারপর তা হস্তান্তর করা হবে।

২) যদি শেয়ার ডিম্যাট মোডে থাকে, তাহলে সরাসরি আইইপিএফে হস্তান্তর করা হবে শেয়ারগুলি।

সংশ্লিষ্ট শেয়ার হোল্ডাররা দয়াকরে লক্ষ্য করবেন আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের কাছে শেয়ার দাবী করতে পারবেন আবেদন জানিয়ে প্রস্তাবিত ই-ফর্মে আইইপিএফ-৫ অনলাইনে এবং ফিজিক্যাল কপিও পাঠাতে পারেন, স্বাক্ষরিত করে সঙ্গে প্রয়োজনীয় নথিপত্র যা প্রয়োজন ই-ফর্ম আইইপিএফ-৫, কোম্পানির নোডাল অফিসারের কাছে। আপনাদের আরও অনুরোধ করা হচ্ছে আপডেট করাতে নিজেদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট তথ্যাবলী কোম্পানি বা রেজিস্টারের কাছে।

যে কোন তথ্য / স্বচ্ছতার জন্য এই বিষয়ে সংযুক্ত শেয়ার হোল্ডাররা যোগাযোগ করতে পারেন কোম্পানির রেজিস্টার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট, **মে. মাহেশ্বরী ডাটামেটিকস প্রা. লি., ৫ম ফ্লোর, ২৩ আর.এন. মুখার্জি রোড, কলকাতা-৭০০০০১** (যোগাযোগ নং.- ০৩৩ ২২৪৮ ২২৪৮, ই-মেল ঃ mpldc@yahoo.com)।

স্থান ঃ কলকাতা
তারিখ ঃ ৩০ জুন, ২০২৩

ইন্টারন্যাশনাল কনভেয়রস লিমিটেড
স্বা /- দীপ্তি শর্মা
কোম্পানি সচিব ও সহযোগী আধিকারিক

তৃণমূল শ্রমিক নেতার মাথায় ছাতা ধরছে পুলিশ

শুভেন্দুর খোঁচায় পাল্টা তৃণমূলের

দুরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর, ৩০ জুন ঃ বিজেপি কর্মীরা মনোনয়ন দিতে গিয়ে মার খাচ্ছে। হুমকি দিয়ে বিজেপি প্রার্থীদের মনোনয়ন তুলতে বাধ্য করানো হচ্ছে। আর পুলিশ তৃণমূল শ্রমিক নেতার মাথায় ছাতা ধরছে। নির্বাচন বিধিভঙ্গের অভিযোগ তুলে পুলিশ ও তৃণমূল কংগ্রেসকে এভাবেই টুইটে খোঁচা দিলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। প্রসঙ্গত, কয়েকদিন পরই রাজ্যে ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচন। ইতিমধ্যে মনোনয়ন পর্ব মিটিছে। জোরকদমে চলছে রাজনৈতিক দলগুলির প্রচার। প্রচারে রাজ্যে শিক্ষাক্ষেত্র সহ নানান দিকে তৃণমূলকে আষ্টেপিষ্টে আক্রমনের দাঁ শানিয়েছে গেরুয়া শিবির। পাল্লা দিয়ে দুর্নীতিকে ইস্যু করে ঘুরে দাঁড়াচ্ছে বামশিবির। তার ওপর গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে জেরবার তৃণমূল। দলীয় কর্মসূচীতে বারংবার প্রকাশ্যে এসেছে। পঞ্চায়েত নির্বাচনে ক্ষমতা ধরে রাখতে মরিয়া তৃণমূল কংগ্রেস। বৃহস্পতিবার বিকাল পানাগড় বাজারে দলীয় প্রার্থীদের সমর্থনে সভা ছিল তৃণমূলের। সেখানে উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল সাংসদ শত্রুঘ্ন সিনহা সহ অন্যান্য জেলা নেতৃত্ব। বিকেলের দিকে আচমকা বৃষ্টি শুরু হয়। মঞ্চে তখন বক্তব্য রাখছেন তৃণমূল শ্রমিক নেতা তথা দুর্গাপুরের প্রাক্তন মেয়র পারিষদ প্রভাত চট্টোপাধ্যায়। নেতাকে বৃষ্টির হাত থেকে রক্ষা করতে মাথায় ছাতা ধরেন এক পুলিশ কর্মী। আর ছবি মুহূর্তেই সোশাল সাইটে ভাইরাল হতে বিতর্কের ঝড় ওঠে। ওই ছবি দিয়ে টুইটে রাজ্য তৃণমূল ও পুলিশকে খোঁচা দিয়েছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তিনি বলেছেন, বিজেপি কর্মীরা মনোনয়ন দিতে গিয়ে মার খাচ্ছে। হুমকি দিয়ে বিজেপি প্রার্থীদের মনোনয়ন তুলতে বাধ্য করানো হচ্ছে। আর পুলিশ তৃণমূল শ্রমিক নেতার মাথায় ছাতা ধরছে। এটা নির্বাচন বিধিভঙ্গ হচ্ছে। যদিও শুভেন্দু অধিকারীর টুইট প্রসঙ্গে দুর্গাপুরের প্রাক্তন মেয়র পারিষদ প্রভাত চট্টোপাধ্যায় পাল্টা বলেন, পাগলে কি না বলে, ছাগলে কি না খায়। বৃষ্টির মধ্যে বক্তব্য রাখার সময় পিছন থেকে কে ছাতা ধরেছিল দেখিনি। তিনি শুভেন্দু অধিকারীকে নিশানা করে প্রশ্ন তুলে বলেন, শুভেন্দু বাবুর ২০ জন সরকারি দেহরক্ষী রয়েছে। তাতে কি নির্বাচন বিধিভঙ্গ হয় না? তিনি বলেন, বৃষ্টির মধ্যেও প্রচুর জনসমাগম হয়েছিল। জনসমাগম দেখে আতঙ্কিত বিজেপি।

ভোট গণনা কেন্দ্র পরিদর্শনে পুলিশ

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৩০ জুন ঃ পঞ্চায়েত নির্বাচনের ভোট গণনা হবে ময়নাগুড়ি হাই স্কুলে। সেখানে তৈরি করা হয়েছে স্ট্রং রুম। ভোট গণনা কেন্দ্র ও স্ট্রং রুম পরিদর্শন করলেন পুলিশ আধিকারিকরা। তারা সমস্ত বিষয় খতিয়ে দেখেন। জানা যায়, ময়নাগুড়ি হাইস্কুলে তিনটি স্ট্রং রুম করা হচ্ছে। যার মধ্যে নীচ তলায় পাঁচটি, দ্বিতীয় তলে আটটি এবং তৃতীয় তলায় নয়টি কাউন্টার হবে। সেই সঙ্গে ভোট কর্মীদের কাগজ নেওয়া এবং দেওয়ার জন্য কুড়িটি কাউন্টার করা হয়েছে। সেই সঙ্গে স্কুলের ভোট গণনা কেন্দ্রের প্রবেশের দু'পাশে রাস্তায় দুটি ড্রপ গেট করা করা হবে। এছাড়াও ভোটকর্মীদের নির্দিষ্ট সামগ্রী নিয়ে যাওয়ার জন্য নির্দিষ্ট কাউন্টার, ব্যালট কাউন্টার, মেডিকেল কাউন্টার, ফায়ার কাউন্টার থাকবে। গাড়ি পার্কিংয়ের জন্য ময়নাগুড়ি ফুটবল খেলার মাঠ বেছে নেওয়া হয়েছে। গণনা কেন্দ্রে কাজ চলছে পুরোদমে। সমস্ত স্ট্রং রুম ২৪ ঘন্টা সিসিটিভি ক্যামেরার আওতায় থাকবে। বাইরে থাকবে সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী। ভোট কর্মীদের জন্য গাড়ি পার্কিং থাকবে ময়নাগুড়ি ফুটবল মাঠে। ময়নাগুড়ি হাইস্কুলে ঢোকার রাস্তায় শেড করে দেওয়া হবে। যদি নির্বাচনের দিন বৃষ্টি হয় তাহলে নিরাপদে ব্যালট বাক্স নিয়ে আসার জন্য এই ব্যবস্থা রাখা হবে বলে জানিয়েছেন ময়নাগুড়ির বিডিও শুভ্র নন্দী। সেই সমস্ত কাজ চলছে জোরকদমে। কাজের গতি এবং নিরাপত্তার যাবতীয় বিষয় খতিয়ে দেখতেই আধিকারিকরা পরিদর্শন করেন বলে জানা গিয়েছে।

উত্তর পূর্ব রেলওয়ে — **ই-নিলাম নোটিস**

ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে সিনিয়র ডিভিশনাল কর্মাশিয়াল ম্যানেজার, লক্ষ্ণৌ আহ্বান করছেন ই-টেন্ডারিং ব্যবস্থা **www.ireps.gov.in** (ই-নিলাম মডিউল) নিলামের জন্য লক্ষ্ণৌ ডিভিশন থেকে পরিচালিত বিভিন্ন মেল এক্সপ্রেস ট্রেনের লিজিংয়ের জন্য ভিপিইউ ও এসএলএর ২ বছরের মেয়াদে। নিলামের বিস্তারিত নোটিস নং., ট্রেন নং., বিস্তারিত তথ্যাবলী নিম্নোক্ত ঃ

ক্র. নং.	ই-নিলাম লট নং.	ট্রেন নং.	থেকে	পর্যন্ত	ট্রেন চলাচল (সপ্তাহে)	নিলাম বন্ধের তারিখ ও সময়
১	১৫০৪৩-এসএলআর-এফ১-এলজেএন-কেজিএম-২২-১ (পার্সেল-এসএলআর)	১৫০৪৩	লক্ষ্ণৌ জং.	কাঠগোদাম	০৫ দিন (রবি, সোম, বুধ, বৃহ, শুক্র)	১৩.০৭.২০২৩ ১৩.৩০
২	১৫০৫৪-এসএলআর-এফ১-এলজেএন-সিপিআর-২২-১ (পার্সেল-এসএলআর)	১৫০৫৪	লক্ষ্ণৌ জং.	ছাপরা	প্রতিদিন	১৩.০৭.২০২৩ ১৩.৪০
৩	১৫০৫২-এসএলআর-এফ১-এলজেএন-কেওএএ-২২-১ (পার্সেল-এসএলআর)	১৫০৫২	গোরক্ষপুর	কলকাতা	০১ দিন (বৃহস্পতিবার)	১৩.০৭.২০২৩ ১৩.৫০
৪	১২৫৩০-এসএলআর-এফ১-এলজেএন-পিপিটিএ-২২-১ (পার্সেল-এসএলআর)	১২৫৩০	লক্ষ্ণৌ জং.	পাটলিপুত্র	০৫ দিন (সোম, মঙ্গল, বুধ, শুক্র, শনি)	১৩.০৭.২০২৩ ১৪.০০
৫	১৫০১১-এসএলআর-এফ২-এলজেএন-সিডিজি-২২-১ (পার্সেল-এসএলআর)	১৫০১১	লক্ষ্ণৌ জং.	চন্ডীগড়	প্রতিদিন	১৩.০৭.২০২৩ ১৪.১০
৬	১১১১০-এসএলআর-এফ১-এলজেএন-ভিজিএলবি-২২-১ (পার্সেল-এসএলআর)	১১১১০	লক্ষ্ণৌ জং.	ভীরানাঙ্গা লক্ষ্মীবাঈ	প্রতিদিন	১৩.০৭.২০২৩ ১৪.২০
৭	১১০৩৮-এসএলআর-এফ১-জিকেপি-পুণে-২২-১ (পার্সেল-এসএলআর)	১১০৩৮	গোরক্ষপুর	পুণে	০১ দিন (শনিবার)	১৩.০৭.২০২৩ ১৪.৩০
৮	২০১০৪-এসএলআর-এফ১-জিকেপি-এলটিটি-২২-১ (পার্সেল-এসএলআর)	২০১০৪	গোরক্ষপুর	লোকম্যান তিলক (টি)	০৩ দিন (সোম, বৃহ, শনি)	১৩.০৭.২০২৩ ১৪.৪০
৯	১৫০১১-এসএলআর-আর১-এলজেএন-সিডিজি-২২-১ (পার্সেল-এসএলআর)	১৫০১১	লক্ষ্ণৌ জং.	চন্ডীগড়	প্রতিদিন	১৩.০৭.২০২৩ ১৪.৫০
১০	১৫০০৯-এসএলআর-এফ১-জিকেপি-এমএলএন-২২-১ (পার্সেল-এসএলআর)	১৫০০৯	গোরক্ষপুর	মৈলানি	প্রতিদিন	১৩.০৭.২০২৩ ১৫.০০
১১	১৫০১১-এসএলআর-এফ১-এলজেএন-সিডিজি-২২-১ (পার্সেল-এসএলআর)	১৫০১১	লক্ষ্ণৌ জং.	চন্ডীগড়	প্রতিদিন	১৩.০৭.২০২৩ ১৫.১০
১২	১১০৮০-এসএলআর-এফ১-জিকেপি-এলটিটি-২২-১ (পার্সেল-এসএলআর)	১১০৮০	গোরক্ষপুর	লোকমান্য তিলক (টি)	০১ দিন (শনিবার)	১৩.০৭.২০২৩ ১৫.২০
১৩	১২৫৭১-এসএলআর-এফ১-জিকেপি-এএনভিটি-২২-১ (পার্সেল-এসএলআর)	১২৫৭১	গোরক্ষপুর	আনন্দ বিহার	০৪ দিন (রবি, বুধ শুক্র, শনি)	১৩.০৭.২০২৩ ১৫.৩০
১৪	১৮২০২-এসএলআর-এফ১-এনটিভি-দুর্গ-২২-১ (পার্সেল-এসএলআর)	১৮২০২	নৌতানভা	দুর্গ	০২ দিন (রবি, শুক্র)	১৩.০৭.২০২৩ ১৫.৪০
১৫	১৯৭১৬-এসএলআর-এফ১-জিটিএনআর-জেপি-২২-১ (পার্সেল-এসএলআর)	১৯৭১৬	গোমতিনগর	জয়পুর	০৩ দিন (সোম,বুধ, শনি)	১৩.০৭.২০২৩ ১৫.৫০
১৬	১২৫৯৫-এসএলআর-এফ১-জিকেপি-এএনভিটি-২২-১ (পার্সেল-এসএলআর)	১২৫৯৫	গোরক্ষপুর	আনন্দ বিহার	০৩ দিন (সোম,মঙ্গল, বৃহ)	১৩.০৭.২০২৩ ১৬.০০
১৭	১৫০৪৮-এসএলআর-এফ১-জিকেপি-কেওএএ-২২-১ (পার্সেল-এসএলআর)	১৫০৪৮	গোরক্ষপুর	কলকাতা	০৪ দিন (রবি, সোম,মঙ্গল, শুক্র)	১৩.০৭.২০২৩ ১৬.১০
১৮	১২৫৮৯-১২৫৯০-ভিপি-১-জিকেপি-এসসি-২৩-১ (পার্সেল-পার্সেল ভ্যান)	১২৫৮৯ ১২৫৯০	গোরক্ষপুর	সেকেন্দ্রাবাদ	০১ দিন (বুধবার)	১৩.০৭.২০২৩ ১৬.২০
১৯	১২৫৩৩-১২৫৪৪-ভিপি-১-এলজেএন-সিএসএমটি-২৩-২ (পার্সেল-পার্সেল ভ্যান)	১২৫৩৩ ১২৫৩৪	লক্ষ্ণৌ	ছত্রপতি শিবাজী (টি)	০১ দিন (বৃহস্পতিবার)	১৩.০৭.২০২৩ ১৬.৩০
২০	১২৫৩৩-১২৫৪৪-ভিপি-১-এলজেএন-সিএসএমটি-২৩-১ (পার্সেল-পার্সেল ভ্যান)	১২৫৩৩ ১২৫৩৪	লক্ষ্ণৌ	ছত্রপতি শিবাজী (টি)	০১ দিন (সোম বার)	১৩.০৭.২০২৩ ১৬.৪০
২১	১২৫৩৩-১২৫৪৪-ভিপি-১-এলজেএন-সিএসএমটি-২৩-৩ (পার্সেল-পার্সেল ভ্যান)	১২৫৩৩ ১২৫৩৪	লক্ষ্ণৌ	ছত্রপতি শিবাজী (টি)	০১ দিন (শনিবার)	১৩.০৭.২০২৩ ১৬.৫০
২২	১৫০৪৮-১৫০৪৭-ভিপি-১-জিকেপি-কেওএএ-২৩-২ (পার্সেল-পার্সেল ভ্যান)	১৫০৪৮ ১৫০৪৭	গোরক্ষপুর	কলকাতা	০১ দিন (মঙ্গলবার)	১৩.০৭.২০২৩ ১৭.০০
২৩	১৫০৫২-১৫০৫১-ভিপি-১-জিকেপি-কেওএএ-২২-২ (পার্সেল-পার্সেল ভ্যান)	১৫০৫২ ১৫০৫১	গোরক্ষপুর	কলকাতা	০১ দিন (বৃহস্পতিবার)	১৩.০৭.২০২৩ ১৭.১০
২৪	১৫০৫০-১৫০৪৯-ভিপি-১-জিকেপি-কেওএএ-২২-৪ (পার্সেল-পার্সেল ভ্যান)	১৫০৫০ ১৫০৪৯	গোরক্ষপুর	কলকাতা	০১ (শনিবার)	১৩.০৭.২০২৩ ১৭.২০
২৫	১৫০০৯-১৫০১০-ভিপি-১-জিকেপি-এমএলএন-২২-১ (পার্সেল-পার্সেল ভ্যান)	১৫০০৯ ১৫০১০	গোরক্ষপুর	মৈলানি	প্রতিদিন	১৩.০৭.২০২৩ ১৭.৩০
২৬	১৫০৪৮-১৫০৪৭-ভিপি-১-জিকেপি-কেওএএ-২৩-১ (পার্সেল-পার্সেল ভ্যান)	১৫০৪৮ ১৫০৪৭	গোরক্ষপুর	কলকাতা	০১ দিন (সোমবার)	১৩.০৭.২০২৩ ১৭.৪০
২৭	১৫০৭৮-১৫০৭৭-ভিপি-১-জিটিএনআর-কেওয়াইকিউ-২২ (পার্সেল-পার্সেল ভ্যান)	১৫০৭৮ ১৫০৭৭	গোমতিনগর	কামাক্ষ্যা	০১ দিন (সোমবার)	১৩.০৭.২০২৩ ১৭.৫০
২৮	১৫০৪৮-১৫০৪৭-ভিপি-১-জিকেপি-কেওএএ-২৩-৩ (পার্সেল-পার্সেল ভ্যান)	১৫০৪৮ ১৫০৪৯	গোরক্ষপুর	কলকাতা	০১ দিন (শুক্রবার)	১৩.০৭.২০২৩ ১৮.০০

চুক্তির মেয়াদ ঃ	০২ বছর
ক্র. নং. ০১ থেকে ২৮ নিলাম শুরুর(সমস্ত লট) তারিখ ও সময় ঃ	তারিখ-১৩.০৭.২০২৩ বেলা ১৩.০০ ঘটিকা।
ওয়েবসাইট ঠিকানা ঃ	www.ireps.gov.in (ই-নিলাম মডিউল)

CPRO/C-39 — ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (কমার্শিয়াল)/ লক্ষ্ণৌ

যাত্রী পরিষেবা সংক্রান্ত যে কোন অভিযোগ এসএমএস জানানোর মোবাইল নং. ০৯৭৯৪৮৪৫৯৫৫

''চলন্ত ট্রেনে দাহ্য পদার্থ নিয়ে যাত্রা করবেন না।

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION – e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (WS)/JU/Br.-XII, KMC** invites e-Tender for the following work:
NIT No.: WS/BR-XI/103/23-24/C-3
Name of Work: **Laying of 100 MM dia. D.I. pipes replacing old wornout pipes from 18 Central Road to 23 Park Avenue in Ward No.-103, Br.-XI.** Estimated Amount: **₹ 2,20,643.00**. Earnest Money: **₹ 4,500.00**. Period of completion: **15 Days.** Last Date & Time of receipt/opening of Tender (Online): **12.07.2023 – 1 p.m./14.07.2023 – 1 p.m.** The bid forms and other details are available from the websites **https://etender.wb.nic.in & http://wbtenders.gov.in**

The **Director General (Mechanical)/Roads, KMC** invites tender online percentage rate two bid system for following works :
(1) NIT No.: KMC/ASPH/TRKPALMER-001/2023-24
Name of the Work: **Improvement of road surface at Upendra Chandra Banerjee Road in Premises No.-34 in Ward No.-30, Br.-III under Roads Mechanical Department.** Estimated amount (Including GST & Cess): **₹ 4,68,299.78**. Earnest Money: **₹ 10,000.00.** Period of Completion: **10 days.** Last Date and Time of submission of Bid: **10.07.2023 at 1 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **01.07.2023 after 1 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in**
(2) NIT No.: KMC/ASPH/PB/SD/04/23-24
Name of the Work: **Renovation of main electrical distribution system and allied electrical works for vehicle section at asphaltum Deptt./PB.** Estimated amount (Including GST, Cess & Contingency): **₹ 4,17,910.73.** Earnest Money: **₹ 9,000.00.** Period of Completion: **30 days.** Bid submission starting date and time: **11.07.2023 from 11 a.m.** Last Date and Time of submission of Bid: **22.07.2023 upto 11.00 a.m.** Bid opening date for technical proposal: **24.07.2023 at 11 a.m.** The bid forms and other details are available on and from **11.07.2023 after 11 a.m.** from the website **https://wbtenders.gov.in**
(3) NIT No.: KMC/ASPH/P.B/SAB-08/22-23
Name of the Work: **Repairing of different old water pipe lines system and allied civil works at Tala Garage under Roads (M) Department.** Estimated cost: **₹ 4,88,847.07.** Earnest Money: **₹ 10,000.00.** Period of Completion: **25 days.** Last Date and Time of submission of Bid: **11.07.2023 upto 1.00 p.m.** Bid opening date and time for Technical Proposal: **13.07.2023 at 1 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **28.06.2023 (6 p.m.)** from the website **https://wbtenders.gov.in**

The **Director General (Market), KMC** invites tender online percentage rate two bid system for the following work :
NIT No.: KMC/MKT/MANTON/01/2023-24 (1st Call)
Name of the Work: **Improvement of damaged water supply line inside the premises at Manton Super Market in Ward No.-130.** Estimated cost (Including GST & Cess): **₹ 1,74,439.00.** Earnest Money: **₹ 3,500.00.** Period of Completion: **40 days.** Last Date and Time of submission of Bid: **11.07.2023 – 5 p.m.** Date and time of opening of bid: **14.07.2023 – 12.30 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **03.07.2023 – 5 p.m.** from the website **https://wbtenders.gov.in**

The **Controlling Officer (EWS), KMC** invites tender online percentage rate two bid system for following works :
(1) NIT No.: KMC/EWS/CIVIL/SUMON2/23-24
Name of the Work: **Cleaning, sweeping and maintenance work of different sheds including removal of loose leaves, trimming of trees, chokage of rain water pipe etc. at different Workshop & Officer Building under E.W.S.** Estimated cost (Excluding GST, CESS & Contingency): **₹ 2,86,789.00.** Earnest Money: **₹ 6,000.00.** Period of Completion: **180 days.** Last Date and Time of submission of Bid: **15.07.2023 at 1 p.m.**
(2) NIT No.: KMC/EWS/CIVIL/SUMON4/23-24
Name of the Work: **Repairing and maintenance of water supply distribution system at different Workshop & Officer Room under E.W.S.** Estimated cost (Excluding GST, CESS & Contingency): **₹ 1,80,977.00.** Earnest Money: **₹ 6,000.00.** Period of Completion: **180 days.** Last Date and Time of submission of Bid: **17.07.2023 at 1 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **03.07.2023 – 5 p.m.** (For Sl. No. 1 & 2) from the website **https://wbtenders.gov.in** (For Sl. No. 1 & 2)

(361/23-24)

‘ডাক্তার দিবস’ কী এবং কেন

চিকিৎসকদের সম্মান দিতেই ১ জুলাই ভারতে ‘ডাক্তার দিবস’ পালন করা হয়ে থাকে। শুধু ভারতে নয়, সারা বিশ্বে চিকিৎসক দিবস পালন করা হয়। ভারতে যেমন ১ জুলাই ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের জন্মদিন উপলক্ষ্যে ‘ডাক্তার দিবস’ পালন করা হয়ে থাকে ঠিক সেই রকমই বিশ্বের অন্যান্য দেশের সেখানকার বিখ্যাত চিকিৎসকদের জন্মদিনে ‘ডাক্তার দিবস’ পালন করা হয় মানব সেবায় ব্রতী হন চিকিৎসেরা। তাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলেই মানব জীবন রক্ষা পেয়ে থাকে। ভারতের বহু জগত বিখ্যাত ডাক্তার জন্ম গ্রহণ করেছেন। এই সব বিখ্যাত চিকিৎসকদের একটি মাত্র লক্ষ্য ছিল মানর সেবা করতে হবে। ভারতের জনসংখ্যা তুলনায় ডাক্তার খুবই কম। এক হাজার জন পিছু একজন চিকিৎসক পাওয়া খুবই মুশকিল। এই বিশাল অসুবিধার মধ্যে দাঁড়িয়েও চিকিৎসকেরা তাদের কাজ সুস্থভাবে করে চলেছে। মানব সমাজকে রক্ষা করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। বর্তমান পৃথিবীতে বহু জটিল রোগ দেখা দিতে শুরু করেছে। পৃথিবীতে এখন ভাইরাস সংক্রমণ বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে। এর মোকাবিলা করতে চিকিৎসকেরা সক্রিয়। চিকিৎসক বিজ্ঞানীরা করোনা ভাইসারে টিকা আবিস্কার করে ফেলেছে। তার ফলে আজকে করোনা সংক্রমণ একেবারে নিশ্চিহ্ন হওয়ার পথে। করোনা সংক্রমণকালে মানুষকে বিভিন্ন পরমার্শ দিয়েছিল চিকিৎসকেরা। হাত ধোয়া, মাস্ক পরা এবং দূরত্ব বজায় রেখে চলা। চিকিৎসকদের এই সব নির্দেশ পালন করার ফলেই আজকে করোনা সংক্রমণ দূর হয়ে গিয়েছে। সেই কারণে চিকিৎসদের কর্মজীবনকে সম্মান দিতে ‘ডাক্তার দিবস’ অতি অবশ্যই পালন করা উচিত। বিশ্বের সব দেশেই ডাক্তার দিবস পালন করা হয়ে থাকে। বিশ্বের প্রতিটি দেশে তাদের সেরা চিকিৎসকদের সম্মানে ‘ডাক্তার দিবস’ পালন করে থাকে। ভারতের বহু মহান চিকিৎসক জন্ম গ্রহণ করেছেন যাঁরা বিশ্ব চিকিৎসা জগতে সুনাম অর্জন করতে সমর্থ হয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে হচ্ছেন উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী, দিলীপ মহলানবিশষ ইঁনারা নোবেল পুরস্কার পাওয়ার মতো রোগ নিরাময় করতে ওষুধ আবিস্কার করে ফেলেছিলেন। এই সব ভারতীয় চিকিৎসক বিজ্ঞানীদের সম্মান দেওয়া উচিত।

পেডিয়াট্রিক অ্যাজমা প্রতিরোধে প্রয়োজন যথাযথ সচেতনতা

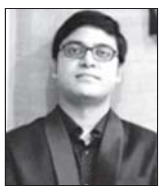

ডাঃ অনিরুদ্ধ ঘোষ
MD, DNB, MNAMS, MBBS (Hons.)
Assistant Professor. Institute of Child Health, Kolkata
Mobile : 9051132650 (Whatsapp only)
Visiting Consultant : Medica Superspeciality Hospital, IRIS Hospital

পেডিয়াট্রিক অ্যাজমা বর্তমান পৃথিবীতে ক্রমবর্ধিত একটি সমস্যা। এই সময়ে দাঁড়িয়েও যার চিকিৎসাজগত এখনও পরিমিত। প্রতিরোধের প্রধান পন্থা সতর্কতা এবং ওষুধ সম্পর্কিত যথাযথ জ্ঞান। তাহলেই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে শিশুরা মুক্তি পেতে পারে এই জটিল শারীরিক সমস্যা থেকে।

■ অ্যাজমা কী? ■

অ্যাজমা হল একটি ক্রনিক ডিজিজ যা শ্বাসনালী বা এয়ারওয়ের মধ্যে প্রবাহ সৃষ্টি করে এবং তাকে সরু করে দেয়। বুকে সাঁই সাঁই শব্দ হওয়া (শ্বাস নেওয়ার সময়), কফ বা কাশি, শ্বাসকষ্ট ইত্যাদি প্রাথমিক উপসর্গ দেখে অ্যাজমা শনাক্তকরণ করা হয়। যে কোনও বয়সে অ্যাজমা হলেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তা শিশুদের মধ্যেই পরিলক্ষিত হয়। চাইল্ডহুড অ্যাজমার ক্ষেত্রে ফুসফুস এভং শ্বাসনালীর প্রদাহের নেপথ্যে নির্দিষ্ট কিছু ট্রিগার কাজ করে। এছাড়াও ঠান্ডালাগা বা রেসপিরেটরি ইনফেকশনও এর বিস্তারে অনেকটাই সাহায্য করে। এর ফলে বাচ্চাদের দৈনন্দিন কাজকর্ম, খেলাধূলা, পড়াশোনা, ঘুমোনো অনেকটাই বাধাপ্রাপ্ত হয়। সেই কারণে অ্যাজমা প্রতিরোধে সতর্কতা অবলম্বন বিশেষভাবে জরুরি। অনিয়ন্ত্রিত অবস্থায় থাকলে ভবিষ্যতে তাজটিল আকার ধারণ করতে পারে।

■ কারণ ■

অ্যাজমার নেপথ্যে মূলত দু-ধরণের ট্রিগার কাজ করে-

- **অ্যালার্জিক ট্রিগার**-বিভিন্ন পশু পাখির লোম, তুলো, নির্দিষ্ট কিছু খাবার, পরাগ রেণু, আরশোলা, ধুলো ইত্যাদি।
- **নন অ্যালার্জিক ট্রিগার**-প্যাসিভ স্মোকিং (পরোক্ষ ধূমপান), ঠান্ডালাগা, সংক্রমণ, ঋতু পরিবর্তন, দুঃশ্চিন্তা ইত্যাদি।

■ উপসর্গ ■

বিভিন্ন বয়সে অ্যাজমার উপসর্গ বিভিন্নভাবে দেখা দিতে পারে। অ্যাজমার অ্যাটাক যদি বারেবারে আসে এবং উপসর্গগুলি প্রচ্ছন্নভাবে দেখা যায়, তবেই রোগীর অ্যাজমা হয়েছে বলে ধরা হয়। সাধারণভাবে যে উপসর্গগুলি দেখা যায়- ফুসফুসে কাশি (রাতে সাধারণত দেখা যায়)। • শ্বাসকষ্ট। • মনঃসংযোগের অভাব। • বাচ্চা রাত্রে ঘুমোতে না পারা। • অল্প পরিশ্রমে হাঁপিয়ে ওঠা ইত্যাদি।

■ শনাক্তকরণ ■

অ্যাজমা মূলতঃ ক্লিনিক্যালি ডায়াগনোসিস করা

হয়। বাচ্চাটির পারিবারিক ইতিহাস জানা প্রয়োজন। এছাড়াও কিছু টেস্ট করা হয়- • চেস্ট এক্স-রে। • অ্যালার্জি টেস্ট। • পালমোনারি ফাংশন টেস্ট।

■ চিকিৎসা ■

অ্যাজমা চিকিৎসার জন্য আদর্শ পন্থা হল ইনহেলার। অনেকের মনে ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে ইনহেলারের থেকে ওষুধ বেশি কার্যকরী। এটি সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। ইনহেলারের মাধ্যমে ওষুধটি সরাসরি ফুসফুসে পৌঁছায়, ফলে কাজ করে অনেক দ্রুত এবং এর কোনও পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নেই। কিন্তু ওরাল মেডিসিনের মাধ্যমে ওষুধটি সরাসরি ফুসফুসে পৌঁছনোর বদলে সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে। এর অনেক সময় পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। ইনহেলারের ওপর সারা জীবন নির্ভর করে থাকার প্রয়োজন হয় না। শিশুকে ইনহেলারের ব্যবহার বন্ধ করে দেওয়া হয়।

■ ইনহেলারের ধরণ ■

ইনহেলার সাধারণত দু-ধরণের হয়ে থাকে-

- **প্রিভেন্টার ইনহেলার**-এই ধরণের ইনহেলারগুলি অ্যাজমা অ্যাটাককে প্রতিরোধের জন্য ব্যবহৃত হয়ে তাকে। ওষুধের ১০০ ভাগের ১ ভাগ স্টেরয়েড এই ইনহেলারের মধ্যে থাকে। প্রিভেন্টার ইনহেলারের কোনও পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নেই।
- **রিলিভার ইনহেলার**-এই ধরণের ইনহেলার সাধারণত অ্যাজমা অ্যাটাকের সময় ব্যবহৃত হয়। প্রিভেন্টার ইনহেলার যদি সঠিক নিয়ম মেনে ব্যবহার করা হয় তাহলে রিলিভার ইনহেলারের প্রয়োজন হয় না।

■ অ্যাজমা প্রতিরোধে সতর্কতা ■

অ্যাজমা সম্পূর্ণভাবে নিরাময়যোগ্য নয়। বয়সের সাথে এর প্রকোপ কমতে থাকে। যার জন্য প্রয়োজন যথাযথ ওষুধ এবং সতর্কতা। সাধারণত ১৪-১৫ বছর বয়সের পর থেকে অ্যাজমা নিয়ন্ত্রণে আসতে শুরু করে।

অ্যাজমা চিকিৎসার মূল উদ্দেশ্য হল অ্যাজমা নিয়ন্ত্রণে রেখে শিশুকে শারীরিকভাবে সম্পূর্ণ সক্ষম রাখা। নির্দিষ্ট ওষুধ এবং ইনহেলার ব্যবহারের পরেও যদি শিশুর মধ্যে জটিলতা দেখা যায় তাহলে বুঝতে হবে অ্যাজমা নিয়ন্ত্রণে নেই। তখন দ্রুত চিকিৎসকের সাথে পরামর্শ করার সঙ্গে সঙ্গে- • শিশুটির অ্যালার্জি নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। • অ্যান্টিবায়োটিকের প্রয়োগ যথাসম্ভব কম করতে হবে। • অন্যান্য ট্রিগার থেকে দূরে রাখতে হবে এবং অবশ্যই শিশুটির আশেপাশের বা সম্ভব হলে বাড়ির মধ্যে ধূমপান করা বন্ধ করতে হবে কারণ এটি অ্যাজমা অ্যাটাকের অন্যতম প্রধান ট্রিগার।

হার্ট সার্জারির আগে সঠিক মূল্যায়ন জরুরী

ডাঃ আশফাক আহমেদ
MBBS (Hons), MD (Medicine),
DM (Cardiology)
Consultant Interventional Cardiologist,
Apollo Multi Speciality Hospital, Kolkata.
Helpline No. : 9051618707

বুকের ওপর ভারি পাথর চাপার অনুভুতি সাথে নিঃশ্বাসের কষ্টের মত হার্টের সমস্যার ভোগান্তি। তখন চিকিৎসকের পরামর্শে হৃৎপিণ্ডের বাইপাস সার্জারি করার মাস দু-য়েকের মধ্যেই সেরে ওঠা সম্ভব। অবশ্য কিছু কিছু ক্ষেত্রে হার্টের সমস্যায় সার্জারি ছাড়া রোগীর বাঁচার কোনও সম্ভাবনা থাকে না। বাইপাস সার্জারি হোক বা ভালভ রিপ্লেসমেন্ট কিংবা ছোটদের হৃৎপিণ্ডের জন্মগত ত্রুটি, হার্টের! সার্জারির পরিকল্পনা করলে রোগীর অন্যান্য ঝুঁকি খুঁটিয়ে দেখে তবেই অস্ত্রোপচারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ইদানিং ইন্টার ভেনশনাল পদ্ধতি জনপ্রিয় হলেও কিছু ক্ষেত্রে হার্টের রোগীকে সুস্থ করার একমাত্র উপায় হার্ট সার্জারি। হৃৎপিণ্ডের অস্ত্রোপচারের আগে রোগীর বয়স, পুরুষ বা নারী অন্যান্য কোমর্বিডিটি-যেমন অনিয়ন্ত্রিত ডায়াবেটিস বা ব্লাড প্রেশার আছে কিনা, ফুসফুসের অবস্থা ঠিক আছে কিনা পরীক্ষা করে দেখে নিরাপদ মনে হলে তবেই সার্জারির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। রোগীর সামগ্রিক শারীরিক অবস্থা বিচার করে হার্ট রেট মনিটর করে অস্ত্রোপচার করা হয় বলে সাফল্যের হার অনেকটাই বেশি থাকে। তবে রিস্ক ফ্যাক্টর বিবেচনা করে স্কারিং করে নেওয়ার পর একমাত্র হার্টের চিকিৎসকই সিদ্ধান্ত নেন যে, রোগীর জন্য সার্জারি নিরাপদ কিনা। লিপিড প্রোফাইল, ট্রাইগ্লিসারাইড, হৃদস্পন্দনের হার, ক্রনিক কিডনির অসুখ আছে কিনা দেখে নিয়ে সার্জারি করা হবে কিনা বিবেচনা করে রোগীকে জানানো হয়। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গেছে। রোগীর প্রথমে ওপেন হার্ট সার্জারি করেন। তারপর প্রযুক্তির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে হার্ট সার্জারিতে রোগীর সুস্থ হওয়ার হার অনেক বেশী হয়েছে। কিটিং হার্ট সার্জারির ফলে হাসপাতালে ভর্তি থাকার মেয়াদ কমেছে। রিস্ক বেনিফিট i রেশিওতে বেনিফিট বেশি হলে তবেই সার্জারির সাহায্যে রোগীকে হার্টযুক্ত করা হয়।

■ হার্ট নিয়ে যে সব ধারণা অস্পষ্ট ■

• সব বুকের ব্যথাই কি হার্টের জন্য?

এটা ঠিক যে, বুকের ব্যথা মানেই হার্টের সমস্যা নয়, কারণ কোনও বুকের ব্যথা ছাড়াও হানা দিতে পারে হৃদরোগ। ঘাড়ে পিঠে বা চোয়ালে ব্যথা, শ্বাসকষ্ট, দু-হাতে ব্যথা, মাথা ঘোরা ও বমি ভাবও কিন্তু হৃদরোগের কারণ হতে পারে। তাই বুকে ব্যথা ছাড়াও অন্য উপসর্গগুলি কে অবহেলা করা ঠিক হবেনা।

• বুক ধড়ফড় করলেই হার্ট অ্যাটাকের সম্ভাবনা?

হৃদস্পন্দন দ্রুত হলেই হৃদরোগের লক্ষণ হিসাবে চিহ্নিত হওয়ার প্রয়োজন নেই। বেশি দৌড়ালে, জোরে হাঁটলে, প্রচুর কফি পান করলে বা সিড়ি দিয়ে ওঠানামা করলে বুক ধড়ফর করতেই পারে কিন্তু তার মানে এই নয় যে, হার্ট অ্যাটাক হতে চলেছে বরং যদি এই সমস্যা ঘন ঘন হয় তখন ভাবতেই হবে। কারণ অনিয়মিত হৃদস্পন্দন অ্যারিথমিয়ার লক্ষণ।

• কোলেস্টেরল কম করা ওষুধ খাচ্ছি তাই সব খাবো?

একান্তই ভ্রান্ত ধারণা। লিভার থেকে কোলেস্টেরল উপন্ন হয় এবং কিছু খাবার থেকেও কোলেস্টেরল বাড়তে পারে। ওষুধ খাচ্ছেন মানে আপনার কোলেস্টেরলের ধাত রয়েছে। আপনি বিপদসীমার কাছেই রয়েছেন। তাই

নির্ভাবনায় স্যাচুরেটেড ফ্যাট জাতীয় খাবার খেয়ে গেলে তো সে বিপদ বাড়বেই। তাই ওষুধ খাচ্ছেন ভেবে নির্ভাবনায় সুষম আহার পরিত্যাগ করলে কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে হৃদরোগ ঘটতেই পারে ।

• সিগারেট ছেড়ে দিয়েছি, আর হৃদরোগের ভয় নেই?

বছরের পর বছর ধূমপান করে আচমকা ছেড়ে দিয়েছেন আর ভাবছেন কোন ভয় নেই? সমীক্ষায় প্রকাশ যে অন্তত একবছর ধূমপান ছেড়ে থাকলে মাত্র ৫০ শতাংশ হার্ট অ্যাটাকের সম্ভাবনা কমে যায়। তাই ধূমপান ছেড়ে দিয়েছেন মানে আপনার রিস্ক কমে গেছে ভাবলে ভুল হবে। তবে যত বেশিদিন ধূমপান থেকে দূরে থাকবেন ততই হৃদরোগের ভয় কম হবে।

• হৃদরোগ পুরুষদেরই বেশি হয়?

তথ্য পরিসংখ্যান বলছে ৬৫ বছরের বেশি বয়সের মহিলাদের মৃত্যুর অন্যতম কারণ হার্টের অসুখ। পুরুষ বা মহিলা উচ্চ রক্তচাপ, অনিয়ন্ত্রিত ডায়াবেটিস ও কোলেস্টেরলের মাত্রা বেশি হলে হৃদরোগ হওয়ায় বিপদ সীমার মধ্যে রয়েছেন সবাই। আর ডায়াবেটিস, রক্তচাপ, কোলেস্টেরল ইত্যাদি যদি নিয়ন্ত্রনে না থাকে নারী পুরুষ নির্বিশেষে সবারই হৃদরোগ হতে পারে। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, হার্ট অ্যাটাক শুধুমাত্র, নির্দিষ্ট কোনো বয়সের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনা। হাই প্রোফাইল লাইফস্টাইল বা ফাস্ট ফুডের জন্যে এখন তা থাবা বসাচ্ছে কমবয়সীদের মধ্যেও। যার মধ্যে ১৮-৩০ বছর বয়সী পুরুষ ও মহিলাদের আধিক্যই বেশী। শুরুতেই এই সমস্যার সমাধান না করতে পারলে তা মহামারীর আকার ধারন করবে। এই সমস্যা প্রতিহত করতে অবিলম্বে প্রয়োজন যথাযথ সতর্কতার। যদি আমরা হার্ট অ্যাটাক কী জানতে চাই তাহলে বলা যায় হার্টের রক্তবাহী ধমনীতে হঠাৎ যদি রক্ত সঞ্চালন বন্ধ হয়ে যায় তাহলে চিকিৎসার পরিভাষায় তাকে হার্ট অ্যাটাক বলে। এই রক্ত সঞ্চালন বন্ধ হয়ে গেলে বুকে ব্যথা ও অন্যান্য কিছু উপসর্গ দেখা যায়। যেমন উচ্চরক্তচাপ, হাই ব্লাডসুগার, হাই কোলেস্টেরল, অতিরিক্ত ওজন, ধূমপান ও মদ্যপান। কমবয়সীদের মধ্যে আমরা যে হার্ট অ্যাটাক বৃদ্ধির ছাপ দেখতে পাই তারও নানান কারণ রয়েছে। এর মধ্যে প্রধান অনিয়ন্ত্রিত জীবনযাত্রা ও শারীরিক পরিশ্রম না করা। বেশী মাত্রায় জাঙ্ক ফুডে আসক্তি, অতিরিক্ত সুগার, মানসিক চাপ বংশে কারও হার্ট অ্যাটাকের ইতিহাস থাকলে বা অনিয়ন্ত্রিত ওজনের ফলেও হার্ট অ্যাটাকের সম্ভাবনা দেখা যায়। বর্তমানে কমবয়সীদের মধ্যে যে পরিমান হার্ট অ্যাটাকের প্রবনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে তাতে প্রাথমিক অবস্থায় সতর্কতা অবলম্বন করলে মারাত্মক আকার ধারন নাও করতে পারে। বংশে হার্ট অ্যাটাকের ইতিহাস থাকলে অবিলম্বে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া জরুরী। এছাড়াও নিজেকে সাবধান রাখতে যা যা করনীয় (উপরে উল্লেখ করা হয়েছে) সেইদিকে মনোনিবেশ করতে হবে। এক্সারসাইজ করতে হবে। সাবধানতা ও সচেতনতা প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত।

আধুনিক সার্জারিতে ইউরেথ্রাল স্ট্রিকচার নিরাময় সম্ভব

ডাঃ নীলাঞ্জন মিত্র
MBBS (Hons.), MS (Gen. Surgery), MCh (Urology), FMAS, Consultant Urologist, AMRI Hospital, Dhakuria, IRIS Hospital, Patuli
Mobile : 983042622170037080731 (Help Line)
Email : nilanjanmitragmail.com

বাহ্যিক চোট আঘাত কিংবা কোনও সংক্রমণের দরুন পুরুষদের মধ্যে ইউরেথ্রাল স্ট্রিকচার হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। এক্ষেত্রে মূলত প্রস্রাবের সমস্যা দেখা যায় যা দীর্ঘদিন অব্যাহত থাকলে ক্রনিক কিডনি ডিজিজ (সিকেডি) হতে পারে। তবে চিন্তার কোন কারণ নেই, সঠিক সময়ে সার্জারি করিয়ে সম্পূর্ণ সুস্থ হওয়া সম্ভব।

■ ইউরেথ্রাল স্ট্রিকচার কী? ■

মানব শরীরে ইউরিন বা প্রস্রাবের যে নালী থাকে তাকে ইউরেথ্রা বলা হয়। পুরুষদের এই প্রস্রাবের নালী কোনও কারণবশতঃ সরু হয়ে গেলে অথবা ক্ষত বা স্পঞ্জিওফ্রাইবোসিস সৃষ্টি হলে প্রস্রাব সঠিক গতিতে বাইরে আসতে পারে না। এই অবস্থাকে চিকিৎসার পরিভাষায় ইউরেথ্রাল স্ট্রিকচার বলা হয়। এই সমস্যা বয়স্কদের তুলনায় কমবয়সীদের মধ্যে বেশি দেখা যায়।

■ কারণ ■

• কোনও আঘাত জনিত কারণ (দুর্ঘটনা)। • যে কোনও প্রকার সংক্রমণ। • সেক্সুয়ালি ট্রান্সমিটেড ডিজিজ (এস.টি.ডি.) • কোনও অসুখের দরুন ক্যাথেটার ব্যবহার হলে। • কিডনি স্টোন ইউরেথ্রা দিয়ে নির্গত হলে। • জন্মগত ত্রুটি। • প্রস্টেট ক্যানসার।

■ প্রকার ■

অসুখের প্রকার অনুযায়ী স্ট্রিকচার দু ভাগে বিভক্ত-১। অ্যান্টেরিওর, ২। পস্টেরিওর। এছাড়া অসুখের স্থান অনুযায়ী এটি আবার পাঁচ ভাগে বিভক্ত। ১। পেনাইল ইউরেথ্রাল স্ট্রিকচার। ২। প্যান ইউরেথ্রাল স্ট্রিকচার। ৩। ব্লাডার নেক স্ট্রিকচার-অ্যাক্সিডেন্টে কোমরের হাড় ভাঙলে। ৪। বালবার ইউরেথ্রাল স্ট্রিকচার। ৫। রেডিকিউলার ফসা স্ট্রিকচার।

■ উপসর্গ ■

• প্রস্রাব আটকে আটকে হওয়া। • প্রস্রাব সুতোর মতো সরু হওয়া। • তলপেট ভার ও ব্যথা। • প্রস্রাবে সংক্রমণ। • জোর দিয়ে প্রস্রাব করতে হয়। • লাল রঙের প্রস্রাব। • অ্যাডভান্সড স্টেজে প্রস্রাব সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায় ও তলপেটে অ্যাকিউট পেইন হয়।

■ রোগ নির্ণয় ■

• ইউরোফ্লোমেট্রি করে প্রস্রাবের গতিবেগ নির্ণয় করা হয়। • অসুখের স্থান নির্ধারণের জন্য মূলত অ্যাসেন্ডিং ইউরোগ্রাফি করা হয়।

■ চিকিৎসা ■

• শর্ট সেগমেন্ট স্ট্রিকচারের ক্ষেত্রে মূলত এন্ডোস্কোপিক সার্জারি করা হয়। তবে এক্ষেত্রে রোগ ফিরে আসার সম্ভাবনা থাকে।

• লং সেগমেন্ট স্ট্রিকচারে আদর্শ চিকিৎসা হল ইউরেথ্রোপ্লাস্টি সার্জারি। এক্ষেত্রে মুখের থেকে চামড়া নিয়ে বাক্কাল মিউকোসাগ্রাফট করে সার্জারি সম্পন্ন করা হয়। এর সফলতা শতকরা ৯৫ শতাংশ, ফলে রোগ ফিরে আসার সম্ভাবনা প্রায় থাকে না। স্ট্রিকচার নিরাময়ের উদ্দেশ্যে এই ইউরেথ্রেপ্লাস্টি সার্জারি হল উন্নতমানের চিকিসা পদ্ধতি।

■ সতর্কতা ■

• প্রস্রাবের সময় লোকাল হাইজিন মেনে চলা। • সেক্সুয়ালি ট্রান্সমিটেড ডিজিজ যাতে না হয় তার জন্য সতর্কতা। • যে কোনও প্রকার দুর্ঘটনা হলে বিশেষ সতর্কতা। • প্রস্রাবে কোনও সমস্যা হলে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া।

রক্তে অতিরিক্ত শর্করা ডেকে আনতে পারে হার্ট ডিজিজ

ডাঃ সঞ্জীব পাত্র
MD DM (AIIMS), FNB FELLOW UHN (CANADA)
Director in Cardiologist Disan Hospital
For Appointment : 9073982409

মানবদেহের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হৃদপিণ্ড। এর সক্রিয় কার্যকলাপ আমাদের শরীরে রক্ত চলাচল অব্যাহত থাকে। তবে রক্তে শর্করার মাত্রা বৃদ্ধি পেলে তা হৃদযন্ত্রকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। এটা এখন কারও অজানা নয় যে ডায়াবেটিস ও হার্ট ডিজিজ অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। প্রয়োজনে সঠিকভাবে যত শীঘ্র সম্ভব রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা। জানালেন ডিশান হাসপাতালের কার্ডিওলজিস্ট ডিরেক্টর ডাঃ সঞ্জীব পাত্র।

■ ডায়াবেটিস কী? ■

কোনও ব্যক্তির রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা প্রয়োজনের তুলনায় অতিরিক্ত হলেই বুঝতে হবে সে ডায়াবেটিসে আক্রান্ত। ডায়াবেটিস মূলত ইনসুলিনের অভাবে অথবা ইনসুলিন যথাযথ পর্যায়ে কাজ না করলে হয়ে থাকে।

■ উপসর্গ ■

• ঘন ঘন প্রস্রাব। • অতিরিক্ত ঘাম। • ওজন বৃদ্ধি। • মুত্র চেপে রাখার অক্ষমতা। • ক্ষত সহজে শুকোতে চায় না। • অতিরিক্ত জল তেষ্টা। • শারীরিক দুর্বলতা। • ডায়াবেটিস থাকলে হার্টের সমস্যা হওয়ার সম্ভাবনা কতটা? • যাদের ডায়াবেটিস আছে তাদের হার্ট অ্যাটাক হওয়ার প্রবণতা ৩-৪ গুন বেড়ে যায়। • ডায়াবেটিস রোগীর হার্ট অ্যাটাক হলে তার শারীরিক জটিলতা কিংবা মৃত্যুর হার তুলনামূলক বেশি। • বিশেষত মহিলাদের ডায়াবেটিস থাকলে তাদের অনেক কম বয়সে হার্ট ডিজিজ হতে পারে।

■ হৃদরোগের উপসর্গ ■

• একটু বেশি হাঁটা-চলা করলে বুকে চাপ অনুভব। • বুকে ব্যথা করা। • প্যালপিটেশন বা বুক ধড়ফড় করা। • বুকে জ্বালা ভাব। • হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে যাওয়া। • পরিশ্রমে ব্যথা, বিশ্রামে ব্যথা উধাও।

■ শনাক্তকরণ ■

ডায়াবেটিসের ক্ষেত্রে-ফাস্টিং ব্লাড সুগার।
• পোস্ট প্রান্তিয়াল টেস্ট। • আই. এফ. জি. টেস্ট।

■ হার্টের সমস্যা ■

ই.সি.জি., টি.এম.টি., ইকো কার্ডিওগ্রাম।

■ চিকিৎসা ■

• নিয়মিত ব্লাড সুগারের ওষুধ সেবন করা। • ওষুধে কাজ না হলে ইনসুলিন দিতে হয়। • সঠিক ডায়েট মেনে চলা। • হার্ট ডিজিজ দেখা দিলে প্রাথমিক পর্যায়ে ওষুধ ও ডায়েটের মাধ্যমে চিকিৎসা করা, পরের দিকে অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি কিংবা বাইপাস সার্জারি করা হয়।

■ সতর্কতা ■

• প্রতিদিন কায়িক পরিশ্রম করা। • ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখা। • বংশে ডায়াবেটিস থাকলে নির্দিষ্ট বয়সের পর স্ক্রিনিং করানো। • পর্যাপ্ত পরিমাণ শাক-সবজি ও জল খাওয়া। • পর্যাপ্ত ঘুম ও বিশ্রাম। • ব্লাড প্রেশার, সুগার ও কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণে রাখা। • ডায়াবেটিস থাকলে নিয়মিত সময় ধরে ওষুধ খাওয়া। • ধূমপান ও মদ্যপান ত্যাগ করা। • কোনও প্রকার অস্বাভাবিক উপসর্গ দেখা দিলে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া।

সর্বপ্রকার ব্যথার ধারণা, তার মূল্যায়ন ও চিকিৎসা

ডাঃ মনীশ দে
MBBS (MCK), MD (AIIMS, New Delhi), DNB, FPM (EIPM)
Mobile : 8697671258 9903569602

সর্বপ্রকার ব্যথার ধারণাটি দিয়েছিলেন একজন নার্স এবং পরবর্তীকালে ডাক্তার ডেম সিসিলি সন্ডার্স (Dame Cicily Saunders) যিনি বলেছিলেন যে মানুষের যে কোনো প্রকার ব্যথার শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক দিক রয়েছে যা তার দৈনন্দিন জীবনযুদ্ধে বিভিন্নভাবে বাধা দেয়। যে কোনো জীবন সংশয়কারক রোগের যখন Diagnosis হয়, তখন মানুষের মধ্যে একটি ভীতি চলে আসে এবং শুধু রোগটির শারীরিক দিকটাই প্রাধান্য দেওয়া হয়। তার ফলে যেটা হয়, মানুষটি কিন্তু হঠাৎ করে কোনঠাসা হয়ে পড়ে এবং ব্যথার এই ধারণাটিকে কোনো গুরুত্ব দেওয়া হয় না। গুরুতর কোনো ব্যাধির জন্য কোনো মানুষ যখন কষ্ট পায়, তার শারীরিক দিকটা ছাড়াও মানসিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক দিকগুলোকেও প্রাধান্য দেওয়া দরকার। এর ফলে জীবনযাপন করার যে শৈলী (Quality of life) সেটা কিছু পরিমাণ হলেও বজায় থাকে এবং পুরোপুরি ভেঙে যায় না। ব্যথার চিকিৎসা করতে গিয়ে দেখা গেছে ওষুধপত্র, শরীরচর্চা এবং দরকার হলে injection বা surgery-র মাধ্যমে যে ৮০-৯০ শতাংশ ক্ষেত্রে ব্যথার নিরাময় সম্ভব হয়, কিন্তু অনেক রোগীদেরই ব্যথা কমে না বা কমতে অনেক সময় লেগে যায়। এটার জন্য প্রধান বাধা হয়ে দাঁায় ব্যথার শুধু শারীরিক দিকটাকেই চিকিৎসা করা হয় অন্যান্য দিকগুলিকে গুরুত্ব না দিয়ে। Palliative Care বা উপশমকারী চিকিৎসা বলতে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) অনুযায়ী যা বোঝায় তা হলে সক্রিয়ভাবে একজন রোগীর পুরোপুরি চিকিৎসা করা যা নিরাময়মূলক চিকিৎসায় সাড়া দিচ্ছে না, উপশম কি কি ভাবে করা যায় সেটা বোঝানোর আগে জানতে হবে যে জিনিসটা বা symptoms-টার উপশম করা হচ্ছে সেটা কতটা রোগীকে কষ্ট দিচ্ছে। তাই যেমন ব্যথার উপশম করার আগে ব্যথা কিভাবে মূল্যায়ন করা হয় সেটা জানতে হবে। ব্যথার শারীরিক মূল্যায়ন করা হয় NRS (Numerical Rating Score) নামক একটি সূচকের সাহায্য নিয়ে যেখানে ০ (শূন্য) থেকে ১০ (দশ) অবধি ব্যথাকে ভাগ করা হয়। ০ (শূন্য) মানে কোনো ব্যথা নেই এবং ১০ (দশ) মানে অসহ্য ব্যথা। রোগীকে বলা হয় ০ (শূন্য) থেকে ১০ (দশ)-এর মধ্যে ব্যথা কত থাকছে এবং সেই অনুযায়ী ব্যথার চিকিসা করে কতটা কম হচ্ছে তা অনুমান করা হয়। এইভাবে শারীরিক ব্যথার মূল্যায়ন ও চিকিৎসার কার্যকারিতা বোঝা সম্ভব। তবে ব্যথার মানসিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক দিকগুলি নিয়ে রোগীরাও অনেকসময় ওয়াকিবহাল হন না। যেমন একজন রোগীর ব্যথার নিরাময় সম্ভব হচ্ছিল না যতক্ষণ না তাকে বলা হয় যে তার ছোট ছেলের তদারকি করা হবে তার অবর্তমানেও। এটি হল ব্যথার এক ধরণের সামাজিক দিক। আবার শারীরিক ব্যথায় কাতর রোগীরা অনেক সময়েই বিষন্নতা (depression)-এর শিকার হন যা কিনা তাদের দৈনন্দিন কাজে একটা অস্বস্তির সৃষ্টি করে। এই ধরনের চাঞ্চল্য, বিমর্ষতা ও অস্থিরতা ব্যথার মানসিক দিকটাকে তুলে ধরে। যার জন্য রোগীদের সাথে সময় নিয়ে কথা বলা এবং দরকার হলে মনোবিদ (Psychologist)-এর পরামর্শও নেওয়া হয়। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় রোগীরা বলে ওঠেন ভগবান ওনাদের সাথেই কেন এরকম করেছেন বা ওনারা কি দোষ করেছেন যে ভগবান তাদের এরকমভাবে শাস্তি দিচ্ছে। এটা হল ব্যথার আধ্যাত্মিক দিক। এটিকেও গুরুত্ব দিয়ে শোনা, আরও গভীরে গিয়ে এটির কারণগুলি জানা দরকার। কিছু কিছু খাদ্যাভ্যাস, দৈনন্দিন শরীরচর্চা, যোগব্যায়াম ও সাধনা (meditation)-র মাধ্যমে এটি চিকিৎসা সম্ভব। সবার শেষে এটাই বলা যায় যে ব্যথা হল একটা অস্বস্তিকর ও বিরক্তিকর অনুভূতি ও অভিজ্ঞতা যা মানুষের বিভিন্ন রোগের এক ধরণের বহিঃপ্রকাশ, তাই যেই শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক দিকটার চিকিৎসা সঠিক মূল্যায়নের সাথে যদি করা হয়, তাহলে সেই মানুষ বা রোগী অনেক ভালোভাবে দৈনঃদিন জীবনযাপন করতে পারবে।

বিনাইন প্রস্টেট হাইপারপ্লাসিয়া

ডাঃ কৌশিক সরকার
MBBS (CAL), MS (IPGMER), M.Ch (Urology),
M.R.C.S. (ENGLAND) Consultant Urologist
Mobile : 9830501166 9331293568

বিনাইন প্রস্টেট হাইপারপ্লাসিয়া একটি পরিচিত সমস্যা। বেশিরভাগ বয়স্ক ব্যক্তির ভিতরেই এই সমস্যা দেখা যায়। প্রাথমিক অবস্থায় জীবনধারার পরিবর্তন ও ওষুধের মাধ্যমে রোগের উপসর্গকে আয়ত্বে আনা সম্ভব হলেও দেখা যায় অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন হয়ে থাকে। পূর্বে দেখা গেছে সার্জারির জটিলতার ভয়ে বহু মানুষ ভয়ে পিছুপা হতেন। কিন্তু বর্তমানে আধুনিক যন্ত্রপাতি ও বহু আধুনিক পদ্ধতির সাহায্যে এই রোগের নিরাময় সম্ভব। বিস্তারিত আলোচনায় কনসালটেন্ট ইউরোলজিস্ট ডাঃ কৌশিক সরকার।

■ প্রস্টেট কী? ■

প্রস্টেট গ্ল্যান্ড অবস্থান করে পুরুষদের মূত্রনালী ও মূত্রথলির সংযোগস্থলের নিচে। এটির প্রধান কাজ হল মূত্রকে ধরে রাখা।

■ প্রস্টেট স্ফীতি ■

বয়সের সাথে স্বাভাবিক নিয়মেই প্রতিটি পুরুষেরই প্রস্টেট আকারে বৃদ্ধি পায়। এটা প্রধানত নন ক্যানসার জাতীয় হয়। চিকিৎসার ভাষায় একে বিনাইন প্রস্টেট হাইপারগ্লাসিয়া বলা হয়। এখানে লোয়ার ইউরিনারি ট্র্যাক্ট সিম্পটম দেখা যায়। এছাড়াও লোয়ার ইউরিনারি ট্র্যাক্ট সিম্পটম হওয়ার পিছনে যে কারণ দেখা যায়- • কারসিনোমা প্রস্টেট • ব্লাডার স্টোন • ইউরেথ্রাল স্ট্রিকচার • নিউরোজেনিক ব্লাডার • মূত্রনালী ও মূত্রথলিতে ক্রনিক ইনফেকশন

■ উপসর্গ ■

• রাত্রে বারে বারে প্রস্রাব পাওয়া • প্রস্রাবকে ধরে না রাখার ক্ষমতা • প্রস্রাব সরু হয়ে পড়া • প্রস্রাবের সমস্যা ও প্রস্রাবের রঙের পরিবর্তন • প্রস্রাব সম্পূর্ণভাবে না হওয়া ও হঠাৎ করে বন্ধ হওয়া

■ শনাক্তকরণ ■

• রোগীর রোগের উপসর্গ • শারীরিক পরীক্ষা • আল্ট্রাসোনোগ্রাফি • প্রস্রাবের রুটিন পরীক্ষা • কিডনি ফাংশন টেস্ট • PSA ব্লাড টেস্ট • প্রয়োজন হলে ট্রান্সরেক্টাল বায়োপ্সি করা • ইউরোফ্লোমেট্রি

■ চিকিৎসা ■

এরোগের চিকিৎসা তিন প্রকারের হয়-১। জীবন ধারার পরিবর্তন ২। ওষুধ ৩। সার্জিক্যাল প্রসিডিওর

জীবন ধারার পরিবর্তনঃ • সন্ধ্যের পর থেকে জল কম খাওয়া • ব্লাড প্রেসারের ওষুধের সময় ঠিক করা • কোলা জাতীয় পানীয়কে এড়িয়ে চলা • মদ্যপান ও ধূমপান বর্জন করা

■ ওষুধ ■

ওষুধ দু-ভাবে দেওয়া হয়-১। অনেক রোগীকে একপ্রকার ওষুধ দেওয়া হয়। ২। আবার অনেককে চিকিৎসক কম্বিনেশন ওষুধ দিয়ে থাকেন।

সার্জিক্যাল প্রসিডিওর- • ওষুধে যখন ফল পাওয়া যায় না। • কিছুতেই উপসর্গ কমছে না। • বারবার ইনফেকশন। • প্রস্রাবের সাথে রক্তপাত। • প্রস্রাব আটকে যাওয়া। • ৫০ব্লাডারে পাথর থাকলে।

■ সার্জারি ■

• Trans Urethral resection of the prostate (TURP) • Holmium Laser Enueation of the prostate (HOLEP)

এই দুটি পদ্ধতি সম্পূর্ণ এক, তবে এক্ষেত্রে কেবল দুটি আলাদা এনার্জি সোর্স ব্যবহার করা হয়।

• এছাড়া বাইপোলার TURP হয়। • যাদের হার্টের সমস্যা রয়েছে তাদের লেজার ব্যবহারই শ্রেয়।

বিনাইন প্রস্টেট স্ফীতি না করালে কী সমস্যা?

• অ্যাকিউট ইউরিনারি রিটেনশন • ইউরিনারি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন • ব্লাডার ড্যামেজ • কিডনি ড্যামেজ • কিডনি স্টোন

■ সতর্কতা ■

• প্রস্টেট সার্জারির পর প্রথমে কিছুদিন পেটে চাপ পড়লে সামান্য মূত্র নির্গত হতে পারে। ভবিষ্যতে এটি নিজে থেকেই ঠিক হয়ে যায়। • নির্দিষ্ট বয়সের পর PSA ব্লাড টেস্ট করানো। • প্রস্রাব সংক্রান্ত কোনও অস্বাভাবিকতা দেখা দিলেই তৎক্ষণাৎ চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া জরুরি।

পুরুলিয়ায় মাটি চাপা পড়ে মৃত্যু ২ নাবালকের

দুরন্ত বার্তা, পুরুলিয়া, ৩০ জুন ঃ পুরুলিয়ার আড়সা থানা এলাকার ফুসডাটাড় গ্রামে মাঠে গরু চরাতে গিয়ে মাটি চাপা পড়ে মৃত্যু হল দুই নাবালকের। বৃহস্পতিবার দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত দুই নাবালকের নাম সনৎ বাস্কে (১৪) ও মহেশ্বর হেমরম (১০)। দুজনেরই বাড়ি ফুসডাটাড় গ্রামে। মহেশ্বর মুদালি উচ্চ বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণির ছাত্র। সনৎ ওই বিদ্যালয়েরই অষ্টম শ্রেণির ছাত্র। এই ঘটনায় দুটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুরুলিয়া সদর থানার পুলিশ। শুক্রবার ময়নাতদন্তের পর দেহ দুটি পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হবে। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গতকাল দুপুরে ৪ বালক মাঠে গরু চরাতে গিয়ে খেলা করছিল। খেলার সময় মাঠের অদূরে এক জায়গায় গর্ত থেকে মাছরাঙা পাখির বাচ্চা বের করার চেষ্টা করে তারা। সেই সময়ই দুই বালকের মাথায় মাটির চাই ধসে পড়ে। মাটির তলায় চাপা পড়ে যায় সনৎ ও মহেশ্বর। ঘটনায় আতঙ্কিত হয়ে পড়ে সঙ্গে থাকা বাকি দুই বালক। তারা সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গিয়ে গ্রামে খবর দেয়। দ্রুত ঘটনাস্থলে গ্রামবাসীরা গিয়ে সনৎ ও মহেশ্বরকে উদ্ধার করে পুরুলিয়া মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে মহেশ্বরকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকেরা। পরে চিকিৎসা চলাকালীন মৃত্যু হয় সনতেরও। এই ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে গোটা গ্রামে।

রাজ্যের শিক্ষা প্রতিমন্ত্রীর বিরুদ্ধে আদর্শ আচরন বিধি ভঙ্গের অভিযোগ

দুরন্ত বার্তা, উত্তর দিনাজপুর, ৩০ জুন ঃ রাজ্যের নির্বাচনের বাকি আর মাত্র আট দিন। রাজ্য নির্বাচন কমিশন ভোট ঘোষনার সঙ্গে সঙ্গে আদর্শ আচরন বিধি লাগু হলো বলে জানিয়ে দিয়েছিলেন। আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনে উত্তর দিনাজপুর জেলা পরিষদের ১৬ নম্বর আসনে প্রার্থী হয়েছেন

রাজ্যের শিক্ষা প্রতিমন্ত্রীর স্ত্রী জোৎস্না সিনহা বর্মন। তার হয়েই গ্রামে গ্রামে দুয়ার বাজিয়ে লালবাতি জ্বালানো গাড়িতে প্রচার করছেন মন্ত্রী সত্যজিত বর্মন। বিরোধীদের দাবি এই তথ্য আসার পরই মন্ত্রীর বিরুদ্ধে নির্বাচনী বিধি ভঙ্গের অভিযোগ তুলে সরব হয়েছেন। বিজেপি জেলা সভাপতি বাসুদেব সরকারের অভিযোগ, সরকারি ক্ষমতাকে অপব্যবহার করে স্ত্রী হয়ে নির্বাচনী প্রচার করছেন শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সত্যজিত বর্মন। নির্বাচন আচরন বিধিভঙ্গ করায় তারা জেলা নির্বাচন আধিকারিকের দ্বারস্থ হবেন। অন্যদিকে একই অভিযোগ তুলে সরব হয়ে নিজের মন্ত্রীত্বের প্রভাব দেখিয়ে ভোটারদের প্রভাবিত করার অভিযোগ তুলে সরব হয়েছেন সিপিএমের জেলা সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য উত্তম পাল। তবে বিরোধীদের এই অভিযোগকে পাত্তা না দিয়ে মন্ত্রী সত্যজিত বর্মনের দাবি, তিনি সরকারি প্রটোকলে নয় সরকারি গাড়ি ব্যাবহার করছেন। নির্বাচন দপ্তর তাকে এনিয়ে কিছুই জানায়নি বলেও তার দাবী। তবে মন্ত্রীর বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠায় জেলা নির্বাচন দপ্তর বেশ খানিকটা বেকায়দায় পড়েছে। রায়গঞ্জ মহকুমা নির্বাচন আধিকারিক তথা রায়গঞ্জের মহকুমা শাসক কিংশুক মাইতি জানিয়েছেন, নির্বাচন আচরন বিধি লাগু হবার পর কোন নেতা মন্ত্রী আইন ভাঙলে তার বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহন করবে জেলা নির্বাচন দফতর। তবে মন্ত্রীর বিরুদ্ধে নির্বাচন দফতরের কাছেকোন অভিযোগ জমা পড়ে নি বলে মহকুমা শাসক জানিয়েছেন।

ব্যানার, হোর্ডিংয়ের দেদার বরাতে বাড়তি লক্ষ্মীলাভ

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ৩০ জুন ঃ পঞ্চায়েত নির্বাচন নিয়ে মারপিট-হিংসার ছবি প্রায় সব জেলাতেই রোজই সামনে আসছে। তবে রক্তপাত, হিংসার মধ্যেও নির্বাচনের অর্থনৈতিক দিকও রয়েছে। আর তা হল ভোটকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ফেস্টুন, ব্যানার, হোর্ডিংয়ের চাহিদা বেড়ে যাওয়া। নির্বাচন এলেই প্রয়োজন পড়ে পতাকা, ফ্লেক্স, ব্যানারের। চাহিদাও এক লাফে বেড়ে যায় অনেকটাই। আর তাতেই লাভের মুখ দেখেন এর সঙ্গে যুক্ত ছোট-বড় ব্যবসায়ী, শ্রমিকরা। কেননা এই শিল্পের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছেন বহু মানুষ। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে রাজনৈতিক দলের অর্ডার মাফিক পতাকা, প্রচারের ব্যানার সরবরাহ করতে হবে। তাই খাওয়ার সময়ও পাচ্ছেন না কারিগররা। মুর্শিদাবাদ জেলার সদর বহরমপুর থেকে কান্দি, ফরাক্কা থেকে ডোমকল সর্বত্রই রাত জেগে চলছে কাজ। নির্বাচনের মুখে একটু বাড়তি লাভের মুখ দেখে খুশি মালিক এবং কারিগররা। রঘুনাথগঞ্জ শহরের এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে রাজনৈতিক দলের পতাকা তৈরি করছেন সুভাষ দাস। সব রাজনৈতিক দলের পতাকা তৈরি হয় তার কারখানায়। পাশাপাশি স্বাধীনতা দিবস, প্রজাতন্ত্র দিবসের জন্য জাতীয় পতাকাও তৈরি করেন। ওই দিনগুলিতে তো ব্যস্ততা থাকেই। তবে ব্যস্ততা বেড়ে যায় নির্বাচন এলে। তার জন্য আগেভাগেই প্রস্তুতি নিয়ে রাখেন। কিন্তু এবার আচমকাই পঞ্চায়েত নির্বাচন ঘোষণা হয়েছে। আর তারপরেই পতাকার চাহিদা হু হু করে বেড়েছে। ফলে হঠাৎই কাজের চাপও বেড়ে গিয়েছে। দিনরাত এক করে তৃণমূল, কংগ্রেস, বিজেপি, সিপিএমের পতাকা তৈরি হচ্ছে আশিসের কারখানায়। পঞ্চায়েত ভোটে বড় ভূমিকা নেন নির্দল প্রার্থীরা। তাদের চিহ্ন দেওয়া পতাকার অর্ডারও রয়েছে। ছোট-বড় বিভিন্ন মাপের পতাকা চলে যাচ্ছে মুর্শিদাবাদ জেলার নানা এলাকায়। পতাকার পাশাপাশি রয়েছে চিহ্ন দেওয়া টি-শার্টের অর্ডার। যা পরে প্রচার করেন দলের কর্মীরা। কারখানার এক কর্মচারী বলেন, কাজের এত চাপ যে খাওয়া-দাওয়ার সময় পাচ্ছি না। দুপুরের খাবার খেতে বিকেল গড়িয়ে যাচ্ছে। সব রাজনৈতিক দলই চাইছে, তাদের যেন তাড়াতাড়ি পতাকা দিয়ে দেওয়া হয়। আর এক কর্মচারী দেবনাথ বলেন, কাজের চাপ এতটাই যে একটা দিনের ছুটি যে পাই তাও পাচ্ছি না। ভোটের পর সব অর্ডার শেষ হলে তারপর তিনি ছুটি পাবেন বলে কারখানার মালিক জানিয়েছেন। স্কুল বাজার এলাকার এক কারখানার মালিক জানান, ১০ জন কারিগর কাজ করেন। তাঁরা কাজ করেও সামাল দিতে পারছেন না। কোনও কোনও দিন মাঝরাত পর্যন্ত কাজ চলছে। চাপ সামলাতে ভরসা করতে হয়েছে আশপাশের লোকজনের উপর। কাজের চাপ বেশি হলেও বাড়তি লাভ হওয়ায় খুশি কারখানার মালিক এবং কর্মীরা। গণতন্ত্রের উৎসবে সামিল হওয়ার পাশাপাশি ঘরে বাড়তি লক্ষ্মীও আসছে।

পঞ্চায়েত নির্বাচনে এবার কেএলও নেতা জীবন সিং-র ভিডিও বার্তা

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার ৩০ জুন ঃ পঞ্চায়েত নির্বাচন নিয়ে রাজনৈতিক সংঘর্ষে উত্তপ্ত গোটা কোচবিহার জেলা। তারই মধ্যে পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে কোচবিহারবাসীর উদ্দেশ্যে ভিডিও বার্তা কে এল ও নেতা জীবন সিং এর। বর্তমানে সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল সেই ভিডিও বার্তা। ভিডিও বার্তার মাধ্যমে তৃণমূল কংগ্রেসের বিরোধিতা করেন কে এল ও নেতা জীবন সিং। তিনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তৃণমূল কংগ্রেসের বিরোধিতা করে রাজবংশী সম্প্রদায় মানুষের কাছে বার্তা রাখেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের জাতি মাটির শত্রু। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছে রক্ত দেব তবু আলাদা রাজ্য হতে দেবে না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বোবেনা জন বারলা, শংকর ঘোষ, নিশীথ প্রামানিক, মালতি রাভাদের মনের কথা। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিশীথ প্রামানিককে হত্যা করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। জীবন সিংকে হত্যা করতে চায়, যে জীবন সিং কে ভারত সরকার ওয়েলকাম জানিয়েছে, অ্যাপ্রিসিয়েট করেছে, ধন্যবাদ জানিয়েছে। জাতি- ধর্ম- দল নির্বিশেষে সকলকে একত্রিতভাবে তৃণমূল সরকারের বিরোধিতা করার আবেদন জানান।

পুলিশ সুপারের দপ্তরে ধর্ণায় বসলেন কোচবিহারের ৬ বিজেপি বিধায়ক

শিল্পী দত্ত, কোচবিহার, ৩০ জুন ঃ বেছে বেছে বিজেপি মনোনীত প্রার্থীদের বিনা কারণে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে পাশাপাশি জেলা জুড়ে সন্ত্রাস চালাচ্ছে শাসকদল আর তারই প্রতিবাদে শুক্রবার কোচবিহার জেলা পুলিশ সুপার দপ্তরে প্রায় চার ঘন্টা ধর্ণায় বসলেন কোচবিহার জেলা বিজেপির ছয় বিধায়ক। শুক্রবার সকাল থেকেই আকাশের মেঘ ছিল ভার শুরু হয়েছিল বৃষ্টি। বৃষ্টি উপেক্ষা করে সকাল সাড়ে এগারোটা নাগাদ কোচবিহার জেলা বিজেপির ছয় বিধায়ক পৌঁছে যান কোচবিহার পুলিশ সুপার দপ্তরে এবং পুলিশ সুপার দপ্তরের অফিসের ঢোকার মূল ফাটকের সামনে ধর্ণায় বসেন তারা। হঠাৎ করেই বিজেপি বিধায়কদের এহেন ঘটনায় রীতিমতো হকচকিয়ে ওঠে কর্তব্যরত পুলিশ আধিকারিকরা যদিও সেই সময় দপ্তরে উপস্থিত ছিলেন না কোচবিহার পুলিশ সুপার সুমিত কুমার। একদিকে যখন বিজেপি বিধাযকেরা ধর্ণায় বসলেন ঠিক সেই সময় বিজেপি কর্মী সমর্থকেরা জেলা পুলিশ দপ্তরের মূল গেটের বাইরে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। ফলে সাঁড়াশি আক্রমণে রীতিমতো বেকায়দায় পরে কোচবিহার জেলা পুলিশ। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য গত পরশু রাতে দিনহাটার তৃণমূল ছেড়ে সদ্য বিজেপিতে যোগ দেওয়া জেলা পরিষদের প্রার্থী তরণীকান্ত বর্মন কে একটি পুরানো মামলায় গ্রেপ্তার করে সাহেবগঞ্জ থানার পুলিশ এবং তার ১৪ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেয় দিনহাটা আদালত। অর্থাৎ নির্বাচনে প্রার্থী হয়েও তাকে কাটাতে হবে জেল হেফাজতে যদিও আগামী সোমবার উচ্চ আদালতে যাওয়ার কথা জানিয়েছে বিজেপি নেতৃত্ব। পাশাপাশি পরশু রাতে তুফানগঞ্জ বিধানসভার রামপুরে বিজেপি প্রার্থী ও কর্মী সমর্থকদের বেশ কিছু বাড়ি ভাঙচুর হয় আর অভিযোগ শাসকদলের দিকেই। এমতাবস্থায় পঞ্চায়েত নির্বাচনের দিন ঘোষণার পর থেকেই জেলা জুড়ে শুরু হয় রাজনৈতিক সন্ত্রাস। শুক্রবার বেছে বেছে বিজেপি প্রার্থীদের মিথ্যে মামলায় ফাঁসানো এবং জেলা জুড়ে শাসক দলের সন্ত্রাসের প্রতিবাদের বিরুদ্ধে ধর্ণায় বসেন বিজেপির ছয় বিধায়ক। এই প্রসঙ্গে কোচবিহার জেলা বিজেপির সভাপতি তথা কোচবিহার উত্তর কেন্দ্রের বিধায়ক সুকুমার রায় বলেন - বেছে বেছে আমাদের প্রার্থীদের মিথ্যে মামলা ও পুরনো মামলায় গ্রেফতার করা হচ্ছে অথচ এই মামলাতে যে সমস্ত তৃণমূল কর্মীর বা প্রার্থীদের নাম রয়েছে তাদের বিরুদ্ধে পুলিশ কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করছে না। জেলার বিভিন্ন প্রান্তে আমাদের কর্মীদের বাড়িঘর ভাঙচুর করা হচ্ছে আর পুলিশ দলদাসে পরিণত হয়ে চোখ বন্ধ করে বসে রয়েছেন। পুলিশ যদি নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন না করে তাহলে আগামী দিনে নির্বাচনের আগেই কোচবিহার স্তব্ধ করে দেওয়ার হুমকি দেন তিনি। কোচবিহার নাটাবাড়ি কেন্দ্রের বিজেপি বিধায়ক মিহির গোস্বামী বলেন - এ কোন রাজ্যে বাস করছি আমরা। একই মামলায় শাসক ও শাসক বিরোধী কর্মীদের নাম থাকার পরেও বেছে বেছে বিরোধীদের গ্রেফতার করা হচ্ছে আসলে রাজ্যের সরকার নোংরা রাজনীতিতে মেতে উঠেছেন। যদি গ্রেপ্তার করতে হয় তাহলে সবার আগে গ্রেফতার করতে হবে উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ তার বিরুদ্ধে একাধিক মামলা রয়েছে কিন্তু পুলিশ তখন চোখ বন্ধ করে কাঠের পুতুলের মত দাঁড়িয়ে থাকে। পুলিশ নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন না করলে আন্দোলনের ঝাঁঝ বাড়বে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য তরণীকান্ত বর্মন বিগত দিনে তৃণমূলের পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য ছিলেন এবং নাজিরহাট ২ নং অঞ্চলের তার বিশেষ প্রভাব রয়েছে। এবারের পঞ্চায়েত নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস তাকে প্রার্থী করেননি, তাই কিছুদিন আগেই তিনি বিজেপিতে যোগদান এবং জেলা পরিষদের প্রার্থী হন। ওই এলাকায় তরণীকান্ত বর্মন প্রভাবশালী নেতৃত্ব হওয়ায় জেলা পরিষদ নিজেদের দখলে রাখার আশা দেখতে পায় বিরোধীরা এমতাবস্থায় বিরোধীদের অভিযোগ উদয়ন গুহর নেতৃত্বেই পুরনো মামলায় গ্রেফতার করা হয়েছে তরণীকান্ত কে যাতে বিরোধীরা সঠিকভাবে ভোট প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে না পারে নাজিরহাট অঞ্চলে। তবে নাজিরহাট অঞ্চলে বেশ কিছুদিন ধরেই বিরোধীদের প্রভাব বাড়তে থাকে আর ঠিক সে জায়গায় দাঁড়িয়ে তরণীকান্তের গ্রেপ্তার অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রাক্কালে। যদিও বিরোধীদের এই ধর্ণা ও বিক্ষোভকে কটাক্ষ করেছেন তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র পার্থপ্রতিম রায়। পার্থবাবু বলেন - আসলে তারা খানিকটা দিশেহারা হয়ে গেছেন। জেলা জুড়ে যেভাবে তারা সন্ত্রাস করছেন অর্থাৎ তাদের সন্ত্রাসের কারণে বেশ কিছু তৃণমূল কর্মী গুলিবিদ্ধ হয়েছেন সেই ঘটনাগুলিকে আড়াল করবার জন্যই তারা পুলিশ সুপার দপ্তরের সামনে নাটক বাজি করছেন। তিনি আরো বলেন তরনি কান্তের বিরুদ্ধে ওয়ারেন্ট ছিল প্রশাসন নির্দিষ্ট নিয়মে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে এর মধ্যে অন্য কোন গন্ধ নেই। আসলে এরা বুঝতে পেরে গেছেন এদের পরাজয় নিশ্চিত তাই মিডিয়া হাইপ পাওয়ার জন্য এই ধরনের ঘটনা ঘটিয়েছেন। তবে আজকের এই ঘটনার জেরে বেশ কিছুটা হলেও বিপাকে পড়েছিল কোচবিহার পুলিশ। অবশেষে ঘন্টা চারক বাদে কোচবিহারের অতিরিক্ত পুলিশ সুপারের সাথে বিজেপি বিধায়করা দেখা করেন এবং তার আশ্বাসেই বিক্ষোভ তুলে নেন তারা।

বৃষ্টির মধ্যেই অধীরের সভাতে ভিড়, রাজ্য ও কেন্দ্রকে তোপ অধীরের

দুরন্ত বার্তা, বড়ঞা, ৩০ জুন ঃ আসন্ন ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে বড়ঞা একটি বিতর্কিত বিধানসভা হিসাবে চিহ্নিত। মনোনয়ন থেকে শুরু করে বিডিও অফিসে তৃণমূলের নকল ব্যালট লুটের অভিযোগ। যদিও তার আগে নিয়োগ দুর্নীতি কান্ডে তৃণমূলের বিধায়ক জীবন কৃষ্ণসাহা সিবিআই হেপাজতে । তার স্ত্রী নির্দল থেকে মনোনয়ন জমা তারপর আবার নমিনেশন প্রত্যাহার করা। এই সব বিষয় নিয়ে কটাক্ষ করলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরী। এলাকার বিধায়ক আপনাদের ভোট নিয়ে আপনাদের সাথেই অন্যায় করেছে। একই পথে হেঁটেছে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার। তারা মানুষের পাশে না দাঁড়িয়ে দিন দিন বাড়িয়ে চলেছে, নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম পেট্রোপণ্যের দাম। বৃহস্পতিবার মুর্শিদাবাদের বহরমপুর লোকসভার অধীন বড়ঞা থানার সাহোড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের টিটা গ্রামের জটাধারী তলায় এক কর্মী সভায় উপস্থিত হয়ে এইভাবে কেন্দ্রের জনবিরোধী নীতি কে যেমন এক হাতে নেন তেমনি নাম না করে এলাকার তৃণমূল বিধায়ককেও এক হাতে

নেন বহরমপুরের সাংসদ অধীর চৌধুরী। বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই প্রচন্ড বৃষ্টির মধ্যেই বহরমপুর লোকসভার অধীন কান্দি থানার লাহারপাড়া গ্রামে ও বড়ঞা থানার টিটা গ্রামে ভোট প্রার্থীদের হয়ে প্রচার করতে যান বহরমপুরের সাংসদ অধীর চৌধুরী তবে প্রচন্ড বৃষ্টির জন্য দুই জায়গাতেই ২০ মিনিটের বেশি পথসভা অনুষ্ঠিত হয়নি। করা হয়নি পদযাত্রার। দুই সভাতেই উপস্থিত ছিলেন কান্দি মহকুমা কংগ্রেস সভাপতি শফিউল আলম খান, জেলা কংগ্রেসের মুখপাত্র জয়ন্ত দাস, কংগ্রেসের জেলা যুব সভাপতি নরোত্তম সিংহ ছাড়াও বহু কংগ্রেস নেতৃত্ব। এদিন জটাধারী তলায় কংগ্রেস প্রার্থীদের প্রচার করতে উঠে সাংসদ অধীর চৌধুরী কেন্দ্র সরকারের বিভিন্ন জনবিরোধী নীতির সমালোচনা করে বিজেপি সরকারকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেন। বলেন, গত পাঁচ বছর পিছনে তাকিয়ে দেখুন নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিভাবে দাম বেড়েছে। পাশাপাশি পেট্রো পণ্যের দাম আজ মাত্রা ছাড়া। যে ভরসায় মানুষ বিজেপিকে ভোট দিয়ে কেন্দ্রে বসিয়েছিল তারাই আজ মানুষকে চুষে খাচ্ছে। মানুষের মাথার উপর জিএসটি বসিয়ে জিনিসপত্রের দাম যেমন বাড়াচ্ছে তেমনি মাঝেমধ্যেই নোট বঃিদর নামে নোট বদলের নামে মানুষকে বিপদে ফেলছে। একইভাবে বড়ঞার তৃণমূল বিধায়কে আপনারা যে আশায় ভোট দিয়েছিলেন এলাকার উন্নয়ন নিয়ে সেটা তো হয়নি।, উল্টে ওই বিধায়ক শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতি মামলায় অভিযুক্তঃ সিবিআই হেফাজতে রয়েছে। সকাল থেকেই প্রচন্ড বৃষ্টিতেও দুটি সভাতেই লোকসমাগম ছিল চোখে পড়ার মতো।

হাওড়ায় বিজেপি প্রার্থীদের সমর্থনে প্রচারে অভিনেত্রী পাপিয়া অধিকারী

শ্রেয়া আদক, হাওড়া, ৩০ জুন ঃ হাওড়ায় বিজেপি প্রার্থীদের সমর্থনে ভোটের প্রচারে অভিনেত্রী পাপিয়া অধিকারী। বললেন বিজেপি এলে তবেই শান্তি ফিরবে। বিশিষ্ট অভিনেত্রী তথা বিজেপি নেত্রী পাপিয়া অধিকারী শুক্রবার হাওড়ার সাঁকরাইলের নলপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় দলের পঞ্চায়েতের প্রার্থীদের সমর্থনে প্রচারে আসেন। প্রথমেই তিনি মনোহরপুর গ্রামের রামমন্দিরে পুজো দিয়ে প্রচার শুরু করেন। মনোহরপুর গ্রাম ছাড়াও তিনি বেটিয়ারি ও উলা গ্রামেও প্রচারে যান। সঙ্গে ছিলেন পঞ্চায়েতের বিজেপি প্রার্থীরা। টোটোয় করে তিনটি গ্রামে প্রচারে গিয়ে গ্রামবাসীদের সঙ্গে কথা বলেন তিনি। তাঁদের বিভিন্ন অভিযোগ শোনেন। তিনি বলেন, গ্রামের মানুষ এতো সমস্যায় আছে যে ভাবা যায় না। গ্রামে এতো মানুষ বাস করেন অথচ পর্যাপ্ত পানীয় জলের ব্যবস্থা নেই। তিনি বলেন, গ্রামে ঢুকে দেখুন রাস্তাঘাটের কি অবস্থা। মানুষ এইভাবে বাস করতে পারে ? এমনকি কেউ মারা গেলে শবদেহ দাহ করার কোনও ব্যবস্থা নেই। একটা ইলেকট্রিক চুল্লি নেই। বিজেপি মানে শান্তি। আমার সাথে কথা হয়েছে প্রতি বুথে কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকবে। পাপিয়া অধিকারী এদিন সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে বলেন, ভয়ের একটা অদ্ভুত পরিস্থিতি বাংলায় তৈরি করেছে। খড়দায় প্রার্থীদের এতো অত্যাচার করেছে বিরোধী সবাই নাম তুলে নিয়েছে। অত বড় জায়গায় ১টা মাত্র বুথে বিজেপি প্রার্থী। তারা ফোন বন্ধ করে চলে গিয়েছিল। এমন কি প্রার্থীদের ছেলে মেয়েদের তুলে নিয়ে গিয়েছে। আমার মনে হয় না ঠিকঠাক ভোট হবে। তবে কেন্দ্রীয় বাহিনী আসছে এটাই একটা স্বস্তি। কিন্তু আগেরবার যেভাবে কেন্দ্রীয় বাহিনীকে ব্যবহার করেছিল তা নিয়ে সন্দেহ থেকেই যায়। এবারের নির্বাচনে আমাদের ছেলেরা প্রতিরোধ গড়ে তুলবে। তবে এদিনের প্রচারে প্রচুর সাড়া পেয়েছি। এলাকার ঘরে ঘরে এলাকায় ঘোরার পর এখানকার লোকেরা বলছে বিজেপি ছাড়া উপায় নেই। এখানে পানীয় জল নেই। শ্মশানে ইলেকট্রিক চুল্লি নেই। রাস্তা ঠিক নেই। বিজেপি এলে তবেই শান্তি ফিরবে।

Name Change

I SAKINA D/O LATE SAIFUDDIN CHUDAWALA R/O EKTA LOTUS,18 GOBRA GORASTHAN ROAD,BLOCK-3,FLAT NO-5B, KOLKATA-700046,WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SAKINA RATLAMWALA VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 30/06/2023.

Name Change

I, ABU TAHER MONDAL is wrongly recorded in my Son's School Certificate, S/o- KHIDIR MONDAL. Residing at Vill - Gokulpur, Post-Gobindapur, Ps- Domkal, Dist-Murshidabad, Pin- 742304, West Bengal. Shall henceforth be known as ABU TAHIR MONDAL. That my name ABU TAHIR MONDAL and ABU TAHER MONDAL is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad.

Name Change

I BIBHAS SARKAR ALIAS BIBAS SARKAR SON OF PROMATHA SARKAR R/O 8 NO SUKANTA PALLY ASHOKE NAGAR, NORTH 24 PARGANAS 743222, WEST BENGAL SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS BIVASH SARKAR VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 30/06/2023.

উত্তরে ৩ জেলায় জারি কমলা সতর্কতা

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৩০ জুন ঃ উত্তরবঙ্গে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা। দক্ষিণবঙ্গের কয়েক জেলাতেও ব্যাপক বৃষ্টিপাত হবে। বেশ কিছু জেলায় ভারী বৃষ্টির সতর্কতা। শনিবার থেকে উত্তরবঙ্গে বৃষ্টি আরও বাড়বে। আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, উত্তরবঙ্গে প্রবল বৃষ্টিপাতের আশঙ্কা রয়েছে। আগামী কয়েকদিন অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা। উত্তরবঙ্গের তিন জেলায় অতি ভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা। কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ারে ৭০-২০০ মিলিমিটার পর্যন্ত বৃষ্টি হতে পারে।

Name Change

I, BAHAR ALI is wrongly recorded in my Passport and my School Certificate, S/o- SADAR ALI SEKH. Residing at Vill - Krishna chandra Pur, Post- Panditpur, Ps- Dhubulia, Dist- Nadia, Pin- 741140, West Bengal. Shall henceforth be known as BAHAR ALI SEKH. That my name BAHAR ALI SEKH and BAHAR ALI is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad.

Name Change

I, NEMAI GHOSH (old name) S/O LATE KALIPADA GHOSH Presently residing at M M Chandidas Road, Nabadwip, Nadia, Pin-741302 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) NIMAI GHOSH, vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 30/06/2023. NEMAI GHOSH and NIMAI GHOSH both are same and one identical person.

Name Change

I, MD MOSTAK AHAMED is wrongly recorded in my Passport No- N3998092, S/o- GOLAM MUSTAFA. Residing at Vill - Kumrai, Post- Kumrai, Ps- Barwan, Dist-Murshidabad, West Bengal. Shall henceforth be known as MOHAMMED MUSTAK AHMED. That my name MOHAMMED MUSTAK AHMED and MD MOSTAK AHAMED is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad.

Name Change

I, PINKI SARKAR MALLICK W/o- CHIRANJIT MALLICK, Residing at Vill - Mahananda Pally, Post- Jhaljhalia, Ps-Englishbazar, Dist- Malda, Pin- 732102, West Bengal. That my name PINKI MALLICK is wrongly recorded in my Son's Birth Certificate. Shall henceforth be known as PINKI SARKAR MALLICK. That my name PINKI SARKAR MALLICK and PINKI MALLICK is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad.

Name Change

I, SAHINA KHATUN W/o- BADSHA SHAIKH. Residing at Vill - Dakshin Latiberpara, Post-Bansgara, Ps- Lalgola, Dist- Murshidabad, Pin- 742148, West Bengal. That my sone name SAZED AHAMED is wrongly recorded in my Son's Passport No- N7160197, Shall henceforth be known as SAJID AHAMED. That my Son's name SAJID AHAMED and SAZED AHAMED is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad.

Name Change

I, MEETA SAREEN W/o- SATISH KUMAR SAREEN, Residing at Vill - Manaskamona road opal menson, Post- Malda, Ps-Englishbazar, Dist- Malda, Pin- 732101, West Bengal. That my name MITA SAREEN is wrongly recorded in my Voter Card No- UYN1271071. Shall henceforth be known as MEETA SAREEN. That my name MEETA SAREEN and MITA SAREEN is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad.

Name Change

I, SOMA GHOSH (old name) W/O UTTAM GHOSH Presently residing at M M Chandidas Road, Nabadwip, Nadia, Pin- 741302 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) SOMA GHOSH SAHA, vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 30/06/2023. SOMA GHOSH and SOMA GHOSH SAHA both are same and one identical person.

Name Change

I, ANUYAR HOSSAIN is wrongly recorded in my Daughter School Certificate, S/o- MUKBUL HOSSAIN. Residing at Vill - Kolanradhakantapur, Post- Topidnga, Ps-Ranitala, Dist- Murshidabad, Pin- 742135, West Bengal. Shall henceforth be known as ANOWAR HOSSAIN. That my name ANOWAR HOSSAIN and ANUYAR HOSSAIN is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad.

Name Change

I, DAZY SEN (old name) W/O MRINAL SEN Presently residing at 111, RAMKRISHNA PALLY, PS SONARPUR, SOUTH 24 PARGANAS, WEST BENGAL:700150 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) SEBIKA SEN, vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 30/06/2023. DAZY SEN and SEBIKA SEN both are same and one identical person.

Name Change

I BABUZAM MANDAL S/O TAFILDDINBMANDAL R/OBVILL-NALDI,PO-RAJENDRAPUR,PS-BASIRHAT, NORTH 24 PARGANAS - 743291 SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS BABUJAN MONDAL VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 30/06/2023.

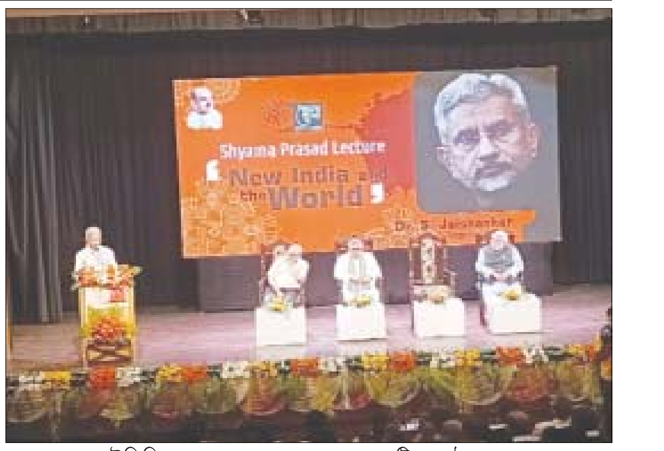

কলকাতা আইসিসিআর- এর খোলা হওয়ার একটি অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন ভারতের বিদেশ মন্ত্রী ডক্টর এস জয়শঙ্কর।

Name Change

I, SAZDA BEGUM (old name) W/O MD ZAKIR residing at 11/1/H/13, Harshi Street, Raja Ram Mohan Sarani, PS-Narkeldanga, Pin-700009 WB India I have changed my name to (shall henceforth be known as) SAJDA KHATOON, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 30/06/2023. SAZDA BEGUM and SAJDA KHATOON both are same and one identical person.

Name Change

I, KRISHNA (old name) W/O SANKAR PRASAD BISWAS residing at Vill-Angarpukuria, PO-Boaldah, PS-Bongaon, Dist- North 24 Parganas, Pin-743235 WB India do hereby solemnly affirm & declaring my actual name KRISHNA BISWAS D/o ANGAD BISWAS M/o SHIBAI BISWAS instead of KRISHNA D/O RAJ KUMAR M/O KUSUM, vide an affidavit sworn before the Ld. 1 st Class Executive Magistrate at Bongaon, 24 Parganas(N) on 06/04/2023.

Name Change

I, TAPAN SADHUKHAN (old name) S/O AMARENDRA SADHUKHAN Presently residing at Sachak Champadanga, PS-Tarakeswar, Hooghly - 712401 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) TAPAN KUMAR SADHUKHAN, vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 30/06/2023. TAPAN SADHUKHAN and TAPAN KUMAR SADHUKHAN both are same and one identical person.

Name Change

I, PRAVAT JANA (old name) S/O PULIN BEHARI Presently residing at 23C/4, Shib Krishna Daw Lane, Kankurgachi, PS- Phoolbagan, Kolkata- 700054 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) PRABHAT JANA, vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 30/06/2023. PRAVAT JANA and PRABHAT JANA both are same and one identical person.

Name Change

I, SOBHAN DEB (old name) S/O GOPAL CHANDRA DEB Presently residing at Kali Mohan Pally, Bolpur, Birbhum, Pin-731204 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) SHOBHAN DEB, vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 30/06/2023. SOBHAN DEB and SHOBHAN DEB both are same and one identical person.

Name Change

I, SAHINA BIBI is wrongly recorded in my Son's Passport No- N7160197, W/o- BADSHA SHAIKH. Residing at Vill - Dakshin Latiberpara, Post- Bansgara, Ps- Lalgola, Dist- Murshidabad, Pin- 742148, West Bengal. Shall henceforth be known as SAHINA KHATUN. That my name SAHINA KHATUN and SAHINA BIBI is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad.

ABRIDGED TENDER NOTICE

The Ex-officio Manager, GPW/WBFDCL & Deputy Conservator of Forests, Urban Recreation Forestry Division invites Tender Notice for various works as follows.

NIT No.	Name of Projects	Bid submission Start Date	Last Date of Bid Submission
90/GPW/ WBFDC/ 2023-24	Creation of Plantation & three years maintenance at Victoria Memorial over 1 Ha. Of KMC area during the year 2023-24	01.07.2023 (10.00 AM)	08.07.2023 (05.00 PM)

Details can be seen at **https://wbtenders.gov.in**

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (Civil), Br-XV, KMC** invites tender online percentage rate two bid systems for the following work:
NIT No.: KMC/XV/135/013/2023-2024/R/BUSTEE (1st call)
Name of work : **Improvement of passage by C.C. Pavement and allied works at Kasai Para Lane N/H/No. I-146/A, I-66 etc. in ward no.-135, Br.-XV Slum Area.** Estimate Cost: **Rs. 3,09,918.40** (including GST and Cess). Earnest Money: **Rs. 6,200.00**. Period of Completion: **60 Days.** Date of uploading of N.I.T. & other documents (online): **04.07.2023 at 12 noon.** Documents download/sell start date (online): **04.07.2023** at **4 p.m.** Documents download/sell end date (online): **13.07.2023** at **4 p.m.** Bid submission start date (online): **04.07.2023** at **4 p.m.** Bid submission closing (online): **13.07.2023 at 4 p.m.** Bid opening date for Technical Proposals (online): **15.07.2023** at **4 p.m.** The bid forms and other details are available from the website : **https://etender.wb.nic.in**

The **Executive Engineer (C), Borough-III, KMC** invites tender online percentage rate two bid system for following work:
NIT No. : KMC/EE-III/35/12/23-24 (2nd call)
Name of work : **Restoration of road surfaces by laying hot asphaltum disturbed due to laying of pipe from Water Supply Department and C.E.S.C at 28D Haramohon Ghosh Lane and 27D, Dr. Panchanan Mitra Lane in ward no.-035**. Estimate Cost (including GST and CESS): **Rs. 4,89,443.00**. Earnest Money: **Rs. 10,000.00**. Period of Completion: **45 Days**. Last date and time of submission of bid: **12.07.2023** upto **12 noon**. Date and time of opening of bid: **14.07.2023 after 12 noon**. The bid forms and other details are available on and from **04.07.2023 at 5 p.m.** from the website : **https://etender.wb.nic.in**

The **Executive Engineer (Civil)/BR-XVI, KMC** invites tender online percentage rate two bid system for following work:
NIT No. : KMC/E.E(C)/BR-XVI/126/016/23-24
Name of work : **Restoration of road by laying hot mix at Narayan Roy Road and South Behala Road due to laying of OFC Cable near Pre. No.-93 and D1/1 in ward no.-126**. Estimate Cost (including GST & CESS): **Rs. 4,23,922.56**. Earnest Money: **Rs. 9,000.00**. Period of Completion: **30 Days**. Last date and time of submission of bid: **12.07.2023** at **12 noon**. The tender will be opened on: **14.07.2023 at 12 noon**. The bid forms and other details are available on and from **04.07.2023** at **5 p.m.** from the website : **https://etender.wb.nic.in**

The **Executive Engineer (Civil)/BR.-XIII, KMC** invites tender online percentage rate two bid system for following works:
1. NIT No. : KMC/XIII/122/1/23-24 (2nd call)
Name of work : **Maintenance of sewer line adjacent at Raja Ram Mohan Roy Road, Sodepur Road, K.K. Rd., Bye Lane in ward no.-122**. Work Value: **Rs. 1,90,748.08**. Earnest Money: **Rs. 3,900.00**. Period of Completion: **30 Days**.
2. NIT No. : KMC/XIII/119/005/23-24 (1st call)
Name of work : **Plantation of trees, increasing greenery at different places in ward no.-119**. Work Value: **Rs. 1,90,556.70**. Earnest Money: **Rs. 3,900.00**. Period of Completion: **30 Days**.
3. NIT No. : KMC/XIII/118/013/23-24/C (1st call)
Name of work : **Plantation of trees for increasing greenery at different roads/places in W-118**. Work Value: **Rs. 2,36,404.64**. Earnest Money: **Rs. 4,800.00**. Period of Completion: **45 Days**.
4. NIT No. : KMC/XIII/118/006/23-24/BS (1st call)
Name of work : **Maint. of existing C.C. Passage/Road with C.Conc. works at different slum area in W-118**. Work Value: **Rs. 2,99,481.39**. Earnest Money: **Rs. 6,000.00**. Period of Completion: **45 Days**.
5. NIT No. : KMC/XIII/122/2/23-24 (1st call)
Name of work : **Plantation of trees, increasing greenery at different places in ward no.-122**. Work Value: **Rs. 2,76,354.18**. Earnest Money: **Rs. 5,600.00**. Period of Completion: **60 Days**.
6. NIT No. : KMC/XIII/120/010/23-24 (1st call)
Name of work : **Plantation of trees, increasing greenery at different places in ward no.-120 Br-XIII**. Work Value: **Rs. 2,92,946.46**. Earnest Money: **Rs. 5,900.00**. Period Completion: **60 Days**.
7. NIT No. : KMC/XIII/118/008/23-24/PARK (1st call)
Name of work : **Annual maintenance of KMC Dr. A.P.J. Abdul Kalam Park at 36/7, S. N. Roy Road Bye-Lane in w-118 Br-XIII**. Work Value: **Rs. 3,41,479.50**. Earnest Money: **Rs. 6,900.00**. Period Completion: **210 Days**. Last date of submission of bid: **08.07.2023** up to **11 a.m.** (for sl. no. 1 to 7). Tender will be opened on: **10.07.2023 at 11 a.m.** (for sl. no. 1 to 7). The bid forms and other details are available on and from **30.06.2023** at **5 p.m.** (for sl. no. 1 to 7) from the website : **https://etender.wb.nic.in** (for sl. no. 1 to 7).

360/23-24

এশিয়ান কবাডি চ্যাম্পিয়নশিপে ভারতের ইতিহাস
ফাইনালে ইরানকে হারিয়ে অষ্টম বার চ্যাম্পিয়ন

বুসান, ৩০ জুনঃ এশিয়ান কবাডি চ্যাম্পিয়নশিপে ভারতের জয়জয়কার। শুক্রবার এশিয়ান কবাডি চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে ইরানকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ভারত। এই ফলাফলে কবাডিতে ইতিহাস গড়ে ফেলেছে টিম ইন্ডিয়া। এই নিয়ে অষ্টম বার কবাডিতে এশিয়ান চ্যাম্পিয়ন হল ভারত। কোরিয়া রিপাবলিকের বুসানে ভারত বনাম ইরান ম্যাচের ফলাফল ৪২-৩২। মোট ৯টি মরসুম খেলে আট বারই খেতাব এল ভারতের ঘরে। টুর্নামেন্টে মোট ৬টি দল অংশ নিয়েছিল। ভারত ছাড়া ইরান, জাপান, কোরিয়া, চিনা তাইপে ও হংকং। লিগ পর্বে ভারতের সবচেয়ে বড় জয় ৭৬-১৩। এবং সবথেকে কম স্কোরে জয় ৩৩-২৮। অথচ ম্যাচের শুরু থেকে রাশ বজায় রেখেছিল ইরান। সুপার ১০-টিমকে নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন ভারতীয় ক্যাপ্টেন পবন সেহরাওয়াত। ম্যাচ শুরু হওয়ার পাঁচ মিনিটের মধ্যে পিছিয়ে পড়েছিল ভারত। তবে ডিফেন্ডারদের কয়েকটি ট্যাকেল পয়েন্ট এবং ক্যাপ্টেন পবন সেহরাওয়াতের সঙ্গে আসলাম ইনামদারের সফল রেড ইরানকে প্রথম দশ মিনিটে ইরানকে প্রথম বার অলআউট করে দেয়। দ্বিতীয়ার্ধে নিজেদের দোষে ইরানকে কিছু সহজ বোনাস পয়েন্ট দিয়ে দেয় ভারচ। যদিও ১৯তম মিনিটে ইরানকে দ্বিতীয় বার অলআউট করে দেন পবন সেহরাওয়াতরা। একটা সময় ভারতের পক্ষে স্কোর ছিল ২৩-১১। যদিও ইরানের অধিনায়ক মহম্মরেজা শাদলোই ২৯তম মিনিটে দুই পয়েন্ট নিয়ে ভারতকে প্রথম বার অলআউট করতে সাহায্য করেন। ম্যাচের যখন মিনিট দুয়েক বাকি তখন স্কোর ৩৮-৩১-এ নামিয়ে নিয়ে এসেছিল ইরান। চাপে পড়লেও শেষমেশ ৪২-৩২ ব্যবধানে জিতে খেতাব আসে ভারতের ঘরে। ভারত লিগ পর্বের পাঁচটি ম্যাচ জিতে পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে থেকে ফাইনালে উঠেছিল। দ্বিতীয় স্থানে থেকে ফাইনালে পৌঁছয় ইরান।

ভারতীয় দলের হেড কোচ হতে পারেন লক্ষ্মণ

বেঙ্গালুরু, ৩০ জুনঃ সামনেই এশিয়ান গেমস। রয়েছে ক্রিকেটও। প্রাথমিত ভাবে দল পাঠানোর ভাবনা ছিল না ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের। যদিও সিদ্ধান্ত বদলেছে। তরুণ ক্রিকেটারদের আরও বেশি সুযোগ দিতে এশিয়ান গেমসে দল পাঠানো হচ্ছে। ভারতীয় ক্রিকেটে এখন ঠাসা ক্রীড়াসূচি। ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে যাবেন রোহিতরা। তারপর থাকছে আয়ার্ল্যান্ড সফর। ঘরের মাঠে ওডিআই বিশ্বকাপ শুরু হচ্ছে ৫ অক্টোবর। সিনিয়র দলের হেড কোচ রাহুল দ্রাবিড়ের পরিবর্তে তাই এশিয়ান গেমসে দায়িত্ব দেওয়া হতে পারে ভিভিএস লক্ষ্মণকে। আগামী ২৩ সেপ্টেম্বর শুরু হচ্ছে এশিয়ান গেমস। চিনের শহর হাংঝৌতে হবে এ বারের এশিয়ান গেমস। মূলত তরুণ দলই পাঠাবে ভারত। তবে ওডিআই বিশ্বকাপের কথা মাথায় রেখে পাঠানো হতে পারে শিখর ধাওয়ানকেও। যাতে মূল স্কোয়াডের কেউ চোট পেলে ব্যাক আপ তৈরি থাকে। ধাওয়ানকে নেতৃত্বও দেওয়া হতে পারে এশিয়ান গেমসে। তেমনই কোচ হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হতে পারে ভিভিএস লক্ষ্মণকে। জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমির চেয়ারম্যান ভিভিএস লক্ষ্মণ এর আগেও সিনিয়র দলের হেড কোচের দায়িত্ব সামলেছেন। এর আগে আয়ার্ল্যান্ড সফরে হার্দিক পান্ডিয়ার নেতৃত্বাধীন টি-টোয়েন্টি দলের কোচ করা হয়েছিল ভিভিএসকে। ওডিআই বিশ্বকাপের পরই চুক্তি শেষ হচ্ছে রাহুল দ্রাবিড়ের। ফলে এশিয়ান গেমসে সোনার পদক জিততে পারলে ভিভিএস লক্ষ্মণের কাছে বড় সুযোগ আসতে পারে। অতীতে রাহুল দ্রাবিড়ের ক্ষেত্রেও এমনটা হয়েছিল। সে সময় যুব দলের কোচ এবং জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমির প্রধান ছিলেন রাহুল দ্রাবিড়। ভারতের সিনিয়র দলের কোচ ছিলেন রবি শাস্ত্রী। সিনিয়র দল ইংল্যান্ড সফরে গিয়েছিল। একই সময় শ্রীলঙ্কা সফরে গিয়েছিল ভারতের আর একটি দল। শিখর ধাওয়ানকে অধিনায়ক করা হয়েছিল এবং রাহুল দ্রাবিড় ছিলেন হেড কোচ। পরবর্তীতে জাতীয় দলের কোচ হন রাহুল দ্রাবিড়। ভিভিএসের ক্ষেত্রেও এমনটা ঘটবে কীনা, বোঝা যাবে এশিয়ান গেমসে টিমের পারফরম্যান্স এবং ওডিআই বিশ্বকাপের পরই।

অবসর নিয়ে বিদেশি লিগে খেলার প্রবণতা, নিয়ম আনছে বিসিসিআই

মুম্বই, ৩০ জুনঃ বিশ্বজুড়ে এখন ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগের ছড়াছড়ি। টি-২০, টি-১০ লিগগুলিতে ভারতীয় ক্রিকেটারদের চাহিদা তুঙ্গে। তবে বিসিসিআইয়ের নিয়মের গেরোয় এ দেশের ক্রিকেটাররা বিদেশি লিগে খেলতে পারেন না। আইপিএল ছাড়া অন্য কোনও দেশের ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে খেলার অনুমতি নেই বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মাদের। এই বিষয়ে কড়া অবস্থান ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের। তা বলে কি বিদেশি টি-২০ ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে ভারতীয়রা খেলেন না? অবশ্যই খেলেন। তবে অবসরের পর। রিটায়ারমেন্টের পর দেশের প্রাক্তন ক্রিকেটারদের বিদেশি লিগে খেলায় বাধা নেই। বোর্ডের কাছে অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজন পড়ে না। তবে সেই সুখের দিনও হয়তো থাকছে না। বিদেশি লিগে ভারতীয় ক্রিকেটারদের খেলা নিয়ে নতুন নিয়ম আনতে পারে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। অবসর নেওয়া ক্রিকেটারদের বিদেশি ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে যোগ দিতে হলে বোর্ডের কোনওরকম অনুমতি লাগে না। আগামী ৭ জুলাই অ্যাপেক্স কাউন্সলের বৈঠকে এই বিষয়ে নয়া নিয়ম আনতে আলোচনা করা হবে। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে যে, ভারতীয় ক্রিকেটারদের বিদেশি লিগে খেলার আগে কমপক্ষে বছরখানেকের কুলিং অফ পিরিয়ড কাটাতে হবে। কুলিং অফ পিরিয়ড শেষ হওয়ার পর বিদেশি লিগে খেলার অনুমতি পাওয়া যাবে। আগামী মাসে অ্যাপেক্স কাউন্সিলের বৈঠকের পর নতুন নিয়ম নিয়ে আপডেট দেবে বিসিসিআই। সাম্প্রতিককালে দেখা গিয়েছে বেশি কয়েকজন ক্রিকেটার অবসর ঘোষণা করে পরের সপ্তাহেই টি-২০ লিগে খেলতে চলে গিয়েছেন। বিশ্ব জুড়ে এখন ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেট লিগের অভাব নেই। দেশের প্রাক্তন ক্রিকেটাররা সেইসব ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ থেকে বড়রকমের অর্থ উপার্জন করছেন। বিসিসিআইয়ের আশঙ্কা, আগামী দিনে এই প্রবণতা বড় রকমের সমস্যা খাড়া করতে পারে। তাই কুলিং অফ পিরিয়ড প্রয়োজন।

ভারতের বিরুদ্ধে টেস্ট টিম ঘোষণা ওয়েস্ট ইন্ডিজের, রয়েছেন চন্দ্রপল

বার্বাডোজ, ৩০ জুনঃ ওয়েস্ট ইন্ডিজে পূর্ণাঙ্গ সফরে যাচ্ছে টিম ইন্ডিয়া। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের অন্তর্গত দু-ম্যাচের টেস্ট সিরিজের পাশাপাশি তিনটি ওডিআই এবং পাঁচটি টি-টোয়েন্টি ম্যাচ থাকছে এই সিরিজে। টেস্ট ও ওডিআইয়ের জন্য ভারতীয় বোর্ড আগেই স্কোয়াড ঘোষণা করেছিল। এ বার ওয়েস্ট ইন্ডিজও টেস্ট স্কোয়াড ঘোষণা করল। প্রাথমিক ভাবে ১৮ সদস্যের স্কোয়াড ঘোষণা করল তারা। লাল-বলে স্পেশালিস্ট ব্যাটার ক্রেগ ব্রেথওয়েটই নেতৃত্ব দেবেন ভারতের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজে। ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজ টেস্ট সিরিজ শুরু হচ্ছে ১২ জুলাই। প্রথম টেস্ট হবে ডমিনিকায়। তার আগে অ্যান্টিগায় শিবির করছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ৯ জুলাই ডমিনিকায় উড়ে যাবে তারা। সিরিজে দ্বিতীয় টেস্ট ২০ জুলাই থেকে। দ্বিতীয় ম্যাচটি হবে ত্রিনিদাদের কুইন্স পার্ক ওভালে। ডমিনিকার ম্যাচটি দু-দেশের কাছেই স্মরণীয় হতে চলেছে। ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজ টেস্টে শততম ম্যাচ খেলতে চলেছে। টেস্ট সিরিজ শেষে ২৭ জুলাই থেকে তিন ম্যাচের ওডিআই সিরিজ। ৩ আগস্ট থেকে শুরু হবে পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ। ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট বোর্ডের তরফে এক ই-মেলে জানানো হয়েছে, টেস্ট সিরিজের জন্য ১৮ সদস্যের দল বেছে নিয়েছে তাদের নির্বাচন প্যানেল। তবে এটিই যে চূড়ান্ত দল নয়, নিশ্চিত হওয়াই যায়। ভারতের মাটিতে এ বার ওডিআই বিশ্বকাপ। সরাসরি যোগ্যতা অর্জন করতে পারেনি ওয়েস্ট ইন্ডিজ। জিম্বাবোয়েতে যোগ্যতা অর্জন পর্ব খেলছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। সুপার সিক্সে উঠলেও ব্যাকফুটে রয়েছেন নিকোলাস পুরানরা। ওডিআই বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন পর্ব শেষ হলে কয়েকজন সিনিয়র সদস্য টেস্ট দলেও ফিরবেন। ওয়েস্ট ইন্ডিজ যে প্রাথমিক স্কোয়াড ঘোষণা করেছে, তাতে রয়েছেন কিংবদন্তি ব্যাটার শিবনারায়ণ চন্দ্রপলের পুত্র ত্যাগনারায়ণ চন্দ্রপল। এখনও অবধি আধডজন টেস্ট খেলেছেন ত্যাগনারায়ণ। একটি করে শতরান ও অর্ধশতরান সহ করেছেন ৪৫৩ রান। ওয়েস্ট ইন্ডিজের প্রাথমিক স্কোয়াড- ক্রেগ ব্রেথওয়েট (অধিনায়ক), অ্যালিক আথাঞ্জে, জেরমাইন ব্ল্যাকউড, এনক্রুমা বনার, ত্যাগনারায়ণ চন্দ্রপল, রহকিম কর্নওয়াল, জোসুয়া ডি সিলভা, শ্যানন গ্যাব্রিয়েল, কাভেম হজ, আকিম জর্ডন, জেয়ার ম্যাকঅ্যালিস্টার, কার্ক ম্যাকেঞ্জি, মার্কিনো মাইন্ডলি, অ্যান্ডারসন ফিলিপ, রেমন রেফার, কেমার রোচ, জেডেন সিলস, জোমেল ওয়ারিক্যান। ওয়েস্ট ইন্ডিজের ওয়ান ডে বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন পর্ব শেষ হবে ৯ জুলাই। তারপর টেস্ট টিমে যোগ দিতে পারেন জেসন হোল্ডার, শেই হোপের মতো সিনিয়র ক্রিকেটাররা।

মানসিক রোগের শিকার! আত্মহত্যা করলেন ২৮ বছরের পাকিস্তানি স্নুকার

করাচি, ৩০ জুনঃ মাত্র ২৮ বছর বয়স তাঁর। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে বেশ সাড়াও ফেলেছিলেন। কিন্তু ডিপ্রেশনের কাছে হার মানতে হল তাঁকে। পাকিস্তানের নামী স্নুকার প্লেয়ার মজিদ আলি আত্মহত্যা করলেন। আত্মহত্যা করার জন্য গাছ কাটার মেশিন বেছে নিয়েছেন তিনি। মজিদের মৃত্যু দেখে হতবাক হয়ে গিয়েছে ক্রীড়ামহল। ডিপ্রেশন শিকার খেলার দুনিয়ায় অনেক প্লেয়ার। কেউ প্রত্যাশাপূরণ করতে না পেরে, কেউ ম্যাচ হেরে গিয়ে মানসিক রোগের শিকার হয়ে যান। কিছু দিন আগে এক ইন্টারভিউতে নিক কিরর্গিওজের মতো প্রথম সারির টেনিস তারকাও স্বীকার করে নিয়েছেন, ২০১৯ সালে উইম্বলডন ফাইনালে রাফায়েল নাদালের কাছে হারের পর গভীর ডিপ্রেশনে চলে গিয়েছিলেন। মানসিক হাসপাতালেও যেতে হয়েছিল তাঁকে। মজিদ আলির মৃত্যু এই ডিপ্রেশনকে মারাত্মক 'রোগ' হিসেবে ব্যাখ্যা করছে। মজিদ আত্মহত্যা কেন করলেন? স্নুকার ও বিলিয়ার্ড প্লেয়ার হিসেবে দ্রুত সাফল্য পেতে শুরু করেছিলেন মজিদ। অনূর্ধ্ব ২১ এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে রুপো পেয়েছিলেন তিনি। ভাবা হচ্ছিল, স্নুকারে আন্তর্জাতিক স্তরে পাকিস্তানের মুখ উজ্জ্বল করবেন। সেই মজিদই বৃহস্পতিবার সমুন্দ্রির বাড়িতে আত্মহত্যা করেছেন। বেশ কিছুদিন ধরেই মানসিক রোগের শিকার ছিলেন তিনি। লড়াই চালাচ্ছিলেন, সেখান থেকে বেরিয়ে আসার জন্য। তা আর হল না। মজিদের ভাই ওমর বলেছেন, ছেলেবেলা থেকেই পাক স্নুকার প্লেয়ার ডিপ্রেশনের শিকার। মাঝখানে নিজেকে সামলে নিয়েছিলেন। আবার ওই একই রোগের কবলে পড়েছিলেন মজিদ। ওমরের কথায়, ''মজিদের মৃত্যু আমাদের কাছে একটা বিরাট ধাক্কা। কখনওই ভাবিনি যে ও এই ভাবে মৃত্যুকে বেছে নিতে পারে।'' পাকিস্তানের বিলিয়ার্ড ও স্নুকার ফেডারেশনের প্রেসিডেন্ট আলমগীর শেখ বলেছেন, ''ভীষণ প্রতিভাবান প্লেয়ার ছিল মজিদ। ও দেশের প্রথম সারির স্নুকার প্লেয়ারদের একজন ছিল। প্লেয়ার হিসেবে নিজেকে সফল দেখতে চেয়েছিল। আমরাও জানতাম, পাকিস্তানের মুখ ও উজ্জ্বল করবেই। কিন্তু এ ভাবে যে নিজেকে শেষ করে দেবে, কে জানত!'' মাসখানেক আগেই পাকিস্তানের আর এক স্নুকার প্লেয়ার মহম্মদ বিলাল হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গিয়েছেন। তার পর মজিদের অকাল মৃত্যু। গোটা পাকিস্তানি ক্রীড়ামহল থমকে গিয়েছে এই ঘটনায়। মাসখানেক ধরে নাকি চরম ডিপ্রেশনে কাটছিল মজিদের। কেন মানসিক রোগে গহ্বরে তলিয়ে যাচ্ছিলেন তিনি, তার সদুত্তর অবশ্য মেলেনি। ফর্ম খারাপ ছিল, নাকি অন্য কোনও ব্যক্তিগত কারণে তিনি নিজেকে শেষ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন, তা পরিবারের তরফে জানা যায়নি। ডিপ্রেশন যে খেলার দুনিয়ায় মারাত্মক চেহারা নিচ্ছে, তা অনেকেই আজকাল স্বীকার করে নিচ্ছেন। বিরাট কোহলির মতো ক্রিকেটার এর আগে বলেছেন, ফর্মে না থাকার কারণে একসময় তিনিও ডিপ্রেশনে চলে গিয়েছিলেন। ডিপ্রেশনের কারণেই ক্রিকেট থেকে সাময়িক সরে দাঁড়িয়েছিলেন বেন স্টোকস।

দুই ইনিংসেই ব্যর্থ ক্যাপ্টেন অভিমন্যু, হারের মুখে ইস্ট জোন

বেঙ্গালুরু, ৩০ জুনঃ দলীপ ট্রফির কোয়ার্টার ফাইনালেই বিদায়ের পথে ইস্ট জোন। দুই ইনিংসেই ব্যর্থ অধিনায়ক অভিমন্যু ঈশ্বরণ। দীর্ঘ দিন ধরে জাতীয় দলের দরজায় কড়া নাড়ছিলেন বাংলার এই ওপেনার। বাংলাদেশে টেস্ট স্কোয়াডে জায়গাও পেয়েছিলেন। কিন্তু খেলার সুযোগ হয়নি। প্রথম শ্রেনির ক্রিকেটে ধারাবাহিক ভালো পারফর্মও করছিলেন। কিন্তু ওয়েস্ট ইন্ডিজে সুযোগ পাননি। ফলে তাঁর কাছে দারুণ সুযোগ ছিল নির্বাচকদের ভাবনা বাড়ানোর। দলীপে তা পারলেন না। বেঙ্গালুরু শহর থেকে কিছুটা দূরে আলুর স্টেডিয়ামে মুখোমুখি হয়েছে সেন্ট্রাল ও ইস্ট জোন। জিতলে সেমিফাইনাল। অভিমন্যু ঈশ্বরণের কাছে দারুণ সুযোগ ছিল এই ম্যাচে নজর কাড়ার। যদিও প্রত্যাশা পূরণ হল না। দলও হারের মুখে। প্রথম ইনিংসে গোল্ডেন ডাক, দ্বিতীয় ইনিংসে তাঁর অবদান ১১ রান। ইস্ট জোনের বোলিং পারফরম্যান্স অনবদ্য। প্রথম ইনিংসে সেন্ট্রাল জোনকে মাত্র ১৮২ রানেই অলআউট করেছিল তারা। ডোবালেন ব্যাটাররা। প্রথম ইনিংসে মাত্র ১২২ রানে আলআউট। দ্বিতীয় ইনিংসে সেন্ট্রাল জোনকে ২৩৯ রানে অলআউট করে ইস্ট জোন। তিনটি করে উইকেট নেন ঈশান পোড়েল ও শাহবাজ আহমেদ। ইস্ট জোনের কাছে জয়ের লক্ষ্য দাঁড়ায় ৩০০ রান। চতুর্থ ইনিংসে এই রান খুবই কঠিন। মাত্র ৬৯ রানে ৬ উইকেট হারিয়ে ধুঁকছে ইস্ট জোন। বেঙ্গালুরুর চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে অন্য কোয়ার্টার ফাইনালে মুখোমুখি নর্থ জোন ও নর্থ ইস্ট জোন। প্রথম ইনিংসে ৫৪০-৮ স্কোরে ইনিংস ডিক্লেয়ার করেছিল নর্থ জোন। জবাবে নর্থ ইস্ট জোন করেছিল ১৩৪। দ্বিতীয় ইনিংসে ২৫৯-৬ স্কোরে ডিক্লেয়ার করে তারা। দ্বিতীয় ইনিংসে ৩ উইকেটে ৫৮ রান তুলেছে নর্থ ইস্ট। এখনও ৬০০-র ওপর রান প্রয়োজন। সেমিফাইনালে যাওয়া সময়ের অপেক্ষা নর্থ জোনের। তাদের হয়ে ব্যাটে বলে উজ্জ্বল এ বারই কলকাতা নাইট রাইডার্সের হয়ে আইপিএলে অভিষেক করা হর্ষিত রানা। প্রথম ইনিংসে শতরান (৮৬ বলে অপরাজিত ১২২) করেছিলেন। দু-ইনিংস মিলিয়ে এখনও অবধি দুটি উইকেট নিয়েছেন হর্ষিত।

রোনাল্ডোর পছন্দেই আল নাসরের নতুন কোচ

রিয়াধ, ৩০ জুনঃ সৌদি আরবের ক্লাব আল নাসরে তাহলে কি ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডোই চালাচ্ছেন! কেউ কেউ রসিকতা করে এমন কথা বলতে পারেন। গত এপ্রিলে আল নাসরের কোচ পদ থেকে ছাঁটাই হয়েছিলেন রুডি গার্সিয়া। সংবাদমাধ্যম তখন জানিয়েছিল, রোনাল্ডোর সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি তাঁর ছাঁটাই হওয়ার অন্যতম কারণ। গার্সিয়ার কৌশল নাকি পছন্দ হচ্ছিল না পর্তুগিজ কিংবদন্তির। খেলোয়াড়দের সেরাটা বের করে আনতে পারছেন না গার্সিয়া-এমন অভিযোগ ছিল রোনাল্ডোর। সে জন্য গার্সিয়াকে ছাঁটাই করে ক্লাবের বয়সভিত্তিক দলের কোচ ডিনকো জেলিচিচকে মূল দলের অন্তর্বর্তীকালীন কোচ বানিয়ে কাজ চালাচ্ছিল আল নাসরে। কিন্তু কত দিন আর এভাবে থাকা যায়? পূর্ণ মেয়াদে নতুন কোচ তো লাগবেই। ইএসপিএন সূত্রের বরাত দিয়ে জানিয়েছে, এই কোচও ঠিক করার পেছনেও নাকি বড় ভূমিকা আছে রোনাল্ডোর। আর সেই কোচ হলেন রোনাল্ডোরই স্বদেশি লুইস কাস্ত্রো। সংবাদমাধ্যম গোল ডটকম ও ইএসপিএন জানিয়েছে, আল নাসরের প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন ৬১ বছর বয়সি কাস্ত্রো। বোতাফোগোর দায়িত্বে থাকা কাস্ত্রো গতকালই বিদায় বলে দিয়েছেন ব্রাজিলিয়ান এই ক্লাবকে। সেটি মাগালানেসের বিপক্ষে ম্যাচ শেষে। সংবাদমাধ্যম গোল ডটকম সবার আগে এই তথ্য জানানোর পর তা নিশ্চিত করেছে ইএসপিএন। তবে কাস্ত্রোকে কোচ বানানোর ব্যাপারে আল নাসরে এখনো আনুষ্ঠানিক কোনো ঘোষণা দেয়নি। গত সপ্তাহে কাস্ত্রোর সঙ্গে যোগাযোগ করে আল নাসরে। তাঁকে দুই বছরের চুক্তির প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। চাইলে চুক্তির মেয়াদ আরও এক বছর বাড়াতে পারবেন। আর বেতন? ইএসপিএন জানিয়েছে, বোতাফোগোর চেয়ে অনেক বেশি বেতন পাবেন কাস্ত্রো। তবে আল নাসরের কাস্ত্রোকে পাওয়ার পেছনে মূল কলকাঠি নেড়েছেন রোনাল্ডো। 'সিআরসেভেন' নিজেই ফোন করেছিলেন কাস্ত্রোকে আল নাসরে যোগ দেওয়ার জন্য। এই বছর শেষেই কাস্ত্রোর সঙ্গে চুক্তির মেয়াদ ফুরোত বোতাফোগোর। তাঁকে পেতে ব্রাজিলিয়ান ক্লাবটিকে ২৩ লাখ ইউরো রিলিজ ক্লজ পরিশোধ করতে হবে আল নাসরেকে। অভিজ্ঞতার বিচারে কাস্ত্রোর কোচিং কেরিয়ার বেশ সমৃদ্ধ। এ পর্যন্ত ১২টি ক্লাবকে কোচিং করিয়েছেন। ২০১৯-২০ মরসুমে শাখতার দোনেস্কের হয়ে জিতেছেন ইউক্রেনিয়ান প্রিমিয়ার লিগ।

দিল্লি ক্যাপিটালস থেকে চাকরি গেল দুই কোচের!

নয়াদিল্লি, ৩০ জুনঃ ১৪ ম্যাচে মাত্র পাঁচটিতে জয়। পয়েন্ট টেবলের নবম স্থানে থেকে ২০২৩ আইপিএলে লিগ পর্ব শেষ করে দিল্লি ক্যাপিটালস। ২০২২ সালের আইপিএলেও শেষ চারে জায়গা করে নিতে পারেনি দিল্লি। টানা ব্যর্থতায় সমালোচনার ঝড় উঠেছিল। বিশেষ করে টিম ম্যানেজমেন্ট নিয়ে। সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, রিকি পন্টিং সমৃদ্ধ তারকাখচিত কোচিং স্টাফ দিল্লির চরম বিপর্যয় সামলাতে পারেনি। কোচ রিকি পন্টিংয়ের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। সমালোচনা থেকে ছাড় পাননি ডিরেক্টর সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ও। অনুমান করা হচ্ছিল যে, পরের মরসুম থেকে দিল্লি ক্যাপিটালস টিমে আমূল পরিবর্তন করা হবে। ২০২৪ মরসুমের জন্য এখন থেকেই প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে দিল্লি ক্যাপিটালস। সবার আগে হাত পড়েছে সাপোর্ট স্টাফদের উপর। চাকরি গিয়েছে দুই কোচের। দিল্লির ফ্র্যাঞ্চাইজির মালিক পার্থ জিন্দাল আগেই জানিয়েছিলেন, কোচ রিকি পন্টিং পরের মরসুমেও কোচ থাকবেন। ডিরেক্টর পদে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের চাকরিও অক্ষত থাকবে। তবে দুই সহকারী কোচ অজিত আগরকর ও শেন ওয়াটসনকে বিদায় জানিয়ে দিল দিল্লি।

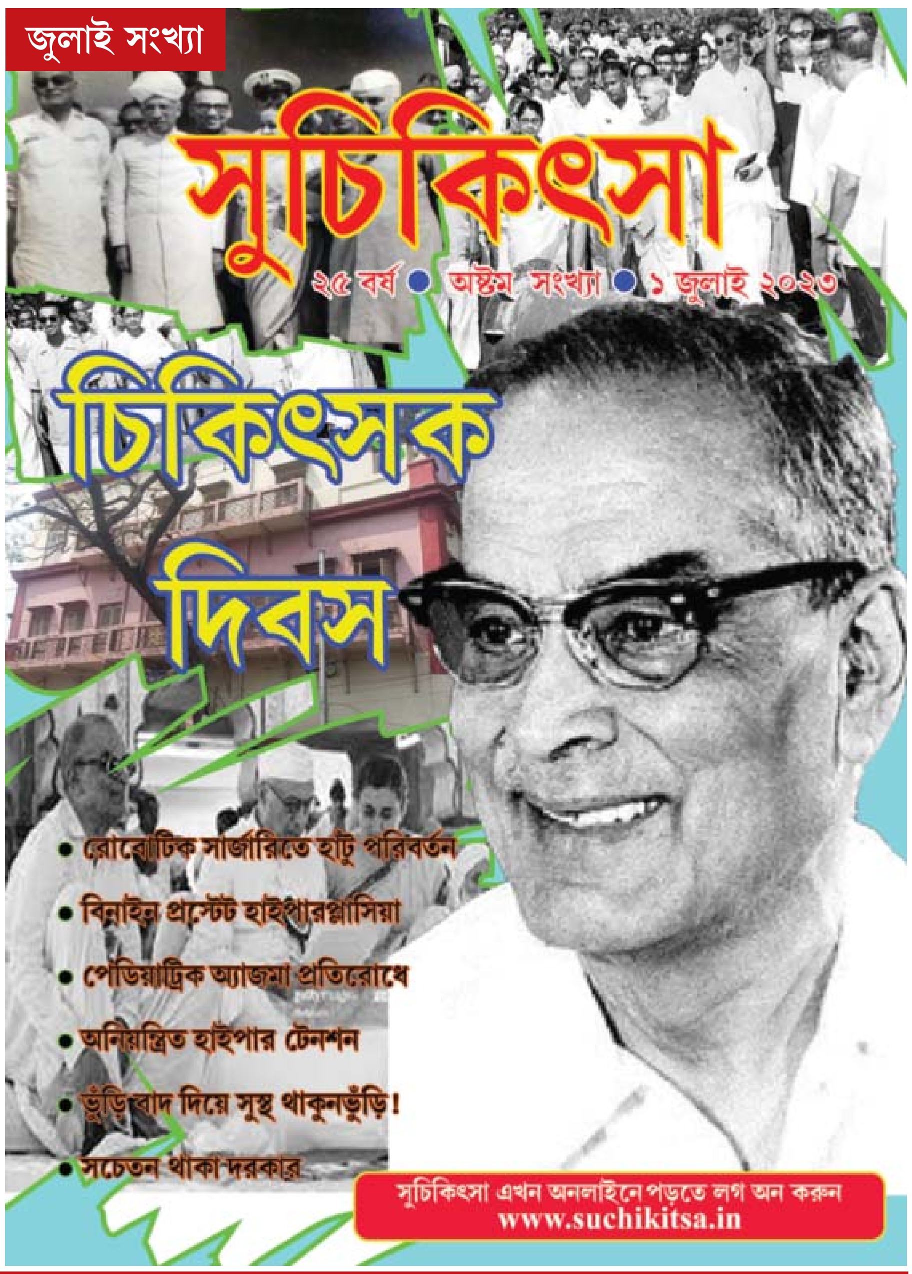

'চাপ নিতে চায়নি বলে বার্সায় ফেরেনি মেসি'

পিএসজিতে দুই বছরের পাট চুকিয়ে লিওনেল মেসি এখন ইন্টার মায়ামির। তবে তার ফরাসি ক্লাবটি ছাড়া ও বার্সেলোনায় ফেরার সম্ভাবনা নিয়ে জল ঘোলা কম হয়নি। কাতালান ক্লাবটির সভাপতি হুয়ান লাপোর্তা বললেন, প্যারিসে অসুখী মেসির ইচ্ছা ছিল শৈশবের দলেই ফেরার কিন্তু চাপ নিতে চাননি বলে বেছে নিয়েছেন নতুন ঠিকানা।

বার্সেলোনা, ৩০ জুনঃ ২০২১ সালে নাটকীয়ভাবে ইচ্ছার বিরুদ্ধে বার্সেলোনা ছাড়তে বাধ্য হন মেসি। যোগ দেন পিএসজিতে। পরে বিভিন্ন সময়েই রেকর্ড সাতবারের ব্যালন ডি'অর জয়ী বলেছেন যে, খুব করেই স্প্যানিশ ক্লাবটিতে থেকে যেতে চেয়েছিলেন তিনি। সেই ছোটবেলা থেকে বার্সেলোনায় বেড়ে ওঠা মেসি পিএসজিতে গিয়ে নতুন ক্লাবে ও নতুন শহরে শুরুতে মানিয়ে নিতে ভোগান্তির কথা বলেছেন নানা সময়েই। সবশেষ মরসুমে তো লিগ ওয়ান চ্যাম্পিয়নদের ভক্তদের সঙ্গে সম্পর্কেও ফাটল ধরে তার। বিশ্বকাপ জয়ী এই তারকাকে দুয়ো দেওয়ার ঘটনাও হয়েছে অহরহ। সব মিলিয়ে পিএসজির সঙ্গে চুক্তি শেষে তার নতুন ঠিকানা বেছে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন মেসি। তাতে সবচেয়ে বেশি আলোচনায় এসেছিল বার্সেলোনায় ফেরার সম্ভাবনার বিষয়টি। লাপোর্তা তো বরাবরই বলেছেন, ক্লাব কিংবদন্তির জন্য তাদের দরজা সবসময়ই খোলা। মেসির বাবা ও এজেন্ট হোর্হে মেসি বার্সেলোনার সঙ্গে এক আলোচনার পর বলেছিলেন, তার ছেলের প্রিয় ক্লাবে ফেরার ইচ্ছা আছে। শেষ পর্যন্ত বার্সেলোনায় ফেরা হয়নি মেসির। যোগ দেন যুক্তরাষ্ট্রের মেজর সকার লিগের দল ইন্টার মায়ামিতে। ৩৬ বছর বয়সি এই ফুটবলার নিজেই জানান, ২০২১ সালের মতো পরিস্থিতিতে এড়াতেই ইচ্ছা থাকলেও বার্সেলোনায় ফেরার সিদ্ধান্ত নেওয়া থেকে বিরত থাকেন। ক্যাম্প ন্যুতে মেসিকে শেষবার বার্সার জার্সিতে খেলতে দেখার পর বিদায় জানানো থেকে বঞ্চিত হয়েছেন ভক্তরাও। ভক্তদের সেই আক্ষেপ দেরিতে হলেও ঘোচাতে চান লাপোর্তা। এ ব্যাপারে কাতালান টেলিভিশন 'টিভি ৩'-কে বার্সা সভাপতি বলেছেন, ''বার্সা সব সময়ই ওর (মেসির) ঘর থাকবে। ওকে মাঠ থেকে বিদায় দেওয়ার জন্য তাদের (মেসির প্রতিনিধিদের) সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছি। স্পটিফাই ক্যাম্প ন্যুর শুরুর দিন বিদায়ের জন্য দারুণ হতে পারে।'' লাপোর্তার এ কথায় স্পষ্ট, ২০২৩-২৪ মরসুমে মেসিকে মাঠ থেকে বিদায়ের কোনো পরিকল্পনা করছে না বার্সেলোনা। কারণ, বার্সার ঘরের মাঠ ক্যাম্প ন্যুতে চলছে সংস্কারকাজ। আগামী মরসুমে মুন্তজুইকের অলিম্পিক স্টেডিয়ামকে 'ঘর' বানাবে ক্লাবটি। সেখানেই খেলবে হোম ম্যাচ। বার্সা ক্যাম্প ন্যুতে ফিরবে ২০২৪-২৫ মরসুমে, তা-ও ৫০ শতাংশ আসন ঠিক করে। ২০২৫-২৬ মরসুমে সংস্কারকাজ শেষ হওয়ার কথা। মেসি মায়ামিতে যোগ দেওয়ার পর বার্সার দেওয়া এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছিল, 'বার্সার পক্ষ থেকে একটা প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। প্রস্তাবটি দেওয়া হয়েছিল মেসিকে বার্সার জার্সিতে ফেরানোর জন্যই। সভাপতি লাপোর্তা বুঝতে পারছেন পুরো বিষয়টি। তিনি একটি কম গুরুত্বপূর্ণ লিগে, পাদপ্রদীপের আলোর বাইরে গিয়ে মেসির খেলার সিদ্ধান্তকে সম্মান করেন। সাম্প্রতিক মরসুমগুলোয় মেসিকে অনেক চাপের মধ্যে খেলতে হয়েছে...!'' 'টিভি ৩'-কেও লাপোর্তা মেসির মায়ামিতে যোগ দেওয়ার পেছনে ওই একই কারণ দেখিয়েছেন, ''মেসি বার্সায় ফিরতে চেয়েছিল। পিএসজিতে সে খুবই বাজে সময় কাটিয়েছে। তার বাবা আমাকে জানিয়েছে, সে আর ওই চাপ নিতে চায়নি। আমরা তাকে সম্মান করি। মায়ামি-যাত্রার জন্য শুভকামনা।''

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক এবং সম্পাদক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক ইল্লাস্ট্রেটেড ইন্ডিয়া প্রেস, ৭৪, লেনিন সরনী , কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত ও ১ বি ব্ল্যাক বার্ণ লেন কলকাতা ৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত
Owner, Printer, Publisher & Editor ALOKE KUMAR NASKAR, 1B, Black Burn Lane Kolkata 700012, and print at Illustrated India press 74, Lenin Sarani Road, Kolkata-700013
Ph- office- 2237-0488. News- 9432327166/033-26445555 dailydurantabarta@gmail.com
newsdailydurantabarta@gmail.com ■ WhatsApp # 8420635501